বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে
দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ

দুর্নীতি দমন কমিশন
বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে
দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সার্বিক তত্ত্বাবধান

মোঃ মাহবুব হোসেন
সচিব (সাবেক), দুর্নীতি দমন কমিশন

খোরশেদা ইয়াসমীন, এনডিসি
সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন

সম্পাদনা কমিটি

রেজওয়ানুর রহমান, মহাপরিচালক
আব্দুল্লাহ-আল-জাহিদ, পরিচালক
মোঃ ফিরোজ মাহমুদ, পরিচালক
কাজী মোঃ সায়েমুজ্জামান, পরিচালক
মো. আকতারুল ইসলাম, উপপরিচালক
শারিকা ইসলাম, উপপরিচালক
মোঃ তানজির হাসিব সরকার, উপপরিচালক
মুবাশ্বিরা আতিয়া তমা, সহকারী পরিচালক
বিষাণ ঘোষ, সহকারী পরিচালক

যোগাযোগ

সচিব, দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ
১ সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
টেলিফোন: +৮৮০২ ৫৮৩১৬২০৭, ফ্যাক্স: +৮৮০২ ৯৩৬২৬২২
ই-মেইল: secretary@acc.org.bd, ওয়েবসাইট: www.acc.org.bd

ডিজাইন

প্রিন্ট মাস্টার প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিঃ
বেলমা, ডেইরি ফার্ম, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪১, মোবাইল: +৮৮ ০১৭৩০ ৫৯৫৭৫৬
ই-মেইল: printmasterpp@gmail.com, ওয়েবসাইট: www.printmasterppl.com

মুদ্রণ

মুদ্রণ ও প্রকাশনা বিভাগ
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিঃ

প্রকাশক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

দুর্নীতি দমন কমিশনের 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩' দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ২৯(১) ধারা অনুযায়ী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর দুর্নীতিবিরোধী উক্তি

১০ জানুয়ারি ১৯৭২ পাকিস্তান থেকে স্বদেশ ফিরে আসার পর থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ার সংগ্রামে অসৎ ও দুর্নীতিবাজ মানুষের কর্মকাণ্ডে ক্ষুব্ধ হন। জাতীয় সংসদের ৭ম অধিবেশনের ২য় বৈঠকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে তিনি বলিষ্ঠ কণ্ঠে উচ্চারণ করেন-

> “দুর্নীতি, ঘুষ, চোরাকারবারী, মুনাফাখোরীর বিরুদ্ধে আমাদের রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদের সংগ্রাম করতে হবে, কাজ করতে হবে। আমাদের জাতিকে united করতে হবে। বাঙালি জাতি যে প্রাণ, যে অনুপ্রেরণা নিয়ে স্বাধীনতা-সংগ্রাম করেছিল, সেই প্রাণ, সেই অনুপ্রেরণা, সেই মতবাদকে নিয়ে অগ্রসর হতে হবে...।”

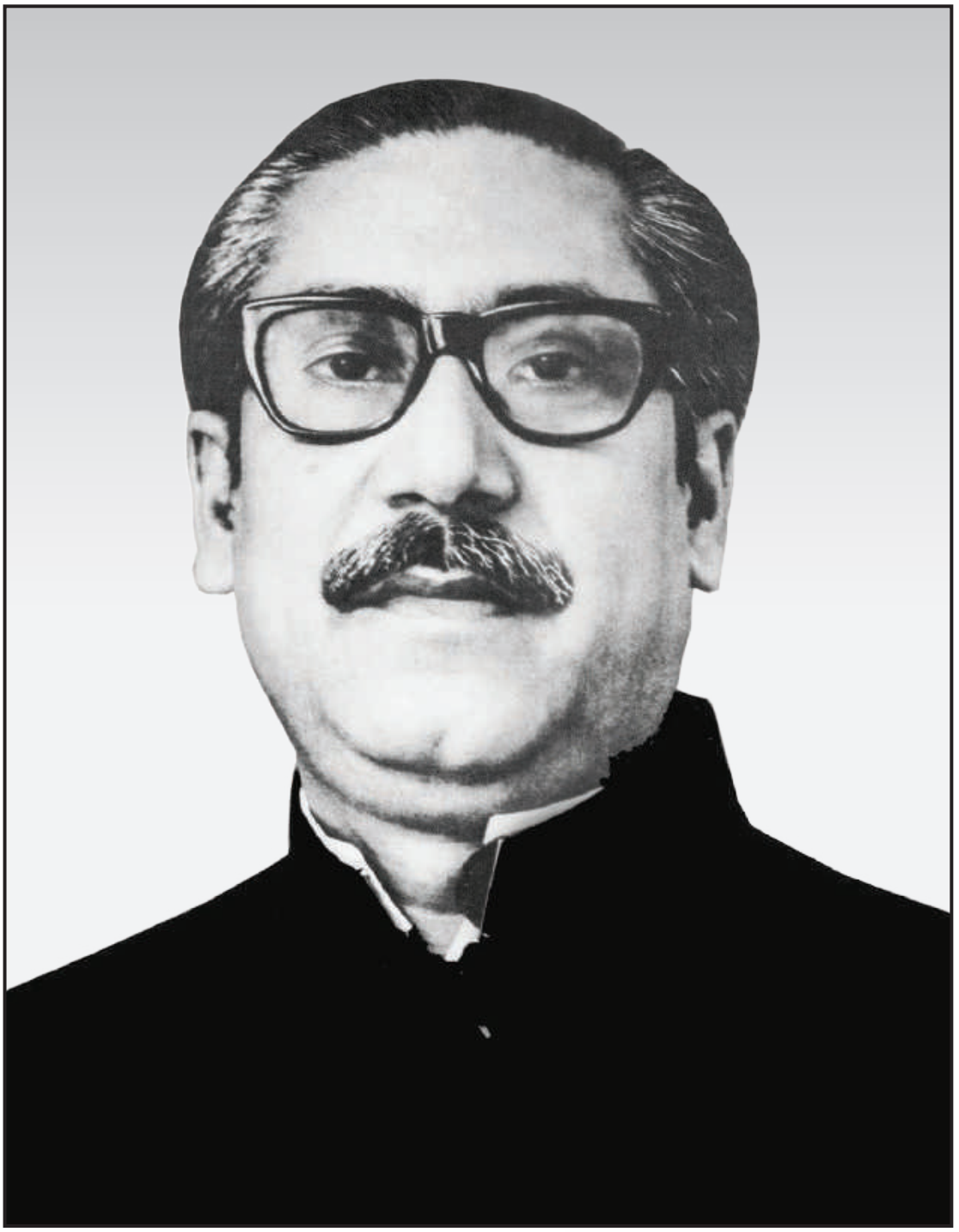

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দুর্নীতি দমন কমিশন, বাংলাদেশ

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান

মোঃ জহুরুল হক
কমিশনার

মোছাঃ আছিয়া খাতুন
কমিশনার

বিষয়সূচি

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
	মুখবন্ধ	১২
প্রথম অধ্যায়	দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি	
	১.১ ভূমিকা	১৬
	১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি	১৬
	১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম	১৭
	১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ	১৯
দ্বিতীয় অধ্যায়	দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	
	২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন	২২
	২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম	২২
	২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প	২৩
	২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম	২৫
	২.৫ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস	২৬
	২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা	২৯
	২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম	৩০
	২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন	৩০
	২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন	৩১
	২.১০ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম	৩১
	২.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদান	৩১
	২.১২ কমিশনের আর্কাইভ সংক্রান্ত তথ্যাদি	৩১
তৃতীয় অধ্যায়	দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম	
	৩.১ ভূমিকা	৩৪
	৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম	৩৬
	৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম	৪১
	৩.৪ প্রসিকিউশন	৪৫
চতুর্থ অধ্যায়	দুর্নীতি দমনে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম	
	৪.১ এনফোর্সমেন্ট ইউনিট	৫৪
	৪.২ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম	৫৫

বিষয়সূচি

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নম্বর
পঞ্চম অধ্যায়	দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ	
	৫.১ ভূমিকা	৬০
	৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি	৬১
	৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম	৬৫
	৫.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব	৬৬
ষষ্ঠ অধ্যায়	গণশুনানি	
	৬.১ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি	৭০
সপ্তম অধ্যায়	প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	
	৭.১ ভূমিকা	৭৪
	৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	৭৪
	৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৭৬
অষ্টম অধ্যায়	ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা	
	৮.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি	৮০
	৮.২ কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত	৮০
	৮.৩ কার্যকর প্রসিকিউশন	৮১
	৮.৪ কার্যকর প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম	৮১
	৮.৫ কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা	৮২
নবম অধ্যায়	উপসংহার	
	ফটোগ্যালারি	৮৮

আদ্যাক্ষর ও শব্দ বিস্তার

ACC	-	Anti-Corruption Commission
ACRC	-	Anti-Corruption & Civil Rights Commission
ADB	-	Asian Development Bank
APG	-	Asia/Pacific Group On Money Laundering
BAC	-	Bureau of Anti- Corruption
BDT	-	Bangladeshi Taka
BFIU	-	Bangladesh Financial Intelligence Unit
BNCC	-	Bangladesh National Cadet Corps
BTRC	-	Bangladesh Telecommunication Regulatory Commission
C&AG	-	Comptroller and Auditor General
CBI	-	Central Bureau of Investigation
CDMS	-	Criminal Database Management System
CID	-	Criminal Investigation Department
CPC	-	Corruption Prevention Committee
CTTC	-	Counter Terrosim and Transnational Crime
CTR	-	Cash Transaction Report
DoE	-	Department of Environment
DPP	-	Development Project Proposal
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
EOI	-	Expression of Interest
FR	-	Final Reports
FIMA	-	Financial Management Academy
FATF	-	Financial Action Task Force
GDP	-	Gross Domestic Product
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft FÜr Internationale Zusammenarbeit (German Development Co-operation)
HOPE	-	Head of Procuring Entity
IACA	-	International Anti-Corruption Academy
IAACA	-	International Association of Anti-Corruption Authorities
ICRF	-	Investigative Committee of the Russian Federation
ICT	-	Information and Communication Technology
ILIS	-	Integrated Lawful Interception System
IPMS	-	Investigation and Prosecution Management System
INTERPOL	-	International Police
IU	-	Integrity Unit
LAN	-	Local Area Network
LT	-	Land Transfer
MLAR	-	Mutual Legal Assistance Request
MLAT	-	Mutual Legal Assistance Treaty
MoU	-	Memorandum of Understanding
NBR	-	National Board of Revenue
NGO	-	Non Government Organization
NTMC	-	National Telecommunication Monitoring Centre
NIS	-	National Integrity Strategy
NRA	-	National Risk Assesment
OSINT	-	Open Source Intelligence
PAC	-	Provisional Acceptance Certificate
PDS	-	Personal Data Sheet
PKSF	-	Palli Karma-Sahayak Foundation
PPR	-	Public Procurement Rules
PWD	-	Public Works Department
ROR	-	Record of Rights
RAC	-	Reporters Against Corruption
RTI	-	Right to Information
TIB	-	Transparency International Bangladesh
UAT	-	User Acceptance Test
UNCAC	-	United Nations Convention Against Corruption
UNODC	-	United Nations Office on Drugs and Crime
UNDP	-	United Nations Development Programme

২০ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন
মহামান্য রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি,
দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৯(১) ধারা মোতাবেক ২০২৩ সালের দুর্নীতি দমন কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন আপনার কাছে উপস্থাপন করছি। উল্লিখিত আইন অনুসারে প্রতিবেদনটি মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের সদয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে বাধিত করবেন।

২০২৩ সালের জন্য প্রণীত এ প্রতিবেদনে কমিশনের প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি, কার্যসম্পাদন, সম্পাদিত কাজের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক জবাবদিহিতা, সাম্প্রতিক অর্জন এবং সরকার প্রদত্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনার বিস্তারিত তথ্যসহ কমিশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। স্পষ্টীকরণ এবং সহজবোধ্যতার লক্ষ্যে কতিপয় সাধারণ তথ্য, পরিসংখ্যান ও বিশ্লেষণ প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। প্রতিবেদনে কোনো বিভ্রান্তিমূলক বা ভুল তথ্য প্রদান করা হয়ে থাকলে এবং পরবর্তীকালে তা উদ্‌ঘাটিত হলে মহোদয়কে অবহিত করা হবে।

আমরা মহোদয়কে আশ্বস্ত করছি যে, দেশে দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার বিকাশে কমিশন সব ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

বিনম্র শ্রদ্ধান্তে

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

মোঃ জহুরুল হক
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

মোছাঃ আছিয়া খাতুন
কমিশনার
দুর্নীতি দমন কমিশন

মুখবন্ধ

দুর্নীতি হলো নীতিবিবর্জিত কার্যক্রম, যা সকল মহলেই অগ্রহণযোগ্য। আইনী দৃষ্টিকোণ থেকে গণকর্মচারী কর্তৃক ঘুস গ্রহণ, অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ, প্রতারণা, জালিয়াতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি সম্পত্তি ও অর্থ আত্মসাৎ, অর্থ পাচার, অপরাধমূলক অসদাচরণ এবং যে কোন নাগরিক কর্তৃক জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও ভোগদখল, প্রতারণার মাধ্যমে সরকারি সম্পদ ও অর্থ আত্মসাৎ, ঘুস প্রদান, অর্থ পাচার ইত্যাদি কার্যক্রম দুর্নীতি হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। দুর্নীতি সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে, সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে, অর্থনীতিকে পঙ্গু করে দেয় এবং দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে। দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। বিশ্বের কোন রাষ্ট্রই পুরোপুরি দুর্নীতিমুক্ত নয়। তবে এর ব্যাপকতার পরিমাণ সমান নয়। বাংলাদেশও এই বৈশ্বিক বাস্তবতার ব্যতিক্রম কোন দেশ নয়। বাংলাদেশে দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি সমাজে সততা, ন্যায় ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত কার্যক্রম পরিচালনার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে ২০০৪ সালে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হয়।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি শোষণহীন, দারিদ্র্য ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার ডাক দিয়েছিলেন। জাতির পিতার অবিসংবাদিত নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী "...রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না..."। সংবিধিবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং দেশ ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে দুর্নীতি দমনের বিকল্প নেই। তাই তো দুর্নীতির বহুমাত্রিক আগ্রাসন প্রতিরোধ ও দমনে দুর্নীতি দমন কমিশন অঙ্গীকারবদ্ধ।

দুর্নীতি দমন কমিশন গঠনের শুরু থেকেই সাধ্য অনুযায়ী কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করে যাচ্ছে। দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহিষ্ণুতার নীতি বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC)-এর অনুচ্ছেদ ১৩ অনুযায়ী সাধারণ জনগণের অংশীদারিত্ব ও অন্তর্ভুক্তকরণ, নাগরিক সমর্থন, গণমাধ্যমসহ সকল অংশীজনের সম্পৃক্তকরণে কমিশন সদা তৎপর। কমিশন জনগণের সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করার নিমিত্ত গণশুনানি পরিচালনার মাধ্যমে সেবাগ্রহীতা ও সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মচারীগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধির চেষ্টা করে যাচ্ছে। এরই অংশ হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষাপট ও আর্থ-সামাজিক বাস্তবতায় কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধ, দমন ও নিয়ন্ত্রণে বহুমাত্রিক কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

দুর্নীতির ঘটনা তাৎক্ষণিক প্রতিরোধের লক্ষ্যে কমিশন ২০১৭ সালের ২৭ শে জুলাই দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের টোল ফ্রি হটলাইন ১০৬ এর কার্যক্রম শুরু করে, যা এখন দেশের সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর মডেল প্লাটফর্মে পরিণত হয়েছে। যেকোন অঘটন ঘটার পর দমনের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। দুর্নীতি সংঘটিত হবার পূর্বেই তা প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্রত নিয়ে ২০১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি দুদকের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট যাত্রা শুরু করে। দুর্নীতিগ্রস্থ কর্মকর্তাদের হাতেনাতে ধরার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন ফাঁদ মামলার আয়োজন করে থাকে। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিপ্রবণ দপ্তরসমূহের প্রতি নজরদারি বৃদ্ধি করেছে। এছাড়াও এনফোর্সমেন্ট ইউনিট দুদক হটলাইনে (নম্বর-১০৬) প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এ ইউনিট এ বছর সারাদেশে ৫২৪ টি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করেছে এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভিন্ন দপ্তরে ৬৩২টি পত্র প্রেরণ করেছে।

বিগত কয়েক বছরে মানিলন্ডারিং এবং অর্থ পাচারের মতো বিষয়গুলো বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দুদকের সফলতা তাৎপর্যপূর্ণ। ২০২৩ সালে দুদকের মানিলন্ডারিং মামলায় সাজার হার ৮০%। এছাড়া বিচারিক আদালতে দুদকের মামলায় সাজার হার ৬৭ শতাংশের বেশি। বর্তমানে ঢাকা ও ঢাকার বাইরে নিম্ন আদালতে ৩,৩৫৩টি মামলার বিচার কার্যক্রম চলমান আছে।

উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে বিভিন্ন উৎস হতে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে ৮৪৫টি অভিযোগ অনুসন্ধানের জন্য কমিশন অনুমোদন দিয়েছে। এ বছর কমিশন আরো ৪০৪ টি মামলা রুজু ও ৩৬৩টি চার্জশীট দাখিলের প্রস্তাব অনুমোদন করেছে।

মানুষের মনের মধ্যে দুর্নীতিকে ঘৃণা করার প্রবণতা তৈরি করতে পারলে তা যৌক্তিক পর্যায়ে কমিয়ে আনা সম্ভব হবে। এ বিষয়টি উপলব্ধি করে কমিশন দুর্নীতি দমনের সাথে সাথে প্রতিরোধের বিষয়টিতে গুরুত্ব প্রদান করে আসছে। জেলায় জেলায় গণশুনানির আয়োজন করা হচ্ছে। এতে করে সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি হচ্ছে। কমিশনের এ উদ্যোগ সমাজে ব্যাপক ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। দেশব্যাপী জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কার্যক্রমে বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি নামক নেতিবাচক ধারণাটি কোমলমতি শিশুদের মস্তিষ্ককে যাতে আচ্ছন্ন করতে না পারে সে লক্ষ্যে তাদের হাতে-কলমে সততা চর্চার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন স্কুল-কলেজ পর্যায়ে তরুণদের ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে গঠন করেছে সততা সংঘ ও সততা স্টোর।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ২৯(১) ধারা অনুসারে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত বিগত বছরের কার্যক্রম, বর্তমান বছরে গৃহীত কর্মপরিকল্পনা, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি, হয়রানি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করতে কমিশন কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা মহামান্য রাষ্ট্রপতি সমীপে উপস্থাপনের মাধ্যমে দেশের জনগণের নিকট কমিশনের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়।

দুর্নীতির অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত যেন অযৌক্তিকভাবে দীর্ঘায়িত না হয়, সে লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করেছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সংবিধানে ঘোষিত ম্যান্ডেট অনুযায়ী কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে অর্জিত সম্পদ ভোগ করতে না দেয়ার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। শক্তিশালী দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে। তবেই দুদক গঠনের উদ্দেশ্য সফল হবে, জাতি পাবে একটি দুর্নীতিমুক্ত উন্নত, সমৃদ্ধ ও স্মার্ট বাংলাদেশ। দুর্নীতি দমন কমিশনের দুর্নীতিবিরোধী এ অভিযাত্রায় রাষ্ট্রের সকল পর্যায়ের নাগরিকদের সর্বাত্মক সহযোগিতাই আনতে পারে একটি বড় ইতিবাচক পরিবর্তন। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্
চেয়ারম্যান
দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

প্রথম অধ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

১.১ ভূমিকা
১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি
১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম
১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন এর প্রেক্ষাপট ও পরিচিতি

১.১ ভূমিকা

দুর্নীতি একটি সামাজিক ব্যাধি। বিশ্বের সকল দেশেই দুর্নীতির উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। তবে বিভিন্ন দেশে এর মাত্রাগত ব্যবধান রয়েছে। সাধারণভাবে স্বীয় স্বার্থে দাপ্তরিক ক্ষমতার অপব্যবহার করাকেই দুর্নীতি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। বাংলাদেশে প্রচলিত দন্ডবিধিতে ঘুস, গণকর্মচারী কর্তৃক অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি দুর্নীতিমূলক কর্মকাণ্ডের শাস্তির বিধান ছিল। কিন্তু, সময়ের পরিক্রমায় দুর্নীতির ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অপরাপর কিছু অপরাধমূলক কার্যক্রম যথা জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন সংক্রান্ত অপরাধকেও দুর্নীতি হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং সে লক্ষ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ কার্যকর করা হয়। প্রাথমিকভাবে পুলিশ বিভাগ এ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকলেও দুর্নীতি দমনের লক্ষ্যে একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান তথা দুর্নীতি দমন ব্যুরো গঠনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন আইন, ১৯৫৭ কার্যকর করা হয়। দুর্নীতি দমন ব্যুরো স্বাধীন বাংলাদেশে তিন দশকের বেশি সময়সহ দীর্ঘ চার দশকের বেশি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আইনগত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছিল।

কাঙ্খিত সুফল না পাওয়ায় জনগণের চেতনা এবং ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে বিগত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে ২০০৪ সনের ৫ নং আইন হিসেবে "দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪" প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনের প্রস্তাবনায় উল্লেখ রয়েছে যে, দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতিমূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান এবং তদন্ত পরিচালনার জন্য একটি স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আইনী বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয় বিধায় উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। কিন্তু উক্ত আইন তাৎক্ষণিক কার্যকর না হয়ে ৯ মে ২০০৪ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশের মাধ্যমে কার্যকর করা হয় এবং কমিশনের কমিশনারগণের নিয়োগের প্রাথমিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। তবে, আইনের ভাষ্যমতে বাছাই কমিটির মনোনয়নের পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে ৩ জন কমিশনার বিগত ২১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসাবে যোগদান করেন। তন্মধ্যে একজন কমিশনার মহোদয়কে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। সে বিবেচনায় ২১ নভেম্বর ২০০৪ তারিখে কমিশনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। তবে বিভিন্ন আইনগত জটিলতা এবং আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধিবিধান প্রণয়নে বিলম্ব হওয়ায় ২০০৭ পর্যন্ত পূর্ণ গতিতে কমিশনের কার্যক্রম প্রসারিত হয়নি। পরবর্তীতে ২৯ মার্চ ২০০৭ তারিখে রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ জারি হওয়ায় কমিশন পূর্ণোদ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। উল্লেখ্য, কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকুরী সংক্রান্ত "দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮" বিগত ১৫ জুন ২০০৮ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং উক্ত বিধিমালা অনুসরণ করে কমিশন তার জনবল পরিচালনা করে আসছে।

১.২ দুর্নীতি দমন কমিশন পরিচিতি

১.২.১ দায়িত্ব ও ক্ষমতা

দেশে দুর্নীতি এবং দুর্নীতি মূলক কার্য প্রতিরোধের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সালের ৫ নং আইন) অনুযায়ী দুর্নীতি এবং অন্যান্য সুনির্দিষ্ট অপরাধের অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দায়িত্ব পালন করা।

১.২.২ কমিশনের রূপকল্প

"সমাজের সর্বস্তরে প্রবহমান একটি শক্তিশালী দুর্নীতি বিরোধী সংস্কৃতির চর্চা এবং এর প্রসার সুনিশ্চিত করা"।

১.২.৩ কমিশনের লক্ষ্য

"অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধন করা"।

১.২.৪ কমিশনের তিনটি কৌশলগত লক্ষ্য

- শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির দমন;
- বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা; এবং
- শিক্ষা, উত্তম চর্চার বিকাশ ও সচেতনতামূলক প্রচারের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা।

উপরিউক্ত কৌশলগত লক্ষ্যগুলো চারটি সহায়ক লক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত

- প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো প্রণয়ন করা;
- পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়ন;
- মানব সম্পদ সহায়তা ও উন্নত অভ্যন্তরীণ শাসন পদ্ধতি প্রদান করা; এবং
- উন্নত আর্থিক ও কারিগরি (লজিস্টিক) সহায়তা প্রদান।

১.২.৫ কমিশনের প্রধান কার্য সম্পাদন সূচকসমূহ

- বছরের দায়েরকৃত মামলার বিপরীতে নিষ্পত্তিকৃত মামলার শতাংশ বা হার;
- কোনো অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্যে পরিচালিত অনুসন্ধান ও তদন্তে ব্যয়িত সময়;
- বিচারের (প্রসিকিউসন) হার অথবা বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার বিপরীতে বিচারের হার; এবং
- বিচারাদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত করণের হার বা বছরে বিচারের হারের বিপরীতে দোষী সাব্যস্তকরণের হার।

১.২.৬ কমিশনের নির্বাহী কাঠামো

দুর্নীতি দমন কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। এই কমিশন তিনজন কমিশনারের সমন্বয়ে গঠিত হয়। কমিশনার পদে নিয়োগের জন্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের একজন বিচারপতির নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির সুপারিশক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক কমিশনারগণ পূর্ণকালীন সময়ের জন্যে স্ব স্ব পদে পাঁচ বৎসরের জন্যে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর কমিশনারগণ পুনঃ নিয়োগের যোগ্য হবেন না।

মহামান্য রাষ্ট্রপতি তিনজন কমিশনারের মধ্য হতে একজনকে চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ করে থাকেন। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আইন অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। চেয়ারম্যান কমিশনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত কোনো কমিশনার সভায় সভাপতিত্ব করেন। চেয়ারম্যানসহ দুইজন কমিশনারের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হয়।

কর্মাবসানের পর কমিশনারগণ গণপ্রজাতন্ত্রের কোনো লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য বিবেচিত হন না। সুপ্রীমকোর্টের একজন বিচারককে যে সকল কারণ ও পদ্ধতিতে অপসারণ করা যায়, ঠিক একই কারণ ও পদ্ধতি ব্যতীত কোনো কমিশনারকে অপসারণ করা যায় না।

১.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রম

১.৩.১ কমিশনের কার্যাবলি

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ) অনুযায়ী কমিশন তার ওপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ পালন করে। দুর্নীতি দমন এবং প্রতিরোধে দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান। কমিশনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্য হচ্ছে:

১. দুর্নীতি সম্পর্কিত কোনো অভিযোগ স্ব-উদ্যোগে বা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা তার পক্ষে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনের ভিত্তিতে দুদক আইনের তফসিলে উল্লিখিত অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনা করা;

২. অনুসন্ধান পরিচালনার ভিত্তিতে মামলা দায়েরের অনুমোদন এবং তদন্তের ভিত্তিতে চার্জশিট/চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিলের অনুমোদন প্রদান এবং মামলা পরিচালনা করা:

৩. মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনী) অনুযায়ী মানিলন্ডারিং বিষয়ে অনুসন্ধান/তদন্ত ও মামলা পরিচালনা করা;

৪. রাষ্ট্রপতির নিকট নিম্নলিখিত বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা :
* দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্যে কোনো আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনা ও কার্যকর বাস্তবায়ন;
* দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় নির্ধারণ করা;
* আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের বিদ্যমান বিভিন্ন প্রকার দুর্নীতির উৎস চিহ্নিত করা এবং তদানুসারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫. দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা এবং কমিশনের কার্যাবলী ও দায়িত্বের মধ্যে পড়ে এমন সকল বিষয়ের ওপর সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা ইত্যাদি অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৬ .দুর্নীতি দমন বিষয়ে আইন দ্বারা কমিশনকে অর্পিত যে কোনো দায়িত্ব পালন করা; এবং

৭. দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোনো কার্য সম্পাদন করা।

১.৩.২ আইন ও ক্ষমতা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর মাধ্যমে কমিশন তার কার্যাবলি, ক্ষমতা এবং সাংগঠনিক কাঠামোর যাত্রা শুরু করে। এর সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য উল্লেখযোগ্য আইনসমূহ হচ্ছে :

১। দণ্ডবিধি, ১৮৬০
২। সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২
৩। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
৪। দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭
৫। দি ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্ট এ্যাক্ট, ১৯৫৮
৬। মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এবং এর সংশোধনীসমূহ।

১.৩.৩ অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনায় কমিশনের বিশেষ ক্ষমতা

১. সাক্ষী তলব, উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ এবং জিজ্ঞাসাবাদ;
২. যে কোনো নথি খুঁজে বের করা ও উপস্থাপন করা ;
৩. সাক্ষ্য গ্রহণ;
৪. যে কোনো আদালত বা অফিস হতে সরকারি নথি বা এর সত্যায়িত অনুলিপি তলব;
৫. সাক্ষীদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নোটিস ইস্যু ও নথিপত্র যাচাই; এবং
৬. এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় অন্য যে কোনো বিষয়।

দুদক আইন, ২০০৪ এর ধারা ১৯ (৩) অনুযায়ী, "কোন কমিশনার বা কমিশন হইতে বৈধ ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে কোন ব্যক্তি বাধা প্রদান করিলে বা উক্ত উপ-ধারার অধীন প্রদত্ত কোন নির্দেশ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ব্যক্তি অমান্য করিলে উহা দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে এবং উক্ত অপরাধের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত যেকোন মেয়াদের কারাদণ্ডে বা অর্থদণ্ডে বা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবেন"।

১.৩.৪ কমিশনের মৌলিক কর্ম প্রয়াস

দুদকের মৌলিক অভিপ্রায় হলো দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে আপসহীন অভিযান পরিচালনা করা। এ কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে দুদক নিম্নরূপ দায়িত্ব ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করে এগিয়ে যাচ্ছে:

- নিরলসভাবে ও দৃঢ়তার সাথে অনুসন্ধান, তদন্ত ও অন্যান্য আইনি কার্যক্রম পরিচালনা করা, যাতে দুর্নীতিপরায়ণরা কোনো ভাবে প্রশ্রয় না পায়;
- দুর্নীতিপ্রবণ বিশেষ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর দুর্নীতির কার্যকর অনুসন্ধান ও আইনি প্রতিকারের পাশাপাশি সেসব অপরাধ নির্মূলে প্রতিরোধমূলক শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;

- সামাজিক শক্তিকে সম্পৃক্ত করে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টি করা;
- এসকল কার্যকর ও সমন্বিত প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের মাধ্যমে দুর্নীতিমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং
- উত্তম চর্চার বিকাশে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে পারস্পরিক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ বৃদ্ধিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমকে সমান্তরালভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তথাপি দুর্নীতি সংঘটিত হলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে যাচ্ছে কমিশন। পাশাপাশি সমাজের সকল স্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিশন বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

১.৪ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধ

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ অনুযায়ী দুদক নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ নিয়ে কাজ করে থাকে

১.৪.১ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর অধীন অপরাধসমূহ

- ধারা ১৯ (৩)- কমিশন হতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে ধারা ১৯ (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগে বাধা প্রদান করলে অথবা প্রদত্ত নির্দেশ অমান্য করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৬ (২)- কমিশন হতে সহায় সম্পত্তির ঘোষণা পাওয়ার পরে ভিত্তিহীন বা মিথ্যা তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৭ (১)- কোন ব্যক্তি জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের মালিকানা অর্জন করলে বা দখলে রাখলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে;
- ধারা ২৮ (গ)- মিথ্যা জেনে বা তথ্যের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে ভিত্তিহীন তথ্য প্রদান করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে।

১.৪.২ মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন ঘুস ও দুর্নীতি সংক্রান্ত অপরাধ

১.৪.৩ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ২ নং আইন) এর অধীন অপরাধসমূহ

১.৪.৪ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর অধীন নিম্নোক্ত অপরাধসমূহ

- ধারা ১৬১- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন সরকারি কার্য সম্পর্কে বৈধ পারিশ্রমিক ব্যতীত অন্যবিধ বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬২- অসাধু বা অবৈধ উপায়ে সরকারি কর্মচারীকে প্রভাবিত করিবার উদ্দেশ্যে বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬৩- সরকারি কর্মচারীর প্রতি ব্যক্তিগত প্রভাব প্রয়োগের জন্য বকশিশ গ্রহণ;
- ধারা ১৬৪- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ১৬২ বা ১৬৩ ধারায় বর্ণিত অপরাধসমূহে সহায়তা করার শাস্তি;
- ধারা ১৬৫- সরকারি কর্মচারী কর্তৃক অনুরূপ সরকারি কর্মচারী কর্তৃক পরিচালিত মোকদ্দমা বা ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট হতে বিনামূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ;
- ধারা ১৬৫ (খ)- কতিপয় (দুষ্কর্মে) সহায়তাকারীর অব্যাহতি;
- ধারা ১৬৬- কোন ব্যক্তির ক্ষতি সাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইন অমান্যকরণ;
- ধারা ১৬৭- ক্ষতিসাধনকল্পে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোন অশুদ্ধ দলিল প্রণয়ন;
- ধারা ১৬৮- সরকারি কর্মচারী বেআইনিভাবে ব্যবসায়ে নিয়োজিত হওয়া;

- ধারা ১৬৯- সরকারি কর্মচারী বেআইনিভাবে সম্পত্তি ক্রয় বা নিলামের দর হাঁকা;
- ধারা ২১৭- কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আইনের নির্দেশ অমান্যকরণ;
- ধারা ২১৮- কোন ব্যক্তিকে শাস্তি হতে বা কোন সম্পত্তিকে বাজেয়াপ্তি হতে বাঁচাবার উদ্দেশ্যে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক ভুল রেকর্ড বা লিপি প্রস্তুতকরণ;
- ধারা ৪০৯- সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকার বণিক বা প্রতিভূ কর্তৃক অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গকরণ।

১.৪.৫ দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর নিম্নোক্ত ধারাসমূহ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত হলে কেবল সে ক্ষেত্রে বর্ণিত অপরাধসমূহ

- ধারা ৪২০- প্রতারণা ও সম্পত্তি অর্পণ করার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা;
- ধারা ৪৬৭- মূল্যবান জামানত, উইল ইত্যাদি জালকরণ;
- ধারা ৪৬৮- প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে জালিয়াতি;
- ধারা ৪৭১- কোন জাল দলিলকে খাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা;
- ধারা ৪৭৭ (ক)- হিসাবপত্রসমূহে মিথ্যা বর্ণনা প্রদান।

১.৪.৬ ক্রমিক নং (১) হতে (৪) তে বর্ণিত যে কোন অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট বা সম্পৃক্ত দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর অধীন নিম্নোক্ত ধারার অপরাধসমূহ

- ধারা ১০৯- দুষ্কর্মে সহায়তার ফলে সহায়তাকৃত কর্মটি সম্পাদিত হওয়ার বেলায়, এবং উহার শাস্তি বিধানার্থে কোন স্পষ্ট বিধান না থাকার বেলায় দুষ্কর্মে সহায়তার শাস্তি;
- ধারা ১২০ (খ)- অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের শাস্তি;
- ধারা ৫১১- যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধসমূহ সংঘটনের উদ্যোগের শাস্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন
২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম
২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প
২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম
২.৫ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস
২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা
২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম
২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন
২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন
২.১০ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম
২.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদান
২.১২ কমিশনের আর্কাইভ সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

২.১ মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন

দুর্নীতি দমন কমিশন প্রশাসন অনুবিভাগের মাধ্যমে নিজস্ব মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বিদ্যমান বিধিবিধান অনুসরণ করে আর্থিক আয়-ব্যয় নির্বাহ এবং হিসাব সংরক্ষণ করা, অবকাঠামোসহ সকল প্রকার ভৌতসম্পদ ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। কমিশন বিশ্বাস করে যে, দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও সততা চর্চার বিকাশে সৎ, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, কর্মোদ্যোগী, মননশীল মানবসম্পদ প্রয়োজন। এ কারণেই কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) কর্মকৌশলের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানবসম্পদ উন্নয়নে বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রশাসন অনুবিভাগ কমিশনের নিজস্ব কর্মপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত, কার্যকর প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ কৌশল তথা সার্বিকভাবে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার সর্বোচ্চ উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে অফিস আদেশ, পরিপত্র, অফিস স্মারক জারির মাধ্যমে অনেক কার্যক্রম বাস্তবধর্মী করেছে। আধুনিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় প্রযুক্তির ব্যবহারের পাশাপাশি বিভিন্ন উদ্ভাবনীমূলক ও সৃজনশীল কৌশল প্রয়োগ করে স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা অন্যতম প্রশাসনিক দায়িত্ব বলে মনে করা হয়। দুদকের প্রশাসন অনুবিভাগ এ উদ্দেশ্যেই বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এছাড়া সুনির্দিষ্ট সিলেবাসের আলোকে পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতির ব্যবস্থা গ্রহণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনার জন্য কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক নীতিমালা প্রণয়ন, অভিযোগ ব্যবস্থাপনায় গ্রেডিং সিস্টেম চালুকরণ, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের শিশু সন্তানদের প্রতিপালনে সুনির্দিষ্ট নীতিমালাসহ ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা, সম্পদ সংক্রান্ত অভিযোগসহ সকল প্রকার অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আইনানুগ কৌশল প্রবর্তন করেছে।

একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অনুবিভাগের সকল কার্যক্রম সরাসরি তদারক করেন দুদক সচিব। কমিশনের অভ্যন্তরীণ স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, শৃঙ্খলা, প্রণোদনাসহ সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ রেগুলেটোরি কার্যক্রম এ অনুবিভাগের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়।

২.২ প্রশাসন অনুবিভাগের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

২. ২. ১ কমিশনের অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রধান কার্যালয় ব্যতীত আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি জেলা কার্যালয় রয়েছে। বিগত বছরগুলোতে কমিশনের রাঙামাটি, নোয়াখালী, যশোর, ময়মনসিংহ, কুষ্টিয়া ও হবিগঞ্জে নিজস্ব অফিস ভবন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে কমিশনের নিজস্ব ভবন স্থাপনের জন্য নতুন ভবন নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রধান কার্যালয়ের জন্য নিজস্ব অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

২. ২.২ কমিশনের লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যাদি

যেকোন কাজ সফলতার সাথে স্বল্প সময়ে বাস্তবায়নের জন্য লজিস্টিক সাপোর্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কমিশন দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা কার্যক্রমকে সফলতার সাথে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়, সমন্বিত জেলা/জেলা কার্যালয়গুলোতে সকল ধরণের লজিস্টিক সাপোর্ট অব্যাহতভাবে সরবরাহ করে যাচ্ছে। ফলে দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও তাৎক্ষণিক অভিযান পরিচালনা কার্যক্রম সহজে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে।

২.২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের তথ্যপ্রযুক্তিগত উন্নয়ন সংক্রান্ত তথ্যাদি

চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যক্রমে তথ্য-প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে কমিশনের জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয়সহ দেশের জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়মিত সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনে আগত বিভিন্ন অভিযোগের বিষয়ে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য National Telecommunication Monitoring Cell-এর স্থাপিত সিস্টেম ব্যবহার করা হচ্ছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬)-এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু রয়েছে। দুদকের টোল ফ্রি হটলাইন (১০৬) চালুর মাধ্যমে সহজে জনসাধারণ দুর্নীতির প্রাত্যহিক অভিযোগসমূহ সরাসরি দুদকে উপস্থাপন করতে পারছে। এছাড়া, টোল ফ্রি হটলাইন '১০৬' এ আন্তর্জাতিক ইনকামিং কল গ্রহণের ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে যেখানে '+৮৮০৯৬১২১০৬১০৬' নম্বরে প্রবাসী নাগরিকগণ সরাসরি কল করে সহজেই অভিযোগ জানাতে পারছে।

এছাড়া অভিযোগ গ্রহণ এবং পরবর্তী কার্যক্রম সাধারণ জনগণকে অবহিতকরণের জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করা হচ্ছে। কমিশনের নিজস্ব ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/acc.org.bd), ই-মেইল (chairman@acc.org.bd) সহ অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অভিযোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। দুদকের নিজস্ব Interactive website রয়েছে, যা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। ফলে, জনগণ দুর্নীতির অভিযোগ তাৎক্ষণিক জানাতে পারছে। কমিশনে 'Investigation and Prosecution Management System (IPMS)' সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে দুদকে প্রাপ্ত দুর্নীতির অভিযোগ থেকে শুরু করে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রসিকিউশন কার্যক্রমকে অটোমেশন করা সম্ভব হচ্ছে। কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তের কাজে ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তথ্য উদ্ধারের জন্য কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

কমিশনের জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে টেলিটকের e-Recruitment সার্ভিসের মাধ্যমে সকল নিয়োগের আবেদন গ্রহণ, যাচাই-বাছাই, প্রবেশপত্র ইস্যুকরণ ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পন্ন হচ্ছে। দুদকে ই-নথির মাধ্যমে অনেক নথি নিষ্পত্তি হচ্ছে। কমিশনে ই-জিপির মাধ্যমে টেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষের কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে মনিটরিং করার জন্য জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষসমূহকে সিসি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে। ডিজিটাল হাজিরা সিস্টেমে Face Recognition মেশিন স্থাপন করা হয়ছে। দুদকের সকল অফিসের কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সরঞ্জামাদির নিরাপত্তার স্বার্থে আইপি নেটওয়ার্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং আইপি ক্যামেরা স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

২.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্প

২.৩.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের সমাপ্ত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক ০৩ (তিন) টি প্রকল্প (১) যশোর সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য নতুন অফিস ভবন নির্মাণ (২) নোয়াখালী ও হবিগঞ্জ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) এবং (৩) রাঙ্গামাটি, কুষ্টিয়া ও ময়মনসিংহ সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের জন্য অফিস ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত) জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৯ সময়ের মধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে।

  - এ প্রকল্পের আওতায় যশোর, হবিগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, কুষ্টিয়া এবং ময়মনসিংহে যথাক্রমে ১.১৬ একর, ০.৩৫ একর, ০.৪৪ একর, ০.৫০ একর এবং ০.৫০ একর জমির উপর দ্বিতল ভবন নির্মাণ করা হয়েছে এবং নোয়াখালীতে ০.২৪ একর জমির উপর তিন তলা ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
  - প্রকল্প তিনটি বাস্তবায়নের ফলে ০৬টি জেলায় দুদকের নিজস্ব অফিস ভবন হয়েছে, এতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ এবং নথিপত্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প

এপ্রিল, ২০১৭ হতে জুন, ২০২২ মেয়াদে দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুসন্ধান, তদন্ত এবং বিচার কাজের অগ্রগতি মনিটরিংসহ কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মামলা নিষ্পত্তির সময় হ্রাস করার নিমিত্ত প্রকল্পের মাধ্যমে Investigation Prosecution Management System (IPMS) সফট্ওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় "দুর্নীতি দমন কমিশনের বর্তমান দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের কার্যকারিতা নিরূপণ" এবং "কার্যকরভাবে দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তের অন্তরায়সমূহ নিরূপণ" বিষয়ে দু'টি গবেষণা করা হয়েছে।

২.৩.২ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় চলমান প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্প জুলাই, ২০১৮ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,৪৫৪.১৬ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক। প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য (ক) দুদক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি, (খ) দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং সততা সংঘের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকারি ও বেসরকারি খাতের দুর্নীতি হ্রাস এবং (গ) দুদকের কার্যক্রম সহজ ও গতিশীল করার নিমিত্ত সকল কার্যালয় অটোমেশন করা। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা নিম্নরূপ:

- ✓ দুদকের নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ল্যাব পরিচালনার জন্য কমিশনের ১৬ জন কর্মকর্তাকে দেশে এবং বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম ক্রয় করা হয়েছে;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় ০২টি মাইক্রোবাস, ২৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটার, ৬৬টি ল্যাপটপ, ২০০টি স্ক্যানার এবং ৫০টি প্রিন্টার ক্রয় করা হয়েছে;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় ৪০ (চল্লিশ) জন কর্মকর্তা বিদেশে, ৯৬০ (নয়শত ষাট) জন কর্মকর্তা/কর্মচারী দেশে এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির ১,১০০ (এক হাজার একশত) জন সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে বিতরণের জন্য শিক্ষা উপকরণ (পাটের তৈরী স্কুল ব্যাগ, মেজারিং স্কেল, স্কুল খাতা, জ্যামিতি বক্স, পানির পট, টিফিন বক্স, কলমদানি, ছাতা, ডাস্টবিন এবং পার্স) ক্রয় করা হয়েছে এবং সকল জেলা কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে;
- ✓ সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সততা চর্চায় উৎসাহিত করার জন্য দেশের সকল উপজেলা হতে একজন ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে জনপ্রতি ১০০০.০০ টাকা করে জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত ছয় মাস, জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত ২ বছরের জন্য বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে;
- ✓ কমিশনের সকল অফিসে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (ল্যান) স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- ✓ প্রকল্পের আওতায় একটি উইং ভিত্তিক অটোমেশন সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে।

২.৩.৩ দুর্নীতি দমন কমিশনের আওতায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক প্রস্তাবিত দুদকের "খুলনা, রংপুর, রাজশাহী, বরিশাল এবং সিলেট বিভাগীয় কার্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণ এবং ময়মনসিংহ বিভাগীয় কার্যালয়ের ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সম্ভাব্য বাস্তবায়নকাল এপ্রিল, ২০২৪ হতে মার্চ, ২০২৮ পর্যন্ত। এ প্রকল্পের আওতায় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে দুদক কর্মচারীদের জন্য উন্নত কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করা এবং দুদকের আলামত ও নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্পের ওপর গত ৩০ এপ্রিল, ২০২৩ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সদস্য মহোদয়ের সভাপতিত্বে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ECNEC-এ অনুমোদনের জন্য গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৪ কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিটের কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কার্যকরভাবে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দমনের নিমিত্ত কমিশনের নিয়মিত অনুসন্ধান ও তদন্তের পাশাপাশি সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, প্রাপ্ত তথ্যের সঠিকতা নিরূপণ করে তা বিশ্লেষণপূর্বক উপস্থাপন করা এ ইউনিটের অন্যতম কাজ। এ ইউনিটের কর্মকর্তাগণ কমিশন চেয়ারম্যানের অনুমোদনক্রমে নিজেরা বা সোর্স নিয়োগের মাধ্যমে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। এছাড়া দুদকের অভিযোগ কেন্দ্র হটলাইন নম্বর ১০৬, বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত সংবাদ, সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণপূর্বক গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট দেশের অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে ও গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের তথ্যভাণ্ডার হালনাগাদ করে থাকে।

২.৪.১ নিজস্ব হাজতখানা সংক্রান্ত তথ্যাদি

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে উপস্থাপনের নিমিত্তে সাময়িকভাবে দুদকের নিজস্ব হাজতখানায় আটক রাখা হয়। হাজতখানাটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে পরিচালনা করা হয়। হাজতখানাটিতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ উন্নতমানের পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

২.৪.২ কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট সংক্রান্ত তথ্যাদি

দুর্নীতি দমন কমিশনে অপারেশনাল কাজের জন্য ২০ সদস্য বিশিষ্ট সশস্ত্র পুলিশ ইউনিট ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭ থেকে নিয়োজিত রয়েছে। আসামি গ্রেফতার ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অভিযানে আইন প্রয়োগকালে কমিশনে নিয়োজিত সশস্ত্র ইউনিটের সদস্যরা দুদক কর্মকর্তাদের অধীনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে থাকেন। আর্মড ইউনিট পরিচালনা পদ্ধতি প্রণয়নপূর্বক প্রজ্ঞাপন আকারে জারি করা হয়েছে। এই প্রজ্ঞাপন অনুসরণ করে এই ইউনিটের সদস্যদের কার্যক্ষেত্রে ব্যবহার করা হচ্ছে।

২. ৫ দুদক প্রধান কার্যালয় ও মাঠপর্যায়ের কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস

কমিশনের বিদ্যমান জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রধান কার্যালয়, আটটি বিভাগীয় কার্যালয় এবং ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে ২,০৯৮ জন কমর্কর্তা ও কর্মচারীর জন্য সরকার অনুমোদিত একটি সাংগঠনিক কাঠামো রয়েছে দুদকের প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে মানবসম্পদ বিন্যাস তালিকা নিচের সারণিতে দেখানো হয়েছে।

সারণি ১: মানবসম্পদ বিন্যাস

ক্রমিক নং	পদবি	প্রধান কার্যালয়		বিভাগীয় কার্যালয়		জেলা কার্যালয়		সর্বমোট	
		কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	চেয়ারম্যান	১	-	-	-	-	-	১	-
২	কমিশনার	২	-	-	-	-	-	২	-
৩	সচিব	১	-	-	-	-	-	১	-
৪	মহাপরিচালক	৮	-	-	-	-	-	৮	-
৫	পরিচালক	২৭	২	৮	-	-	-	৩৫	২
৬	সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	-	-	-	১	১
৭	একান্ত সচিব (চেয়ারম্যান ও কমিশনার)	৩	-	-	-	-	-	৩	-
৮	একান্ত সচিব (কমিশনের সচিবের)	১	-	-	-	-	-	১	-
৯	উপপরিচালক	৭৯	৬৮	৩	৫	৩৫	১	১১৭	৭৪
১০	প্রসিকিউটর	-	১০	-	-	-	-	-	১০
১১	মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	-	১	-	-	-	-	-	১
১২	সহকারী মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার	-	২	-	-	-	-	-	২
১৩	প্রোগ্রামার /সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট	১	১	-	-	-	-	১	১
১৪	সহকারী প্রোগ্রামার	-	৪	-	-	-	-	-	৪
১৫	সহকারী পরিচালক	৭৫	১৪০	৭	১	৯৮	১০	১৮২	১৫১
১৬	মেডিক্যাল অফিসার	১	-	-	-	-	-	১	-
১৭	সহকারী পরিচালক (তথ্য ও যোগাযোগ)/ জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	২	-	-	-	-	-	২
১৮	প্রটোকল অফিসার	-	১	-	-	-	-	-	১
১৯	সহকারী পরিচালক(ইলেক্ট্রিক্যাল)	-	২	-	-	-	-	-	২
	গ্রেড ৯ হতে তদূর্ধ্ব	**২০০**	**২৩৪**	**১৮**	**৬**	**১৩৩**	**১১**	**৩৫১**	**২৫১**
২০	উপসহকারী পরিচালক	৩৬	১৬৯	৭	১	১১১	৩৩	১৫৪	২০৩
২১	কোর্ট পরিদর্শক	২	৮	-	-	১৬	২০	১৮	২৮
২২	প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১	১	-	-	-	-	১	১
২৩	পরিবহন কর্মকর্তা	১	-	-	-	-	-	১	-
২৪	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	১	-	-	-	-	-	১	-
	গ্রেড ১০	**৪১**	**১৭৮**	**৭**	**১**	**১২৭**	**৫৩**	**১৭৫**	**২৩২**

ক্রমিক নং	পদবি	প্রধান কার্যালয়		বিভাগীয় কার্যালয়		জেলা কার্যালয়		সর্বমোট	
		কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য	কর্মরত	শূন্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৫	কম্পিউটার অপারেটর	-	৮	-	-	-	-	-	৮
২৬	নার্স	১	-	-	-	-	-	১	-
২৭	ফার্মাসিস্ট	-	১	-	-	-	-	-	১
২৮	প্রধান সহকারী	২৪	১	৫	৩	-	-	২৯	৪
২৯	সহকারী পরিদর্শক	৪	১	-	-	৪৭	২৫	৫১	২৬
৩০	হিসাবরক্ষক	১	১	৬	২	-	-	৭	৩
৩১	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১২	-	-	-	-	-	১২	-
৩২	লাইব্রেরিয়ান/ক্যাটালগার	১	১	-	-	-	-	১	১
৩৩	সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিঃ অপাঃ	১৬	১২	৫	৩	-	-	২১	১৫
৩৪	উচ্চমান সহকারী/সহকারী	৩৭	১২	৮	০	২৯	৭	৭৪	১৯
৩৫	কোর্ট সহকারী (এএসআই)	২৮	০	-	-	৬০	৪	৮৮	৪
৩৬	ক্যাশিয়ার	১	১	-	-	-	-	১	১
৩৭	ডাটা এন্ট্রি কন্ট্রোল অপারেটর	৫২	৮১	৫	৩	৩৪	২	৯১	৮৬
৩৮	অভ্যর্থনাকারী কাম টেলিফোন অপারেটর	২	-	-	-	-	-	২	-
৩৯	ড্রাইভার	৩৯	৩৮	৮	-	৩৫	৩৭	৮২	৭৫
৪০	স্বাস্থ্য সহকারী	-	১	-	-	-	-	-	১
	গ্রেড ১১ থেকে গ্রেড ১৬	**২১৮**	**১৫৮**	**৩৭**	**১১**	**২১৩**	**৮৩**	**৪৬০**	**২৪৪**
৪১	ডেসপাচ রাইডার	৪	-	-	-	-	-	৪	-
৪২	কনস্টেবল	৬৬	৮	৯	৭	৯৮	৪৬	১৭৩	৬১
৪৩	নিরাপত্তারক্ষী	১২	৪	৪	৪	-	-	১৬	৮
৪৪	অফিস সহায়ক	৩৬	১৬	৮	-	-	-	৪৪	১৬
৪৫	যানবাহন ক্লিনার	-	৪	-	-	-	-	-	৪
৪৬	ক্লিনার	-	১১	-	৮	-	৩৬	-	৫৫
৪৭	গার্ড	-	৪	-	-	-	-	-	৪
	গ্রেড ১৭ থেকে গ্রেড ২০	১১৮	৪৭	২১	১৯	৯৮	৮২	২৩৭	১৪৮
	সর্বমোট	**৫৭৭**	**৬১৭**	**৮৩**	**৩৭**	**৫৬৩**	**২২১**	**১২২৩**	**৮৭৫**

কার্যকরভাবে দুর্নীতির অনুসন্ধান, তদন্ত এবং প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের নতুন সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী ১২৮ জন কর্মচারী সরাসরি নিয়োগ প্রদান করা হয়। ২০২৩ সালে মোট ৩৭ কর্মকর্তা/কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এসব পদোন্নতির ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট সিলেবাস অনুসারে লিখিত এবং মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফলাফল, সিনিয়রিটি ও মেধাক্রমের সমন্বয়ে বিভাগীয় পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের আলোকে এসব কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পদোন্নতি ও নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যাদি

সারণি ২: ২০২৩ সালে পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা

পদোন্নতিপ্রাপ্ত পদের নাম	পদোন্নতি প্রদানকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা
পরিচালক	৭
উপপরিচালক	৮
কোর্ট সহকারী (এএসআই)	২০
অন্যান্য কর্মচারী	২
মোট	**৩৭**

সারণি ৩: ২০২৩ সালে সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা

নিয়োগপ্রাপ্ত পদের নাম	সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা
কোর্ট পরিদর্শক	১৪
গাড়িচালক	৫
কনস্টেবল	১০৯
মোট =	১২৮

২.৫.১ দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত পদক্ষেপ

আর্থসামাজিক উন্নয়নসহ সকল প্রকার উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে দুর্নীতি। তাই দুর্নীতি দমনকে শুধু আইনি প্রক্রিয়া হিসেবে বিবেচনা না করে একে উন্নয়নের অংশ হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কমিশনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল, কার্যকর এবং দৃশ্যমান করা হচ্ছে। এ লক্ষ্যে কমিশন নিজস্ব জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট রয়েছে। ২০২৩ সালে কমিশনের কর্মপরিবেশের আধুনিকায়নের পাশাপাশি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ইত্যাদি আয়োজনের ক্ষেত্রে কমিশন বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে।

২০২৩ সালে কমিশনের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং দেশি-বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় কমিশনের নবনিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স, মানিলন্ডারিং তদন্ত পদ্ধতি, অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ দায়িত্ব পালন, শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত, দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃঙ্খলা বিষয়ক, OSINT System ব্যবহার বিষয়ক, Countering Trade Based Money Laundering, ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত, Audio and Video Forensic বিভিন্ন কোর্সে কমিশনের ৮২৭ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

২.৬ কমিশনের বাজেট ব্যবস্থাপনা

আর্থিক ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা রয়েছে। কমিশন বাৎসরিক চাহিদা নিরূপণ করে সরকারের নিকট আর্থিক বরাদ্দ চেয়ে থাকে। সরকার কমিশনের চাহিদা মোতাবেক বাজেট বরাদ্দের মাধ্যমে অর্থায়ন করে থাকে। বাজেট অনুমোদিত হলে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কম্পট্রোলার অ্যান্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক দুদক হিসাব প্রাক-নিরীক্ষণ ছাড়া সরকারের কাছ থেকে কমিশনের কোনো পূর্বানুমতি প্রয়োজন হয় না। প্রশাসন অনুবিভাগের অর্থ ও হিসাব শাখা অর্থায়ন ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পর্কিত কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে ও নিয়মিত অডিট সম্পন্ন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বরাদ্দ (পরিচালন ও উন্নয়ন) নিচের সারণিতে প্রদর্শিত হলো।

সারণি ৪: বাজেট ব্যবস্থাপনা

২০২২-২৩ অর্থবছরে দুদকের জন্য বরাদ্দ (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)					
অর্থ বছর	**পরিচালন**	**উন্নয়ন**	**রাজস্ব**	**মূলধনী**	**মোট**
২০২২-২০২৩	১৩,০২,৬০২	১,১০,৩০০	১৩,০৯,২১৩	১,০৩,৩৮৯	১৪,১২,৯০২

২০২২-২৩ অর্থবছরে রাজস্ব ও মূলধনী (উন্নয়নসহ) ব্যয়ের অর্থনৈতিক শ্রেণিকরণ (অঙ্কসমূহ হাজার টাকায়)			
পরিচালন	**বিবরণ**	**২০২২-২৩**	
আবর্তক	**অর্থনৈতিক কোড ও খাত**	**বরাদ্দ**	**ব্যয়**
	৩১১১১০১ মূল বেতন অফিসার	২,৪৯,৯০০	২,২১,১৩২
	৩১১১২০১ মূল বেতন কর্মচারী	১,৬৯,০০০	১,৪৫,২৩৫
	৩১১১৩০১-৩১১১৩৪৪ ভাতাদি	৪,১২,৭৩৫	৩,৫০,৪৯৬
	৩২১১ প্রশাসনিক ব্যয়	৩,৫০,৫০৮	৩,১৪,০৫৪
	৩২৫৮ মেরামত	৩২,৯৭০	২৬,৪৪৭
মূলধন	৪১১২ মূলধন ব্যয়	২৩,১৮৯	১৭,৮২৬
	(ক) উপমোট	**১২,৩৮,৩০২**	**১০,৭৫,১৯০**
	বিশেষ কার্যক্রম		
	৩২ পণ্য ও সেবার ব্যবহার	৬৪,৩০০	৬০,৩৪২
	৪১১২ মূলধন ব্যয়	-	-
	(খ) উপমোট	**৬৪,৩০০**	**৬০,৩৪২**
	(গ) মোট পরিচালন কার্যক্রম (ক+খ)	**১৩,০২,৬০২**	**১১,৩৫,৫৩২**
	উন্নয়ন কার্যক্রম	১,১০,৩০০	৭৭,৪৮৭
	প্রশাসনিক ব্যয়	২৯,৮০০	১৯,৬৯৪
	মূলধন ব্যয়	৮০,৫০০	৫৭,৭৯৩
	(ঘ) মোট উন্নয়ন	**১,১০,৩০০**	**৭৭,৪৮৭**
	সর্বমোট (গ+ঘ)	**১৪,১২,৯০২**	**১২,১৩,০১৯**

২.৭ অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

গোয়েন্দা তথ্য এবং আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কমিশনের কমকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করা হচ্ছে। "দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরী বিধিমালা, ২০০৮" অনুসারে দুদকের কর্মচারীগণ "বিশ্বস্ততা, সততা ও অধ্যবসায়ের সহিত কমিশনের চাকুরি করিবেন এবং ক্ষমতার কোনরূপ অপব্যবহার করিবেন না"। বিধিমালায় আরো বলা হয়েছে, 'কোন কর্মচারীর আইনসম্মত আদেশ পালনে ব্যর্থতা বা অনীহা এবং চারিত্রিক স্খলন (ঘুস গ্রহণ, অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপ ইত্যাদি) বিষয়ক আচরণ কোন ক্রমেই গ্রহণযোগ্য হইবে না এবং এ সকল ক্ষেত্রে কঠোরতম ও দ্রুততম শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে।'

কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, কমিশনের কর্মীগণ হবেন সৎ, নিষ্ঠাবান, উচ্চ নৈতিকতা সম্পন্ন, অনুকরণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তাই কমিশন কর্মকর্তাদের কর্মপ্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন প্রশাসনিক কৌশল, প্রযুক্তিগত কৌশল, সর্বোপরি গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এক্ষেত্রে শাস্তি এবং প্রণোদনা দুটোই সমান্তরালে পরিচালনা করা হয়। দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ২০০৭ অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি অনুসন্ধান ও তদন্তে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। এই বিধির ১৯(১) ধারায় বলা হয়েছে, 'কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারী আইন ও এই বিধিমালার আওতায় ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোনো দুর্নীতি বা অনিয়মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন কিনা কিংবা কোন ব্যক্তিকে অযথা হয়রানি করিতেছেন কিনা অথবা আইন ও এই বিধিমালার আওতায় কোন অপরাধ করিয়াছেন কিনা তা সার্বক্ষণিক পরিবীক্ষণ, নজরদারী, অভিযোগ দায়ের, অনুসন্ধান, তদন্ত, মামলা দায়েরের ও বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বা সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে, যেক্ষেত্রে যাহা প্রযোজ্য, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি দমন কমিটি নামে একটি কমিটি থাকিবে।' কমিশনের চেয়ারম্যানের নেতৃত্বাধীন এই কমিটি ২০২৩ সালে একাধিক বৈঠক করেছে। বেশকিছু অভিযোগ তদন্তাধীন রয়েছে।

সারণি ৫: ২০২৩ সালে দুদকের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিরুদ্ধে নেওয়া বিভাগীয় পদক্ষেপসমূহ

বিবরণ	সংখ্যা
পূর্ববর্তী বছরের জের	১৩
২০২৩ সালে গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	১৭
২০২৩ সালে মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	৩০
২০২৩ সালে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	০৯
গুরুদণ্ড	-
লঘুদণ্ড	০৬
অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	০৩

২.৮ আইন, নীতি বা বিধি প্রণয়ন/সংশোধন

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪; দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮ আরো যুগোপযোগী করার নিমিত্ত তা সংশোধনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা ইতোমধ্যে একাধিকবার সংশোধিত হয়েছে। মূল আইন ও বিধিমালাসমূহ এবং পরবর্তীতে আনীত সংশোধনীসমূহ পৃথক ও বিচ্ছিন্নভাবে থাকায় সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময় সমস্যার উদ্ভব হয়। উদ্ভূত সমস্যা সমাধান এবং কর্মচারীদের কার্য সম্পাদনের বিষয়টি বিবেচনায় আইন ও বিধিমালাসমূহের প্রথম সংস্করণ ও তৎপরবর্তী সংশোধনীসমূহ একটি সংকলন আকারে প্রকাশের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত অফিস আদেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি সংকলন করে সংরক্ষণ করার জন্য দুদক, ম্যানুয়াল ৪র্থ খন্ড প্রকাশ করা হয়েছে।

২.৯ কমিশনের সার্বিক কার্যক্রমের পরিদর্শন ও মূল্যায়ন

কমিশনের সকল কার্যক্রমের নিবিড় তদারকির আরেকটি প্রচলিত প্রক্রিয়া হচ্ছে অধীন দপ্তরসমূহে সংক্ষিপ্ত পরিদর্শন, বিশদ পরিদর্শন কিংবা অভ্যন্তরীণ অডিট। বর্তমানে কমিশনের মানবসম্পদ শাখার মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। অডিটের মাধ্যমে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি অনুবিভাগ, বিভাগীয় পরিচালকের কার্যালয় ও সমন্বিত জেলা কার্যালয়সমূহ নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়। এসব পরিদর্শনে আর্থিক ব্যয়সহ বিভিন্ন প্রশাসনিক বিষয়, অভিযোগের অনুসন্ধান, তদন্তসহ বিভিন্ন কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়।

দুদক প্রধান কার্যালয়ের মহাপরিচালক ও পরিচালকগণ পরিদর্শন কাজ করে থাকেন। বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশনার মহোদয়গণ প্রধান কার্যালয়ের অনুবিভাগসহ বিভিন্ন জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করে থাকেন। পরিদর্শন শাখা নিয়মিতভাবে এই পরিদর্শন প্রতিবেদন মূল্যায়ন এবং পর্যালোচনাপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

২.১০ ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব ও ডকুমেন্ট ফরেনসিক সিস্টেম

কমিশন কর্তৃক পরিচালিত অভিযোগের অনুসন্ধান ও মামলার তদন্তকালে জব্দকৃত/সংগৃহীত ডিজিটাল আলামত, যেমন মোবাইল ও কম্পিউটারের ডেটা, অডিও-ভিডিও রেকর্ড, তর্কিত ডকুমেন্টস প্রভৃতি বিশ্লেষণপূর্বক মতামত প্রদানের মাধ্যমে অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাদের কার্যক্রমে সহায়তা এবং বিজ্ঞ আদালতে আলামত উপস্থাপন করার লক্ষ্যে কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে নিজস্ব ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়। কমিশনের অনুমোদনক্রমে ০৯ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের কার্যপদ্ধতি সম্বলিত পরিপত্র (SOP) জারি করা হয় এবং তদনুসারে ফরেনসিক ল্যাবের কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে নিজস্ব ফরেনসিক ল্যাব স্থাপনের ফলে কমিশনের অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রমে জব্দকৃত ডকুমেন্ট ও ডিজিটাল আলামতের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষাপূর্বক ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রদান করা হচ্ছে। তৎপ্রেক্ষিতে প্রধান কার্যালয়ের পাশাপাশি বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়সমূহ হতে নিয়মিতভাবে বিশেষজ্ঞ মতামত চেয়ে চাহিদাপত্র উপস্থাপিত হচ্ছে। অনুসন্ধান/তদন্তকারী কর্মকর্তাগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব হতে ২০২৩ সালে ৪৭৮টি ডকুমেন্ট, ৮৯৯টি স্বাক্ষর এবং ০৩টি অডিও রেকর্ড যাচাইপূর্বক মোট ২৩টি ফরেনসিক প্রতিবেদন প্রদান করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে তথ্য প্রদান

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আলোকে কমিশন হতে ২০২৩ সালে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন এবং তথ্য প্রদানের পরিসংখ্যান

সারণি ৬: কমিশন হতে তথ্য প্রদান

ক্রমিক নং	সাল	তথ্য প্রাপ্তির আবেদন	তথ্য প্রদানের সংখ্যা	তথ্য প্রদান প্রক্রিয়াধীন
১	২০২৩	১০৪	৭৫	২৯

২.১২ কমিশনের আর্কাইভ সংক্রান্ত তথ্যাদি

কমিশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি আর্কাইভ স্থাপন করা হয়েছে। কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল, আইন, বার্ষিক প্রতিবেদন, দুদক বার্তা, ক্রেস্ট, পোস্টার, ফেস্টুন, দুদক মনোগ্রামসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি দুদক আর্কাইভে সংরক্ষণ ও নিয়মিত প্রদর্শন করা হচ্ছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দুর্নীতি দমন কমিশন

দু দ ক

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা
৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম
৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম
৩.৪ প্রসিকিউশন

দুর্নীতি দমনে নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম

৩.১ ভূমিকা

২০০৪ সালের ২১শে নভেম্বর দুর্নীতি দমন কমিশন একটি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে অব্যাহতভাবে দুর্নীতির দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং সমাজের সর্বস্তরে উত্তম চর্চার বিকাশ সাধনের লক্ষ্য নিয়ে দুর্নীতি দমন কমিশন নিয়ন্ত্রণমূলক তথা অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউশন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন অর্পিত দায়িত্ব পালনের অংশ হিসেবে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে যথাক্রমে অভিযোগ গ্রহণ, অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা ও বিজ্ঞ আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। এছাড়া কমিশন কর্তৃক নিয়োজিত প্রসিকিউটরগণ বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। অনুরূপভাবে উচ্চ আদলতের রিট, রিভিশন, বিবিধ মামলা,আপিল মামলা ইত্যাদি পরিচালনার জন্য কমিশনের প্রসিকিউটরগণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য, উক্ত কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর (২০১৯ সালের আনীত সংশোধনীসহ) বিধিসহ প্রাসঙ্গিক আইনসমূহ অনুসরণ করে থাকে।

দুর্নীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তি অথবা স্ব-প্রণোদিত হয়ে যে কোন ব্যক্তি দুর্নীতি বিষয়ক কোনো অভিযোগ সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা সেগুনবাগিচা, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করতে পারেন। প্রাপ্ত অভিযোগটি সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ এবং দুদক আইনের তফসিলভুক্ত হলে (ঘুস, অবৈধ সম্পদ অর্জন, অর্থপাচার, ক্ষমতার অপব্যবহার, সরকারি সম্পদ ও অর্থ আত্মসাৎ ইত্যাদি) কমিশন উক্ত অভিযোগের উপর অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কোন অভিযোগের ভিত্তিতে অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনায় কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তাগণ দুদক আইন, ২০০৪ ও দুদক বিধিমালা, ২০০৭ এর আলোকে প্রণীত দুদক কার্য-নির্দেশিকা, ACC Handbook, দুদক ম্যানুয়াল এ উল্লিখিত বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহকে আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে। পরবর্তীতে প্রকৃত অভিযুক্তদের বিচারিক কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষ্যে প্রসিকিউশন ইউনিটের সার্বিক সহায়তায় বিজ্ঞ আদালতে চার্জশিট দাখিল এবং পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে।

অভিযোগ যাচাই বাছাই সংক্রান্ত কার্যক্রমের ফ্লোচার্ট

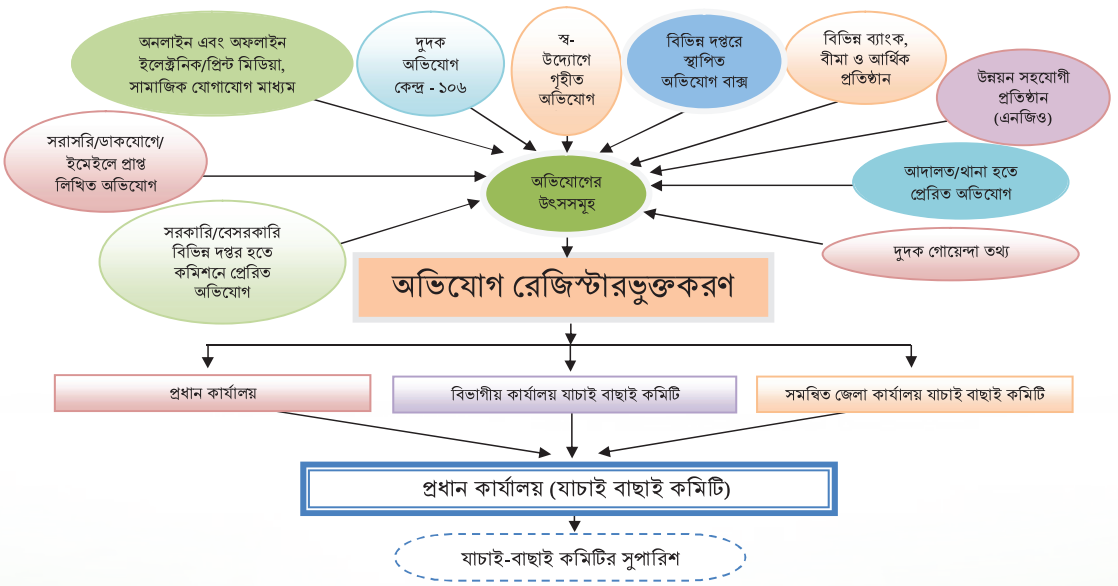

৩.১.১ অভিযোগ গ্রহণ পদ্ধতি

দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ দাখিলের বেশ কিছু মাধ্যম রয়েছে। ভুক্তভোগী অথবা যে কোন ব্যক্তি সরাসরি কমিশনের প্রধান কার্যালয় বা বিভাগীয় কার্যালয় বা ৩৬টি জেলা কার্যালয়ে অবস্থিত সমন্বিত জেলা কার্যালয়ে সরাসরি আবেদন করতে পারেন। অভিযোগ দাখিলকারী ব্যক্তি দাবী করলে তাকে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় প্রমাণ হিসেবে অভিযোগ প্রাপ্তির নম্বর ও তারিখ সম্বলিত একটি রশিদ প্রদান করবে। এছাড়া দুদক হটলাইন ১০৬ এ ফোন করে অথবা ইমেইল বা পত্র প্রেরণের মাধ্যমেও যে কোন ব্যক্তি অভিযোগ দাখিল করতে পারেন। তাছাড়া সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন দপ্তর, বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান কমিশনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের বিষয়ে অভিযোগ প্রেরণ করতে পারেন।

সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অংশ হিসেবে দুদকের কার্যক্রম আধুনিকায়ন করার উদ্যোগ নেওয়া হয়, যার আওতায় কমিশন ২০২২ সালে IPMS (Investigation and Prosecution Management System) চালু করে। কোন ব্যক্তি দুদকের অনলাইন ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে IPMS সফটওয়্যারটিতে লগ ইন করার মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

৩.১.২ অভিযোগ গ্রহণ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

বিভিন্ন উৎস হতে অভিযোগ সংগ্রহ করার পর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে অনুসন্ধান/তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য অভিযোগসমূহ যাচাই-বাছাইয়ের লক্ষ্যে নিয়োজিত রয়েছে কমিশনের 'দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল'। এ সেল দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ অনুসরণ করে নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ সুনির্দিষ্ট, বস্তুনিষ্ঠ কিংবা দুদকের তফসিলভুক্ত অপরাধের অন্তর্ভুক্ত কি না তা যাচাই-বাছাই করে থাকে। কোন অভিযোগ কমিশনের তফসিল বহির্ভূত অপরাধ হলে তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কিংবা দপ্তর বরাবর প্রেরণ করা হয় এবং পরবর্তীতে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ মনিটরিংয়ের আওতায় রাখা হয়। এছাড়া উক্ত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার জন্য শুনানির আয়োজন করা হয়।

সারণি ৭ এ ২০২৩ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান এবং সারণি ৮ এ ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হয়েছে

সারণি ৭: ২০২৩ সালে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং এর যাচাই-বাছাই পরবর্তী কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

প্রাপ্ত অভিযোগের উৎস	অভিযোগের সংখ্যা	মোট প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা	পরিসমাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রেরণ/ তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণ
জনসাধারণ (সরাসরি প্রধান কার্যালয়ে লিখিত)	৯,২৬২	১৫,৪৩৭	৮৪৫	১৩,৬৭৯	৯১৩
সরকারি দপ্তর/সংস্থা	৭৭১				
বেসরকারি দপ্তর/সংস্থা	৩০৮				
পত্রিকা/টেলিভিশন প্রতিবেদন	১,০৮০				
কমিশনের বিভাগীয়/জেলা কার্যালয়সমূহ	১,৪৩৯				
হটলাইন/এনফোর্সমেন্ট	৪৬২				
অন্যান্য (আদালত, ফেসবুক, ই-মেইলসহ)	২,১১৫				

সারণি ৮: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগের তুলনামূলক চিত্র

সাল	প্রাপ্ত অভিযোগের সংখ্যা	অনুসন্ধানের জন্য গ্রহণ	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ
২০১৯	২১,৩৭১	১,৭১০	৩,৬২৭
২০২০	১৮,৪৮৯	৮২২	২,৪৬৯
২০২১	১৪,৭৮৯	৫৩৩	২,৮৮৯
২০২২	১৯,৩৩৮	৯০১	৩,১৫২
২০২৩	১৫,৪৩৭	৮৪৫	৯১৩

বিগত পাঁচ বছরের প্রাপ্ত অভিযোগ পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২৩ সালে কমিশনে ১৫ হাজারের অধিক সংখ্যক অভিযোগ দাখিল করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩ সালে ৯ শতাধিক অভিযোগে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ/তদন্তপূর্বক প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অভিযোগ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ বা সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। এসব অভিযোগের বিষয়ে কমিশন বিভিন্ন দপ্তরের প্রশাসনিক পদক্ষেপ গ্রহণের অগ্রগতি মনিটরিংয়ের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে প্রেরিত অভিযোগের বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে দুদককে অবহিত করার জন্য শুনানির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

লেখচিত্র ১: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কমিশনে প্রাপ্ত অভিযোগ ও গৃহীত ব্যবস্থার পরিসংখ্যান

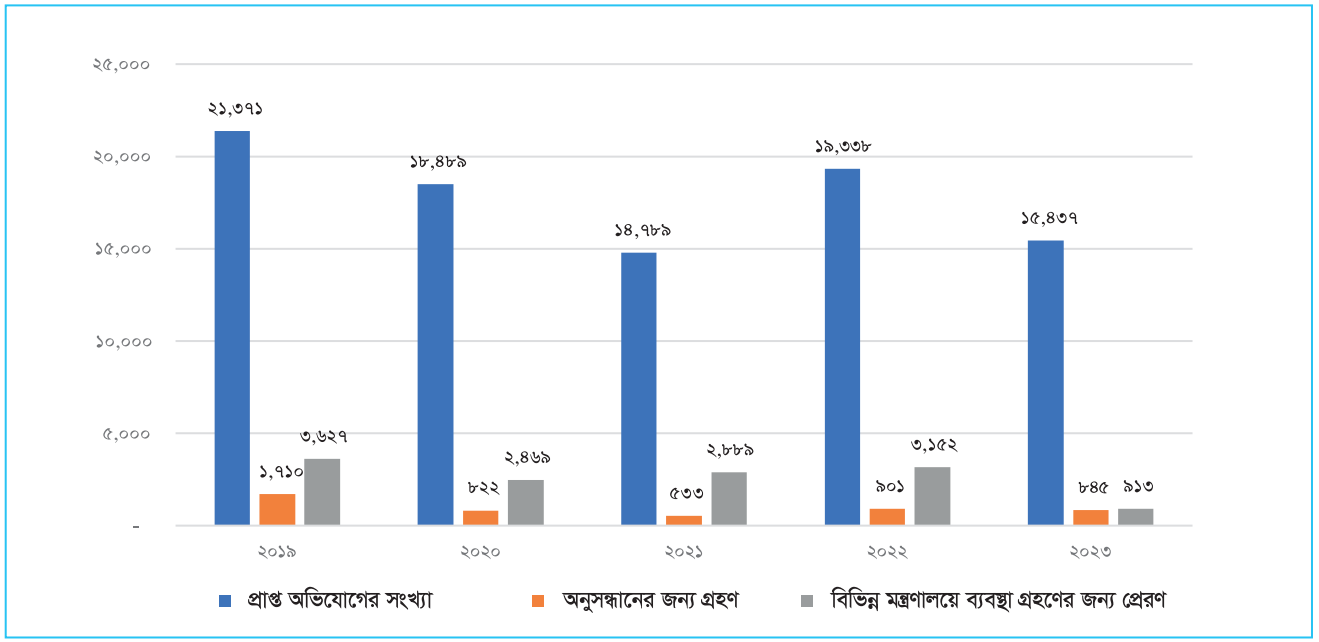

৩.২ অনুসন্ধান কার্যক্রম

দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের প্রথম ধাপ হলো অনুসন্ধান। আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ পাওয়ার পর উক্ত অভিযোগটির প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ লক্ষ্যে কমিশন দুদক আইন, ২০০৪ এর ২০নং বিধি মোতাবেক একজন কর্মকতাকে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ প্রদান করে থাকে। উক্ত অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অভিযোগের অনুসন্ধান শেষে বিধি মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করে থাকে। এক্ষেত্রে অপরাধটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা পরিসমাপ্তির সুপারিশসহ অথবা অপরাধটি প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলে মামলা দায়েরের সুপারিশসহ সদয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিমিত্ত কমিশন বরাবর উপস্থাপন করা হয়। কমিশনের অনুমোদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে মামলা রুজু করে থাকে। উল্লেখ্য, কোন অভিযোগের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলাজনিত অপরাধ প্রতিষ্ঠিত হলে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়।

এছাড়া প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযোগ পাওয়ার পর কমিশন কর্তৃক প্রাথমিকভাবে গোপনে তথ্যানুসন্ধান করার আইনি বিধান রয়েছে। তবে যে কোন অভিযোগের উপরে আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম প্রকাশ্য অনুসন্ধানের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর ১৯ ও ২০ ধারায় প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে দুদক অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উক্ত কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত কমিশনের চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং) দায়িত্বপ্রাপ্ত। এছাড়া ৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৬টি জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখাসমূহ দায়িত্বপ্রাপ্ত রয়েছে। কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ কতিপয় বিশেষায়িত ক্ষেত্র যেমন- প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম অনুসন্ধানের এখতিয়ার রাখে।

কমিশনের মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুসারে ঘুস ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে, যার মধ্যে দুদক কেবলমাত্র একটি অর্থাৎ দুর্নীতি ও ঘুসের মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ লন্ডারিংজনিত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) সহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

যাচাই বাছাইকৃত অভিযোগের অনুসন্ধান সংক্রান্ত ফ্লোচার্ট

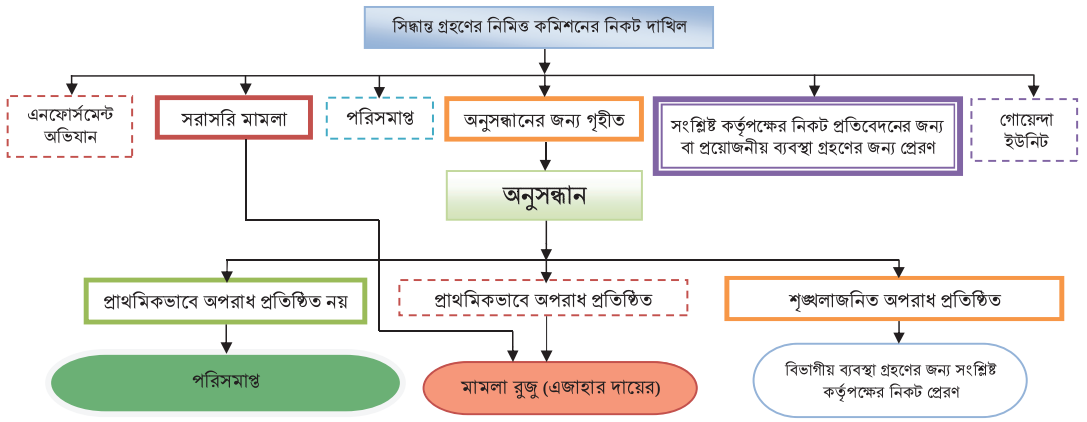

৩.২.১ অনুসন্ধানের আইনগত ভিত্তি

দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৯ ও ২০ ধারায় অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনায় দুর্নীতি দমন কমিশনকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। সে আলোকে দুদক চারটি অনুবিভাগ (তদন্ত-১, তদন্ত-২, বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং)-এর মাধ্যমে অনুসন্ধান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৮টি বিভাগীয় কার্যালয় ও ৩৬টি সমন্বিত জেলা কার্যালয় কর্তৃক পরিচালিত মাঠ পর্যায়ের অনুসন্ধান কাজ তত্ত্বাবধান করার জন্য তদন্ত অনুবিভাগের শাখা ও অধিশাখা দায়িত্বপ্রাপ্ত।

বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলোর অনুসন্ধানের এখতিয়ার কমিশনের বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগের। এর আওতাধীন বিষয় হচ্ছে : প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতি দমন, ফাঁদ পেতে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিকে গ্রেফতার, বৃহদাকারের আর্থিক দুর্নীতি এবং অন্যান্য বিশেষায়িত কার্যক্রম।

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন-২০১২ অনুসারে ঘুস ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধসমূহের অনুসন্ধান ও তদন্ত করা মানিলন্ডারিং অনুবিভাগের দায়িত্ব। উল্লেখ্য, মানিলন্ডারিং আইনে ২৭টি সম্পৃক্ত অপরাধের উল্লেখ রয়েছে। যার মধ্যে মাত্র একটি অপরাধ দুদক অনুসন্ধান ও তদন্ত করে থাকে। অবশিষ্ট ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিংয়ের অনুসন্ধান ও তদন্ত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, সিআইডিসহ অন্যান্য সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে।

৩.২.২ অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধানসহ ২০২৩ সালের অনুসন্ধান কার্যক্রম

কমিশন পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান ও নতুন বছরে নতুন অনুসন্ধানসমূহ নির্ধারিত সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর ফলে অনুসন্ধান কার্যক্রমে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, পুঞ্জিভূত আকারে ২০২৩ সালে মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা ৪,৪২৮টি। কমিশন ২০২৩ সালে ১,২০৬টি অনুসন্ধান সাফল্যের সাথে নিষ্পত্তি করেছে। যার মধ্যে ৪০৪টি মামলা দায়ের নিষ্পত্তি হয়েছে। অবশিষ্ট অনুসন্ধানসমূহ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে অথবা অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

সারণি ৯ ও লেখচিত্র ২ এ ২০২৩ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ৯: ২০২৩ সালের অভিযোগের অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
৩,৫০৫	৯২৩	৪,৪২৮	১,২০৬*	৪০৪	৫৬২	২৬১

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।

লেখচিত্র ২ : ২০২৩ সালের সামগ্রিক অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

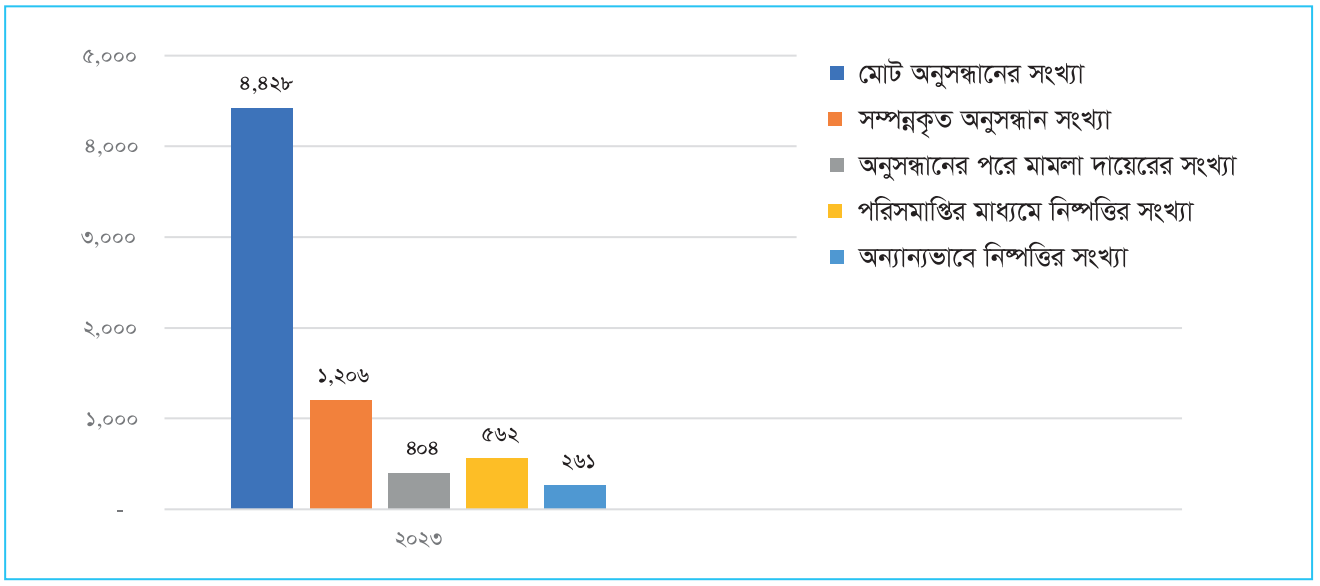

সারণি ১০: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কমিশনের মামলা দায়েরের পরিসংখ্যান

সাল	মামলা দায়েরের সংখ্যা
২০১৯	৩৬৩
২০২০	৩৪৮
২০২১	৩৪৭
২০২২	৪০৬
২০২৩	৪০৪

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কমিশন কর্তৃক ৪০০ এর অধিক মামলা দায়ের করা হয়েছে।

লেখচিত্র ৩: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কমিশনের দায়েরকৃত মামলার তুলনামূলক চিত্র

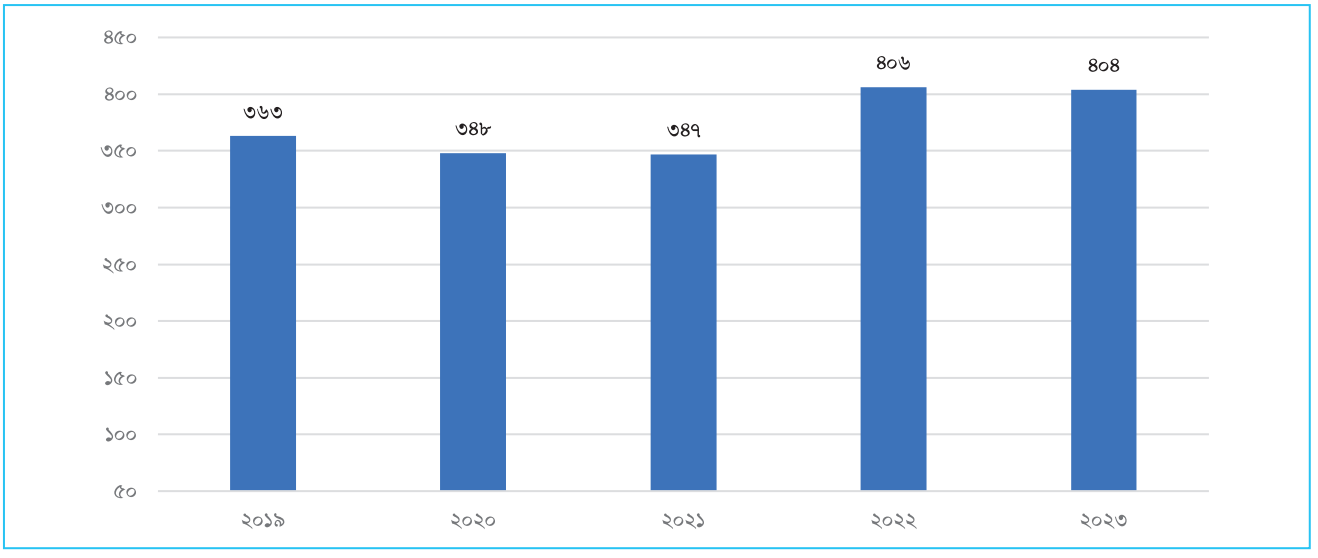

৩.২.৩ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধানের তথ্য

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ দুদকের আইনি দায়িত্ব। ২০২৩ সালে সম্পদ সংক্রান্ত সর্বমোট ১,৯০৫টি অনুসন্ধানের মধ্যে ২০২৩ সালে গৃহীত ৪৬২টি অনুসন্ধান এবং বাকি ১,৪৪৩টি অনুসন্ধান বিগত বছরসমূহের। ২০২৩ সালে কমিশন ৬০৮টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে এবং সম্পন্ন অনুসন্ধানের ওপর ভিত্তি করে ১৭২টি মামলা দায়ের করেছে।

সারণি ১১ ও লেখচিত্র ৪ এ সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল বিষয়ে পরিসংখ্যান।

সারণি ১১: ২০২৩ সালের সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১,৪৪৩	৪৬২	১,৯০৫	৬০৮*	১৭২	২৭১	১৬৮

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।

লেখচিত্র ৪ : ২০২৩ সালের সম্পদ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও ফলাফল

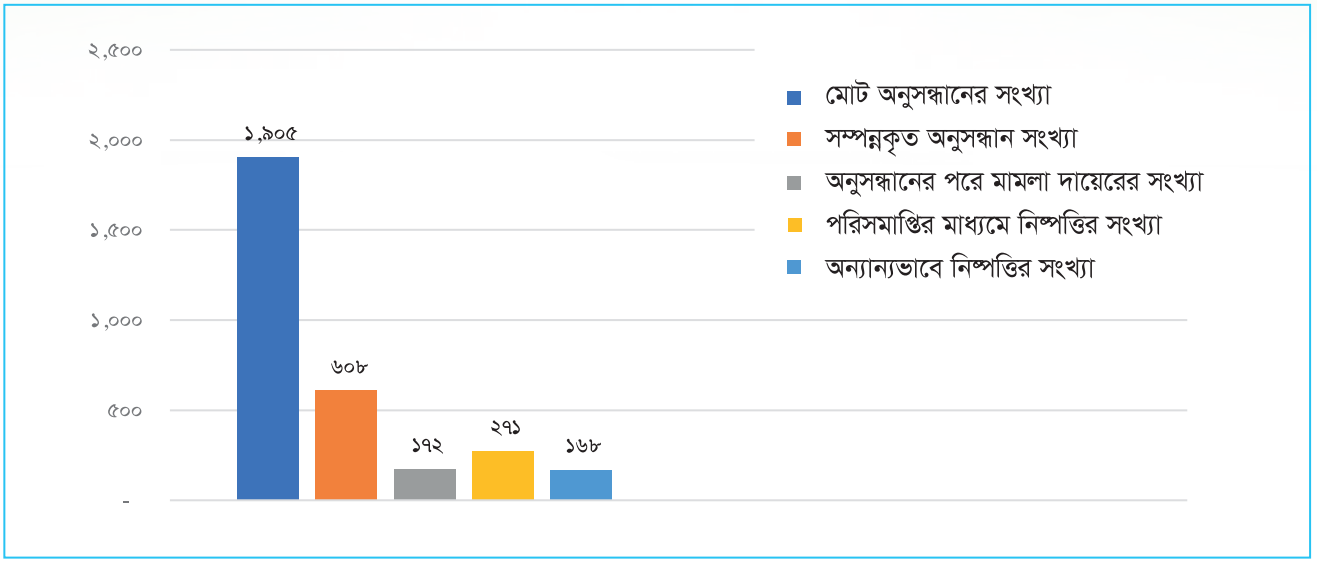

৩.২.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধান কার্যক্রম

২০২৩ সালে পুঞ্জিভূত অনিষ্পন্নসহ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অনুসন্ধানের জন্য অপেক্ষমাণ মোট ১৪৮টির মধ্যে কমিশন ১০টি অনুসন্ধান সম্পন্ন করেছে। অতঃপর ০৯টি মামলা দায়ের ও ০৫টি অভিযোগ পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে।

সারণি ১২: ২০২৩ সালের দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন অনুসন্ধান সংখ্যা	নতুন গৃহীত অনুসন্ধান সংখ্যা	মোট অনুসন্ধানের সংখ্যা	সম্পন্নকৃত অনুসন্ধান সংখ্যা	অনুসন্ধানের পরে মামলা দায়েরের সংখ্যা	পরিসমাপ্তির মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১১৫	৩৩	১৪৮	১০*	৯	৫	-

* একই নথি থেকে একাধিক অনুসন্ধান ও মামলার উদ্ভব হয়েছে।

লেখচিত্র ৫ : ২০২৩ সালের দুদকের মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত বিষয়ে অনুসন্ধান কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

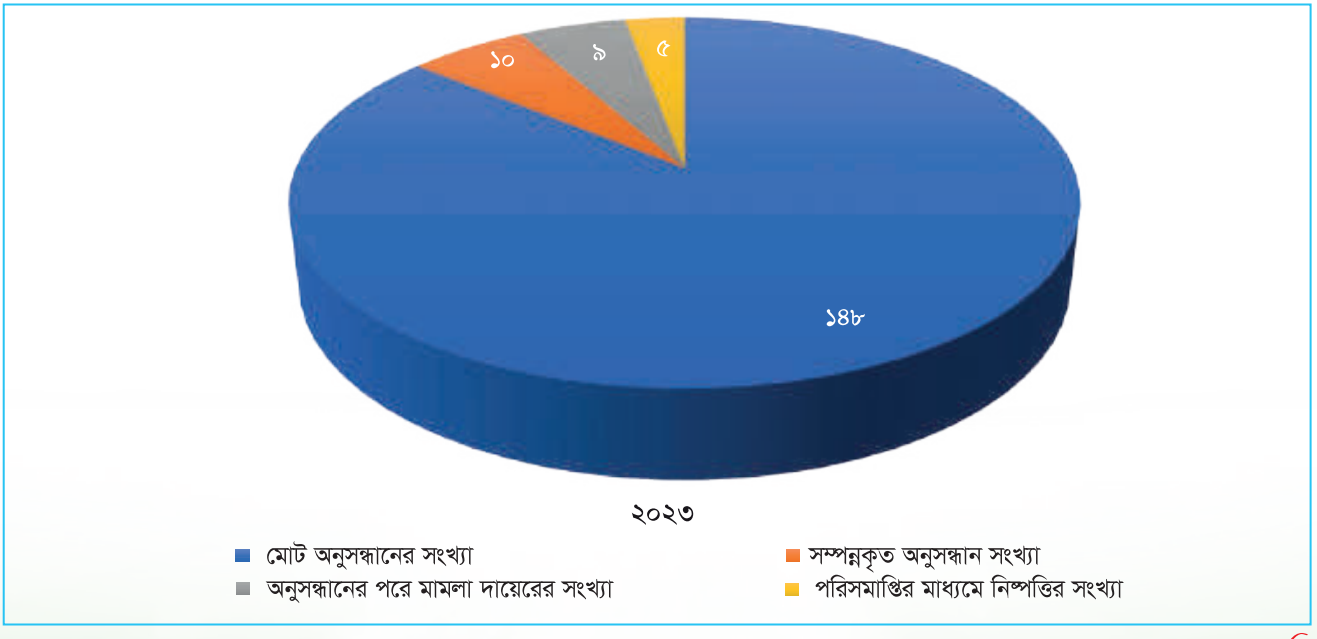

৩.৩ তদন্ত কার্যক্রম

দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ হলো তদন্ত। দুর্নীতি দমন কমিশনের মূল কার্যক্রম অনুসন্ধান ও তদন্ত, যা একে অপর হতে সম্পূর্ণ আলাদা এবং দুইটি পৃথক পৃথক পন্থায় পরিচালনা করা হয়ে থাকে। মূলত অনুসন্ধান কার্য সম্পাদনের পর কোন আসামীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করার পরই কেবল তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে। উপযুক্ত আদালতে কোন অভিযোগের বিষয়ে বিচারার্থ মামলা দায়েরের লক্ষ্যে সাক্ষ্য- প্রমাণাদি সংগ্রহের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৭(ক) ধারা অনুযায়ী তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়ে থাকে। অনুসন্ধান পর্যায়ে কোন অভিযোগের বিষয়ে প্রাথমিক সত্যতা উদঘাটন সাপেক্ষে মামলা রুজু করা হলে কমিশন পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ প্রদান করে থাকে। তৎপর উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে দুর্নীতির মামলা প্রমাণের লক্ষ্যে দালিলিক প্রমাণাদি সংগ্রহের কাজ শুরু করে। এক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ১৯ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভ করে, যার আলোকে তিনি সাক্ষীর প্রতি নোটিশ জারী ও সাক্ষীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ, সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা, কোন দলিল উদঘাটন এবং উপস্থাপন করা, সাক্ষ্য গ্রহণ, কোন আদালত বা অফিস হতে পাবলিক রেকর্ড বা তার অনুলিপি তলব করা, দলিল পরীক্ষা করার জন্য নোটিশ জারী করা ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পাদনের এখতিয়ার রাখেন।

তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের পর তদন্তকারী কর্মকর্তা ফৌজদারি কার্যবিধি এর ১৭৩ ধারা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কমিশন বরাবর তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। কমিশন পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট হলেই কেবল অভিযোগপত্র কিংবা চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দিয়ে থাকে। মামলার অপরাধ তদন্তে প্রমাণিত, কিন্তু দুদকের তফসিলভুক্ত নয় এমন হলে তা সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। উল্লেখ্য, উপর্যুক্ত পদ্ধতিতে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা ছাড়াও কমিশন আদালতের নির্দেশক্রমে যে কোন অভিযোগ তদন্তের এখতিয়ার রাখে।

অনুসন্ধানের ভিত্তিতে রুজুকৃত মামলার/আদালতের নির্দেশক্রমে তদন্ত ও বিচারিক কার্যক্রম সংক্রান্ত ফ্লোচার্ট

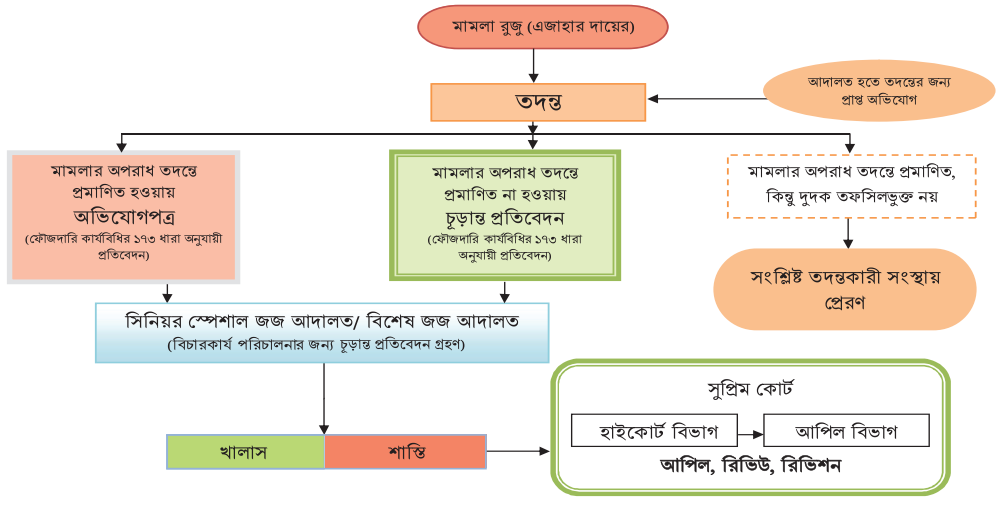

৩.৩.১ তদন্তের আইনগত ভিত্তি

দুর্নীতির অপরাধসমূহের তদন্ত পরিচালনা দুর্নীতি দমন কমিশনের অন্যতম প্রধান সংবিধিবদ্ধ কার্য (দুদক আইন ২০০৪-এর ১৭(ক) ধারা)। তদন্তের ফলাফলই দুর্নীতির অপরাধসমূহ বিচারের ভিত্তি। দুদক আইনের ১৯ ও ২০ ধারা তদন্ত কার্যক্রমে দুদককে বিশেষ ক্ষমতা অর্পণ করেছে। সে লক্ষ্যে দুদক চারটি অনুবিভাগের মাধ্যমে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুবিভাগগুলো হলো: তদন্ত অনুবিভাগ ১ ও তদন্ত অনুবিভাগ ২, বিশেষ তদন্ত অনুবিভাগ এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ। বিশেষায়িত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে কাজ করে কমিশনের বিশেষ তদন্ত এবং মানিলন্ডারিং অনুবিভাগ।

৩.৩.২ পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২৩ সালের তদন্ত কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশন নির্ধারিত সময়ে প্রতিটি তদন্ত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কমিশনের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা অনুসারে নিয়মিতভাবে (সময়াবদ্ধ) নির্ধারিত সময়ে মামলার তদন্ত শেষ করার বিষয়টি নিবিড়ভাবে তদারকি করা হচ্ছে। এতে তদন্ত কার্যক্রমে গতিশীলতা এসেছে।

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্তসহ ২০২৩ সালে মোট তদন্ত সংখ্যা ছিল ২,১৬৪টি। কমিশন ২০২৩ সালে ৪৫৯টি তদন্ত সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে। সম্পন্ন এসব তদন্তের ওপর ভিত্তি করে কমিশন ৩৬৩টি মামলায় চার্জশিট বা অভিযোগপত্র দাখিলের অনুমোদন দিয়েছে। বাকি সম্পন্ন তদন্তগুলোর মধ্যে ৮৪টি চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিলের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আইনি বাধ্যবাধকতায় ১২টি তদন্ত অন্য সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে।

সারণি ১৩: ২০২৩ সালের মামলার তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদন সংখ্যা	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তির সংখ্যা
১,৭২১	৪৪৩	২,১৬৪	৪৫৯	৩৬৩	৮৪	১২

লেখচিত্র ৬ : ২০২৩ সালের সামগ্রিক তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

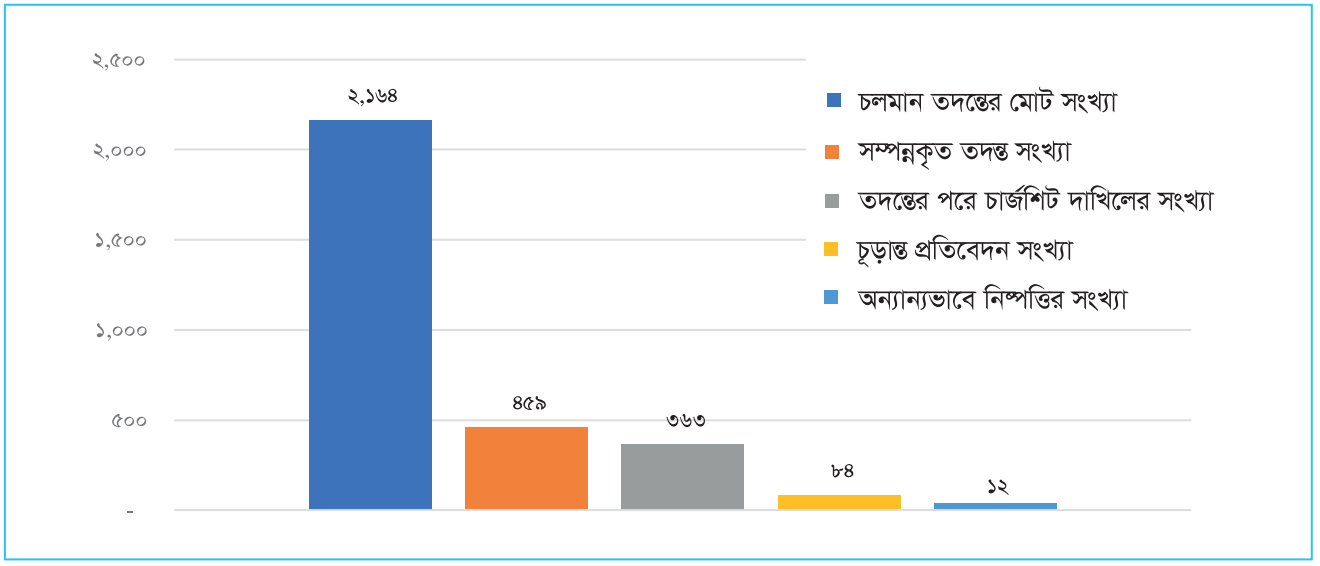

সারণি ১৪: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	চার্জশিট অনুমোদন
২০১৯	২৬৭
২০২০	২২৮
২০২১	২৬০
২০২২	২২৪
২০২৩	৩৬৩

বিগত পাঁচ বছরে কমিশন কর্তৃক অনুমোদনকৃত চার্জশিটের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কমিশন কর্তৃক তদন্তকারী কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ তদারককারী কর্মকর্তাদের মনিটরিং জোরদার ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণের ফলে চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা ২০২৩ সালে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৭ : ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের মামলার চার্জশিট অনুমোদনের তুলনামূলক চিত্র

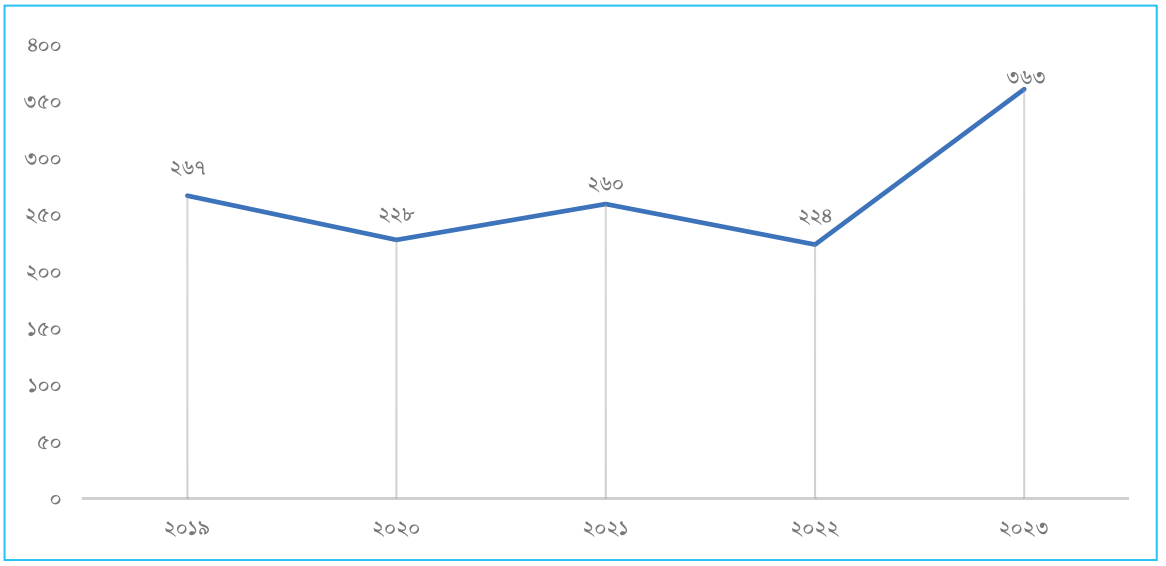

৩.৩.৩ জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদের তদন্ত

জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনি দায়িত্ব। ঘুস, দুর্নীতি কিংবা অন্য কোনো অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জনকারীদের বিরুদ্ধে দুদক আইন, ২০০৪-এর ২৬ ও ২৭ ধারা মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সম্পদ সংক্রান্ত মোট ৬৩৩টি তদন্তের মধ্যে ২০২৩ সালে নতুন ১৫৯টি তদন্ত গৃহীত হয় এবং অবশিষ্ট ৪৭৪টি তদন্ত বিগত বছরসমূহের। কমিশন ২০২৩ সালে সম্পদ সংক্রান্ত ১৪০টি তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং সম্পাদিত তদন্তের ওপর ভিত্তি করে ১১৭টি চার্জশিট অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে ২৩টি তদন্তে চূড়ান্ত প্রতিবেদন দাখিল করা হয়।

সারণি ১৫ এ সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত পরিচালনা ও এসব তদন্তের ফলাফল বিষয়ে দুদকের কার্যক্রম সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ১৫: ২০২৩ সালের সম্পদ সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা
৪৭৪	১৫৯	৬৩৩	১৪০	১১৭	২৩	-

৩.৩.৪ মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত অপরাধের তদন্ত

বিদ্যমান মানিলন্ডারিং আইন অনুসারে দুদক কেবল ঘুস ও দুর্নীতি সম্পৃক্ত মানিলন্ডারিংয়ের অপরাধ তদন্ত করতে পারে। আইনে বর্ণিত বাকি ২৬টি সম্পৃক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিল্ডারিংয়ের তদন্ত জাতীয় রাজস্ব (এনবিআর), পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) সহ একাধিক সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে।

সারণি ১৬: ২০২৩ সালের মানিলন্ডারিং মামলা সংক্রান্ত তদন্ত কার্যক্রমের পরিসংখ্যান

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা	অন্য সংস্থায় প্রেরণের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা
৮২	১০	৯২	৫	৫	-	-

৩.৩.৫ ফাঁদ মামলা সংক্রান্ত বিষয়

ঘুস লেনদেনের অবসান এবং দুর্নীতির উৎস নির্মূল করার লক্ষ্যেই কমিশন ফাঁদ মামলা পরিচালনা করে। সাধারণত সরকারি সেবা প্রদানকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী সেবার বিনিময়ে ঘুস বা উপঢৌকন দাবি করলে কমিশনের অনুমোদনের ভিত্তিতে ফাঁদ অভিযান পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়। এর মাধ্যমে ঘুস দাবিকারী কর্মকর্তাদের হাতেনাতে ধরতে কমিশন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারী অথবা সরকারি কাজে নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো কাজের জন্য ঘুস দাবি করলে ঘুস প্রদানের পূর্বেই তথ্যটি দুদকের প্রধান কার্যালয় অথবা দুদক অভিযোগ কেন্দ্রের হটলাইন অথবা নিকটস্থ দুদক কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করলে ঘুস বা উৎকোচ গ্রহণকারীকে ফাঁদ পেতে হাতেনাতে ধরার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

সারণি ১৭ এ ২০২৩ সালে ফাঁদ মামলার ঘটনাসমূহ তদন্তে দুদকের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়েছে।

সারণি ১৭: ২০২৩ সালে ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রম

পূর্ববর্তী বছরসমূহের অনিষ্পন্ন তদন্ত সংখ্যা	নতুন গৃহীত তদন্তের সংখ্যা	চলমান তদন্তের মোট সংখ্যা	সম্পন্নকৃত তদন্ত সংখ্যা	তদন্তের পরে চার্জশিট দাখিলের সংখ্যা	চূড়ান্ত প্রতিবেদনের মাধ্যমে নিষ্পত্তির সংখ্যা
০১	০২	০৩	০৩	০৩	-

সারণি ১৮ এ বিগত পাঁচ বছরের তথ্য ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত কার্যক্রমের একটি তুলনামূলক চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে।

সারণি ১৮: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা

সাল	ফাঁদ মামলার তদন্ত সংখ্যা
২০১৯	১৬
২০২০	১৮
২০২১	০৬
২০২২	০৪
২০২৩	০৩

৩.৪ প্রসিকিউশন কার্যক্রম

দুদক আইনের ৩৩ ধারা মোতাবেক কমিশন কর্তৃক তদন্তকৃত এবং স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য মামলাসমূহ পরিচালনার জন্য কমিশনের নিজস্ব প্রসিকিউশন ইউনিট রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ আইনজীবীদের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগের মাধ্যমে উক্ত প্রসিকিউশন ইউনিটটি সাফল্যের সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে কমিশনের প্রসিকিউটরগণ লিগ্যাল ও প্রসিকিউশন অনুবিভাগের অধীনে বিচার আদালতে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুরূপভাবে, উচ্চ আদালতে রিট, রিভিশন, ফৌজদারি আপিল যুগপৎভাবে পরিচালিত হয়ে আসছে।

দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগের অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যক্রম সম্পাদনের পর আইনের আওতায় আনয়নের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন অপরাধের বিষয় বিজ্ঞ আদালতে উপস্থাপন করে থাকে। আর এ লক্ষ্যে মামলা দায়ের ও মামলা পরিচালনার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪-এর ধারা ১৭ (খ) অনুযায়ী নিম্নোক্ত আইন ও বিধিমালা অনুসরণ করে থাকে।

- মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২;
- দণ্ডবিধি-১৮৬০;
- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮;
- দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭;
- দ্যা ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮;
- সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ এবং
- অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা।

৩.৪.১ কমিশন যে সকল অপরাধের মামলা পরিচালনা করতে পারে

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (এবং এর সংশোধনীসমূহ)-এর তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ ; ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন; মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (এবং এর সংশোধনীসমূহ); ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধির (পেনাল কোড) ১৬১-১৬৯, ২১৭, ২১৮, ৪০৯ ধারার অধীন অপরাধসমূহ এবং ৪২০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৭ক ধারার অধীনে কোন অপরাধ সরকারি সম্পদ সম্পর্কিত হলে অথবা সরকারি কর্মচারী বা ব্যাংকের কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্তৃক দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনকালে সংঘটিত অপরাধসমূহ ও ১০৯ ধারা (দুষ্কর্মে সহায়তা), ১২০খ ধারা (দুষ্কর্মের ষড়যন্ত্র) এবং ৫১১ ধারা (দুষ্কর্মের প্রচেষ্টা) এবং এই ধারার উপধারায় সংশ্লিষ্ট সংঘটিত যে কোনো অপরাধকে নির্দেশ করা হয়েছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৩২(১) ধারা অনুযায়ী এসব অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের অনুমতি প্রদানের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব কমিশনের ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ২০০৪ এর ২৮(১) ধারা মোতাবেক এই আইনের অধীনে ও আইনের তফসিলে বর্ণিত অপরাধসমূহ কেবল স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচারযোগ্য হবে। কিন্তু 'দ্যা ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ ও দুদক আইন, ২০০৪ এর মধ্যে সাংঘর্ষিক কোনো বিষয় সৃষ্টি হলে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের বিধানাবলি প্রযোজ্য হবে [দুদক আইনের ২৮(৩) ধারা]। আপিলের ক্ষেত্রে 'দ্যা ক্রিমিনাল ল' অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট, ১৯৫৮ প্রযোজ্য হবে।

কমিশনের আইন অনুবিভাগ আইন সংক্রান্ত বিষয়াবলি তত্ত্বাবধান এবং কমিশনের মামলার হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে। একজন মহাপরিচালকের অধীনে পরিচালিত এই অনুবিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে কমিশনের নিয়োগকৃত আইনজীবীগণ সংশ্লিষ্ট আদালতে কমিশনের মামলাসমূহ পরিচালনা করে থাকেন। বর্তমানে বিশেষ জজ আদালতে ও বাংলাদেশের সুপ্রীম কোর্টের উভয় বিভাগে কমিশনের পক্ষে দুর্নীতির মামলা পরিচালনার জন্য কমিশন আলাদা প্যানেলে চুক্তিভিত্তিক আইনজীবী নিয়োগ করে থাকে। ১২০ সদস্যের প্যানেল আইনজীবীদের 'পাবলিক প্রসিকিউটর' বলা হয়, যাঁরা ঢাকাসহ ঢাকার বাইরের ১৩টি বিশেষ জজ আদালতে দায়িত্ব পালন করছেন। এভাবে ঢাকা বিভাগে ২৯ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ২০ জন, রাজশাহী বিভাগে ১৬ জন, রংপুর বিভাগে ১৩ জন, খুলনা বিভাগে ১৯ জন, বরিশাল বিভাগে ০৮ জন এবং সিলেট বিভাগে ০৭ জন এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ০৮ জন আইনজীবী কমিশনের হয়ে কাজ করছেন। এদের মধ্যে চারজন নারী পাবলিক প্রসিকিউটর আছেন। এছাড়া উচ্চ আদালতে ২৬ জন বিজ্ঞ আইনজীবী দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনা করছেন।

৩.৪.২ বিচারিক আদালতে মামলা পরিচালনা

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা এবং মামলায় সাজা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রসিকিউটিং এজেন্সি হিসেবে দুদক কাজ করে যাচ্ছে। কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আইন অনুবিভাগের কর্মকর্তাগণ প্রতিটি মামলায় সম্পৃক্ত আইনজীবীদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং ধার্য তারিখে আইনজীবী ও সাক্ষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করে থাকেন।

২০২৩ সালে বিশেষ জজ আদালতে ৩১৩টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২৮৩টি (প্রায় ৯০.৪২%) দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়েরকৃত মামলা এবং বাকি ৩০টি বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরো থেকে প্রাপ্ত মামলা। মোট ১৯৫টি মামলায় আসামিদের সাজা হয়েছে। কমিশনের মামলায় সাজার হার ৬৭.১৩% (প্রায়) এবং বিলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর মামলাগুলোতে সাজার হার ১৬.৬৭%।

সারণি ১৯: ২০২৩ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য দুর্নীতির মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২২			২০২৩		
	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
বিচারাধীন মামলার সংখ্যা	২৯১৪	৪১২	৩৩২৬	২,৯৯৪	৩৫৯	৩,৩৫৩
বিচার চলমান মামলার সংখ্যা	২৬৮২	২২৮	২৯১০	২,৭৪৫	১৮২	২,৯২৭
স্থগিত মামলার সংখ্যা	২৩২	১৮৭	৪১৯	২৪৯	১৭৭	৪২৬
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৩০৭	৩৯	৩৪৬	২৮৩	৩০	৩১৩
শাস্তি হওয়া মামলার সংখ্যা	১৯৭	১৪	২১১	১৯০	৫	১৯৫
খালাস পাওয়া মামলার সংখ্যা	১১০	১৫	১২৫	৯৩	২৫	১১৮

সারণি ২০: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালের মামলায় সাজার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

সাল	দুদকের মামলার সাজার হার	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলার সাজার হার
২০১৯	৬৩%	৪০%
২০২০	৭২%	৪৮%
২০২১	৬০%	৩০%
২০২২	৬৪.১৭%	৩৫.৯০%
২০২৩	৬৭.১৩%	১৬.৬৭%

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিগত পাঁচ বছরের মামলায় বিচারিক আদালতের রায়সমূহ (সারণি ২০) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৩ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজার হার ৬৭.১৩%, যা ২০২২ সালের চেয়ে বেশি। বর্তমান কমিশন মামলায় শতভাগ সাজা নিশ্চিতকরণে চেষ্টা করছে।

সারণি ২১: ২০২২ এবং ২০২৩ সালে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতসমূহ কর্তৃক দুর্নীতির মামলাগুলো নিষ্পত্তি ও শাস্তি প্রদানের পরিসংখ্যান

বিবরণ		২০২২			২০২৩		
		দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট	দুদকের মামলা	বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা	সর্বমোট
ঢাকা	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১২৫	০৫	১৩০	১১১	০৪	১১৫
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৯৯	০২	১০১	৮০	০১	৮১
ঢাকার বাইরে	নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১৮২	৩৪	২১৬	১৯২	৩৪	২২৬
	সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৯৮	১২	১১০	১১০	০৪	১১৪

ঢাকার বিশেষ জজ আদালত ২০২৩ সালে ১১৫টি দুর্নীতির মামলা নিষ্পত্তি করেছে। একই সময়ে ঢাকার বাইরের বিশেষ জজ আদালতগুলো ২২৬টি মামলা নিষ্পত্তি করেছে। অন্যদিকে, ঢাকা ও ঢাকার বাইরে বিলুপ্ত ব্যুরোর মামলা নিষ্পত্তির সংখ্যা ৩৮টি।

৩.৪.৩ বিচার্য অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

সারণি ২২: ২০২৩ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য সম্পদ সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২২	২০২৩
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	৪৭	৩০
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	৩২	১৯
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	১৫	১১

এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৩ সালে কমিশনের দায়েরকৃত অবৈধ সম্পদ সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার প্রায় ৬৩.৩৩%।

সারণি ২৩: ২০২৩ সালে বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১০
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	০৮
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০২

এ পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ২০২৩ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য মানিলন্ডারিং সংক্রান্ত মামলায় সাজার হার ৮০%। দুদক দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে মানিলন্ডারিং মামলায় নিখুঁত তদন্ত সম্পন্ন করে সাক্ষ্য প্রমাণ আদালতে সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারায় এ সাফল্য এসেছে।

সারণি ২৪: ২০২২ ও ২০২৩ সালের বিশেষ জজ আদালতে বিচার্য ফাঁদ মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২২	২০২৩
নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	২১	২৫
সাজা হওয়া মামলার সংখ্যা	১৫	১৩
খালাস হওয়া মামলার সংখ্যা	০৬	১২

সারণি ২৪ এর পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা বেড়েছে। ২০২৩ সালের কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত ফাঁদ সংক্রান্ত ৫২% মামলায় সাজা হয়েছে।

সারণি ২৫: ২০২৩ সালের কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় সাজা, জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্য

*	সাজা =	(কমিশন ১৯০+বিলুপ্ত ব্যুরো ০৫)= ১৯৫টি	মোট= ৩৪১টি
*	খালাস =	(কমিশন ৯৩+বিলুপ্ত ব্যুরো ২৫)= ১১৮টি	
*	অন্যান্যভাবে নিষ্পত্তি	(কমিশন ২০+বিলুপ্ত ব্যুরো ০৮)= ২৮টি	
*	কমিশন =	৬৭.১৩% (সাজার হার)	মোট= ৬২.৩০% (সাজার হার)
*	বিলুপ্ত ব্যুরো =	১৬.৬৭% (সাজার হার)	
*	জরিমানার অর্থ =	১৬৮৩,৬৭,৩৭,৫৪৬ টাকা	
*	বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদের মূল্য =	১৭,৯৭,৬৩,০৭৫ টাকা	
*	মোট মামলার সংখ্যা =	(কমিশন ২,৯৯৪+বিলুপ্ত ব্যুরো ৩৫৯)= ৩,৫৫৩টি	

সারণি ২৬: ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২ এবং ২০২৩ সালে কমিশন কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় অর্থ জরিমানা ও বাজেয়াপ্ত সংক্রান্ত তথ্যের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

সাল	জরিমানা (টাকা)	বাজেয়াপ্ত (টাকা)
২০১৯	৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৪৩৬,৮৮,৯৫,৩৭৪
২০২০	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৩,০৩,৬৯,০০০
২০২১	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	১০,২০,৮৬,৯২৮
২০২২	২৬৩২,৪১,৪৩,৭৮৩	১৩,৯৬,১৯,১৬৭
২০২৩	১৬৮৩,৬৭,৩৭,৫৪৬	১৭,৯৭,৬৩,০৭৫

সম্পদ ব্যবস্থাপনা

সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আলোকে কমিশনের সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ২০১৯ সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদ বা ক্রোক/অবরুদ্ধকৃত সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ করে না; এসব সম্পদের তথ্য সংরক্ষণ করে। তবে আদালত কর্তৃক কমিশনকে কোনো ক্রোককৃত সম্পদের রিসিভার নিয়োগ করা হলে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট কমিশনের পক্ষে আদালতের আদেশ মোতাবেক ওই সম্পদের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা করে থাকে। এ ক্ষেত্রে "অপরাধলব্ধ সম্পদ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নির্দেশিকা, ২০২০" অনুসরণ করা হয়।

সারণি ২৭: সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দুদকের সাফল্য

২০২৩ সালের ক্রোককৃত সম্পদ ও অবরুদ্ধকৃত সম্পদ সংক্রান্ত তথ্য

আদেশের সংখ্যা	ক্রোককৃত সম্পদ		অবরুদ্ধকৃত সম্পদ
৭২ টি	দেশে	১৪৬.২৫ একর জমি, মূল্য-১৪৯,৩২,৪১,০৮৯ টাকা ২৯ টি বাড়ী/ভবন, মূল্য-৪১,০৯,৩৬,৩১৭ টাকা ৪১ টি ফ্ল্যাট, মূল্য-৪৫,১৮,১৫,৪৬৮ টাকা ১৮ টি প্লট, মূল্য-২২,৪২,২১,৬০৩ টাকা ১৬ টি দোকান, মূল্য-১,১৫,৮৫,৬০০ টাকা ০২ টি কমার্শিয়াল স্পেস, মূল্য-২,৮৫,০০,০০০ টাকা ০৮ টি গাড়ী, মূল্য-১,৮৭,৬৮,৭৯২ টাকা ০২ টি শর্টগান মূল্য- ৫,০০,০০০ টাকা ০১ টি রিসোর্ট মূল্য-১৭,৪৮,৮১,৩০৮ টাকা ০২ টি সিএনজি এন্ড ফিলিং স্টেশন এর আংশিক, মুল্য-১,৯৭,৮৬,৬৬৮ টাকা	৪১৮ টি ব্যাংক হিসাব ও ৬৬ টি এফডিআর এ স্থিতির পরিমাণ- ১০৪,৭২,৬৯,৬৩১ টাকা ৫২ টি সঞ্চয়পত্র ও বন্ড- ১,৭৫,২১,২৮৯ টাকা ৮,২৫,৩৮,৮৩২ টি শেয়ারের মূল্য- ১২,২৬,০৫,১৫৪ টাকা ০৩ টি সিকিউরিটিজ ক্লায়েন্ট কোডে- ৪,০৭,০৭,৮৩৮ টাকা বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ০৯ টি বিও হিসাবের স্থিতি-৯,১৬,৫২,৯৩৮ টাকা ০৩টি বীমা পলিসি স্থিতি - ৪,৩৬,২৫০ টাকা
	বিদেশে	০১ টি বাড়ি।	০৩ টি ব্যাংক হিসাব ।
	মোট মূল্য	২৮৩,৪২,৩৬,৮৪৫/- (দুইশত তিরাশি কোটি বিয়াল্লিশ লাখ ছত্রিশ হাজার আটশত পয়তাল্লিশ) টাকা মাত্র।	১৩২,০১,৯৩,১০০/- (একশত বত্রিশ কোটি এক লাখ তিরানব্বই হাজার একশত) টাকা মাত্র।

সারণি ২১ পর্যালোচনা করলে বলা যায়, কমিশন শুধু দেশে নয়, বিদেশেও অবৈধ সম্পদ পাচারকারীদের তাড়া করছে। কেউ যেন অনুপার্জিত আয় ভোগ করতে না পারে সে বিষয়ে দুদক তার আইনি দায়িত্ব পালন করছে।

৩.৪.৪ উচ্চ আদালতে মামলা পরিচালনা

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগে দুদকের পক্ষে মামলা পরিচালনার জন্যে কমিশন ২৬ জন আইনজীবীকে নিযুক্ত করেছে। মামলার বিষয়ে কমিশন ও সুপ্রীম কোর্টের মধ্যে সমন্বয় রক্ষার জন্য একজন আইনজীবী সুপ্রীম কোর্ট সেলে দায়িত্ব পালন করছেন।

সারণি-২৮ ও ২৯-এ সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন দুদকের মামলাসমূহের বিভিন্ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান প্রদান করা হয়েছে।

সারণি ২৮: সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ফৌজদারি/রিট/আপিল মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩			২০২৩ সালে নিষ্পত্তি	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২৩ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২৩ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি বিবিধ মামলার সংখ্যা	৭৯৩	৫৯৯	১,৩৯২	৪৯২	১৩৪	৩২	১৬৬	৫৬	১১০
রিট আবেদনের সংখ্যা	৬২৪	১৩১	৭৫৫	৪৪	২০৯	১৮	২২৭	০১	২২৬
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	১,০০৮	১৯১	১,১৯৯	২৮	১২	০৩	১৫	০২	১৩
ফৌজদারি পুনঃ বিবেচনা (ক্রিঃ রিভিশন মামলার সংখ্যা)	৫১৩	১৫৯	৬৭২	৩২	৫৯	১৮	৭৭	০০	৭৭
মোট =	**২,৯৩৮**	**১,০৮০**	**৪,০১৮**	**৫৯৬**	**৪১৪**	**৭১**	**৪৮৫**	**৫৯**	**৪২৬**

সারণি ২৯: সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগে ফৌজদারি আপিল/বিবিধ/রিভিশন/রিট হতে উদ্ভূত মামলার পরিসংখ্যান

বিবরণ	২০২৩			বর্তমানে পেন্ডিং	স্থগিতাদেশ পূর্বের জের	২০২৩ সালে স্থগিতাদেশ	মোট স্থগিতাদেশ	স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার	স্থগিতাদেশ বিদ্যমান
	পূর্ববর্তী সময়ের জের	২০২৩ সালে দাখিলকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা						
ফৌজদারি মামলার সংখ্যা	২০৭	৮১	২৮৮	১৭৯	১৬	২৮	৪৪	২২	২২
রিট আবেদনের সংখ্যা	১২৬	১৯	১৪৫	১৪৪	২৮	১৮	৪৬	০১	৪৫
ফৌজদারি আপিল মামলার সংখ্যা	৬৭	২৩	৯০	৮১	১৩	০৪	১৭	০০	১৭
ফৌজদারি পুনঃ বিবেচনা মামলার সংখ্যা	৮৫	১৫	১০০	৯৯	০১	১৪	১৫	০০	১৫
মোট =	**৪৮৫**	**১৩৮**	**৬২৩**	**৫০৩**	**৫৮**	**৬৪**	**১২২**	**২৩**	**৯৯**

সারণি ৩০: ২০২৩ সালের স্থগিত মামলার তুলনামূলক পরিসংখ্যান

আদালতের নাম	স্থগিত মামলার সংখ্যা
বিচারিক/নিম্ন আদালত	৪২৬
হাইকোর্ট বিভাগ	৪২৬
আপিল বিভাগ	৯৯

সারণি ৩১: দুর্নীতি দমন কমিশনের পাঁচ বছরের কার্যক্রমের তুলনামূলক চিত্র

কার্যক্রম		২০১৯	২০২০	২০২১	২০২২	২০২৩
অনুসন্ধানের জন্য গৃহীত অভিযোগের সংখ্যা		১,৭১০	৮২২	৫৩৩	৯০১	৮৪৫
কমিশনের মামলা দায়েরের সংখ্যা		৩৬৩	৩৪৮	৩৪৭	৪০৬	৪০৪
চার্জশিট অনুমোদনের সংখ্যা		২৬৭	২২৮	২৬০	২২৪	৩৬৩
ফাঁদ মামলার সংখ্যা		১৬	১৮	০৬	০৪	০২
মামলায় সাজার হার (%)	দুদকের মামলা	৬৩%	৭২%	৬০%	৬৪.১৭%	৬৭.১৩%
	ব্যুরোর মামলা	৪০%	৪৮%	৩০%	৩৫.৯০%	১৬.৬৭%
অর্থ জরিমানা (টাকা)		৩৪৯৭,০৬,৮৪,৭৫৯	৭২,৪৮,৮৩,১৩০	৭৫,১৮,৩৫,৩১৭	২৬৩২,৪১,৪৩,৭৮৩	১৬৮৩,৬৭,৩৭,৫৪৬
বাজেয়াপ্ত (টাকা)		৪২৬,৮৮,৯৫,৩৭৪	৩,০৩,৬৯,০০০	১০,২০,৮৬,৯২৮	১৩,৯৬,১৯,১৬৭	১৭,৯৭,৬৩,০৭৫
ক্রোককৃত সম্পদ (টাকা)		১১৫,৬৬,৩০,২১১	১৮০,১১,৯১,৭৪৬	৩২৬,৭১,৪৬,৬২৮	৫৮৫,৯২,৫৮,১৫৬	২৮৩,৪২,৩৬,৮৪৫
অবরুদ্ধ সম্পদ		১১৮,৫৯,৬৫,৮৭৬ টাকা	১৫২,৯২,৮৬,৪৯৬ টাকা	১১৬১,৫৮,১৪,৪৮০ টাকা, ৫৮৬.৭৫ (পাউন্ড), ৭২,৪১,০৫৭,০৫ (কানাডিয়ান ডলার), ৬১,৪৯,৭১৮.২২ (অস্ট্রেলিয়ান ডলার), ৪৩,৭৪৯২০.২২ (ইউএস ডলার), ১,০১,৭২৯.৩৬ (ইউরো) এবং ২৪,০০০ (পাউন্ড)	২২৪,৭৯,৭৫,১৬৬ টাকা ও ২৭,৯৫৪.২১ (ইউএস ডলার)	১৩২,০১,৯৩,১০০ টাকা

চতুর্থ অধ্যায়

দুর্নীতি দমনে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

৪.১ এনফোর্সমেন্ট ইউনিট
৪.২ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে এনফোর্সমেন্ট অভিযান

৪.১ এনফোর্সমেন্ট ইউনিট

দুর্নীতি দমন কমিশনের মৌলিক অভিপ্রায় হলো দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধের মাধ্যমে একটি দুর্নীতিমুক্ত ও ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্ঠা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আর এ লক্ষ্যেই জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে বিশেষ দুর্নীতিপ্রবণ ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করে কার্যকর ও সমন্বিত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে দুর্নীতি দমন কমিশনের এনফোর্সমেন্ট ইউনিট প্রতিষ্ঠা করা হয় ।

৪.১.১ এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের আইনি ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যাক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না..."।

সংবিধানের এই অনুচ্ছেদের মাধ্যমে দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করা হয়েছে। আইনগতভাবে দেশের দুর্নীতি দমন, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশের দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে দুর্নীতি দমন কমিশনের কার্যাবলি কমিশন আইনের ১৭ ধারায় বর্ণিত হয়েছে। উক্ত ধারায় বর্ণিত অনুসন্ধান, তদন্তসহ অন্যান্য কার্যাবলির পাশাপাশি ঘটমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত আইনের ১৭(ট) ধারার আওতায় দুর্নীতি দমন কমিশন এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করে থাকে।

৪.১.২ এক নজরে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট

কমিশনের অভিপ্রায় অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদিত জনবল কাঠামোতে ১ জন উপপরিচালক, ২ জন সহকারী পরিচালক, ৪ জন উপসহকারী পরিচালকসহ মোট ২৬ জন জনবল বিশিষ্ট এনফোর্সমেন্ট ইউনিট ২৩ জানুয়ারি ২০১৯ সালে আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু করে। এনফোর্সমেন্ট ইউনিটে বর্তমানে ১ জন উপপরিচালক, ৪ জন সহকারী পরিচালক, ৩ জন উপসহকারী পরিচালকসহ মোট ১৩ জন কর্মরত আছেন।

কার্যকর এনফোর্সমেন্ট অভিযানের জন্য দুর্নীতি সংক্রান্ত সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কর্তৃক অভিযান পরিচালনার নিমিত্ত অভিযোগ গ্রহণের অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হচ্ছে দুদক হটলাইন ১০৬। জনস্বার্থ বিবেচনায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ জানানোর একটি নির্ভরযোগ্য প্লাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে দুদক অভিযোগ কেন্দ্র ১০৬ (হটলাইন)। হটলাইন ১০৬ এ প্রাপ্ত দুর্নীতির সংবাদ, দুদকের গোয়েন্দা ইউনিট কর্তৃক সংগৃহীত বা প্রাপ্ত তথ্য, জাতীয় বা স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ, ই-মেইল (chairman@acc.org.bd), ভেরিফাইড ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/acc.org.bd) বা দপ্তরে সরাসরি প্রাপ্ত অভিযোগ বা তথ্য অভিযান পরিচালনার জন্য বিবেচিত হয়।

৪.২ এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

বিভিন্ন মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগ কমিশনের মহাপরিচালক (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে পরিচালক/উপপরিচালক (গোয়েন্দা ইউনিট), উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট ইউনিট) এর সমন্বয়ে গঠিত যাচাই বাছাই কমিটিতে প্রেরণ করা হয়। উক্ত কমিটি অভিযোগসমূহকে (১) অভিযান পরিচালনা, (২) ফাঁদ মামলা পরিচালনা, (৩) প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ, (৪) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে টেলিফোনিক নির্দেশনা প্রদান, (৫) দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেলে প্রেরণ, (৬) এনফোর্সমেন্টযোগ্য নয়/পরিসমাপ্তি এই ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অভিযান পরিচালনার বিষয়ে মহাপরিচালক (প্রশাসন) তাৎক্ষণিকভাবে কমিশনের পক্ষে চেয়ারম্যান মহোদয়ের অনুমোদন গ্রহণ করেন। টিম অভিযান পরিচালনার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে উপপরিচালক (এনফোর্সমেন্ট) বরাবর একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। টিমের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর সর্বশেষ সংশোধনী এর বিধি ১০(চ) অনুযায়ী তাৎক্ষণিক মামলা দায়েরের, অনুসন্ধানের অনুমোদন গ্রহণ, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত পত্র প্রেরণ, পরিসমাপ্ত ও অন্যান্য সুপারিশসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

সারণি ৩২: ২০২৩ সালে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম

	অভিযোগ প্রাপ্তি						এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম							এনফোর্সমেন্ট পরবর্তী কার্যক্রম				
	প্রাপ্ত মোট ফোন কল	রেকর্ডকৃত মোট অভিযোগ	দৈনিক ও সাম্প্রতিক অভিযোগ সেল হতে	ই-মেইল ও সোস্যাল মিডিয়া	প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া	বিভিন্ন মাধ্যম হতে প্রাপ্ত মোট অভিযোগ	দুদক টিম কর্তৃক পরিচালিত অভিযান	বিভিন্ন দপ্তরে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরিত পত্রের সংখ্যা	প্রেরিত পত্রের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ/ফিডব্যাক	টেলিফোনিক নির্দেশনা প্রদান	তথ্যানুসন্ধান	ফাঁদ মামলা	গৃহীত মোট কার্যক্রম	সরাসরি মামলা দায়ের	অভিযান হতে কমিশনের অনুমোদনক্রমে উদ্ভূত অনুসন্ধান সংখ্যা	প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পত্র প্রেরণ	প্রাপ্ত প্রতিবেদনে সত্যতা নেই/পরিসমাপ্ত	প্রতিবেদনের উপর কমিশনের সিদ্ধান্ত
	১	২	৩	৪	৫	৬ (২+৩+৪+৫)	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩ (৭+৮+৯+১০ +১১+১২)	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮ (১৪+১৫+ ১৬+১৭)
মোট	২৬,৫৭৪	১১১৩	৯১	১২৮	৬৫৭	১৯৮৯	৫২৪	৬৩২	১০৮	৪০	-	০২	১৩০৬	-	৬৮	১৮৩	২৯৫	৫৪৬

সারণি ৩৩: ২০২৩ সালের এনফোর্সমেন্ট অভিযানের পর গৃহীত ব্যবস্থা

ক্রমিক নং	বিষয়	মোট	মন্তব্য
১	শাস্তিমূলক বদলি/বিভাগীয় ব্যবস্থা	০২ জন	সংখ্যায়
২	বরখাস্ত	০৫ জন	সংখ্যায়
৩	কারণ দর্শানো নোটিশ	০৩ জন	সংখ্যায়
৪	জরিমানা	৫,৯০,০০০ টাকা	অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে জরিমানা করা হয়।
৫	মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কারাদণ্ড	২০ জন	পাসপোর্ট অফিস ও অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের মধ্যে ২০ জনকে মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে কারাদণ্ড প্রদান করা
৬	ঘুসের অর্থ উদ্ধার	১০,৫০,০০০/- টাকা	কর কমিশনারের কার্যালয়, কর অঞ্চল রাজশাহী ও বিসিক জেলা কার্যালয়, মাদারীপুর হতে ফাঁদ কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ঘুসের ১০,৫০,০০০/- টাকা উদ্ধার করা হয়।
৭	তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান	৪০টি	টেলিফোনিক নির্দেশনার মাধ্যমে ৪০টি তাৎক্ষণিক সেবা প্রদান করা হয়।
৮	অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ	৩০৫টি	সড়ক ও জনপথ বিভাগের সরকারি জায়গা হতে দখলকৃত ৩০৫ টি অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করা হয়।
৯	অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন	১,৩৪৭টি	বাসা ও বিভিন্ন হোটেলে অবৈধভাবে ব্যবহৃত ১৩৪৭ টি গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়।
১০	সরকারি ঘর নির্মাণে অনিয়ম উদ্‌ঘাটন	০২টি	সংখ্যায়
১১	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা প্রদানে দুর্নীতি উদ্‌ঘাটন	০৩টি	সংখ্যায়
১২	সরকারি চাল উদ্ধার	১৩ বস্তা/৫৯০ কেজি	সংখ্যায়
১৩	সরকারি বাসা অবৈধ দখল উচ্ছেদ	২০টি	সংখ্যায়

দুর্নীতি দমন কমিশনের মৌলিক অভিপ্রায় হলো দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে আপসহীন অভিযান পরিচালনা করা। আইনের তফসিলভুক্ত অভিযোগসমূহের ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনাসহ ৫টি পদ্ধতিতে তাৎক্ষণিক দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। তফসিলভূক্ত অভিযোগের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিল বহির্ভূত অভিযোগ, যেমন-ব্যক্তিগত বিরোধ, যৌতুক দাবি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড অনুমোদনের বাইরে অতিরিক্ত ফি আদায়, সামাজিক বিরোধ, পারিবারিক জমি-জমা সংক্রান্ত বিরোধ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনসহ বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা বিষয়ে প্রতিকার চেয়ে নাগরিকগণ অভিযোগ করে থাকেন। কমিশনের সুস্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধসমূহের অভিযোগসমূহ যেমন লিপিবদ্ধ করা হয়, তেমনি তফসিল বহির্ভূত জনগুরুত্বপূর্ণ অভিযোগের বিষয়ে অভিযোগ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে টেলিফোনে সতর্কতাপূর্বক অভিযোগের ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হয়।

জাতীয় পর্যায়ে সরকারের জনকল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে এনফোর্সমেন্ট অভিযান। তাৎক্ষণিক এসব অভিযানের মাধ্যমে অনেকাংশেই ঘটমান দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিতর্কিত নিয়োগ বন্ধ করা, সরকারি অর্থ আত্মসাৎ উদ্‌ঘাটন, নিম্নমানের নির্মাণকাজ বন্ধ করা, অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ, সরকারি খাস জমি উদ্ধার, নদী-খাল ও সড়কের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ ও পরিবেশ রক্ষায় যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সময় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের সহায়তা নেওয়া হয়। ফলে অভিযানের মান এবং স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
স্থানীয় সরকার ও নাগরিক সেবা, ভূমি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পরিবহন, বন ও পরিবেশ, পরিষেবা, প্রকৌশল, কৃষি ইত্যাদি সেক্টরে এসব অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এসব অভিযানের মাধ্যমে দপ্তরসমূহে একদিকে যেমন স্বচ্ছতা আনয়ন সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে এই অভিযান দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। অভিযান পরিচালনাকালে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় কেন্দ্রীয়ভাবে যেমন কমিশনের সশস্ত্র পুলিশ ইউনিটকে ব্যবহার করা হচ্ছে, পাশাপাশি জেলা-উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নেওয়া হচ্ছে।

দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিটের প্রাত্যহিক কার্যক্রম যেমন-অভিযান, তথ্যানুসন্ধান,পত্র প্রেরণ, ফাঁদ কার্যক্রম ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য কমিশনের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেইজে (www.facebook.com/acc.org.bd) তথ্য প্রকাশের ফলে কমিশনের কার্যক্রম সম্পর্কে জনগণ অবহিত হচ্ছেন। ফলে অনেকে স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার অনুরোধ জানাচ্ছেন। গঠনমূলক সমালোচনা আমলে নিয়ে এনফোর্সমেন্ট ইউনিট এর কার্যক্রমকে আরো মানসম্মত করার নিরন্তর চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কমিশনের সদিচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে বর্তমানে প্রতিটি অভিযান সাফল্যের সাথে সম্পন্ন হচ্ছে ও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হচ্ছে। এসব অভিযানের কারণে তৃণমূল পর্যায়ের মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হচ্ছেন মর্মে প্রতীয়মান হয়। অপরদিকে নাগরিকগণ তাদের অধিকার নিয়ে উচ্চকণ্ঠ হচ্ছেন, সরকারি কর্মকর্তাগণও তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হচ্ছেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দুর্নীতি দমন কমিশন

দু দ ক

পঞ্চম অধ্যায়

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৫.১ ভূমিকা
৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি
৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম
৫.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব

দুর্নীতি প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশ

৫.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন কমিশন আইনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪-এর ১৭ ধারায় কমিশনের কার্যাবলির বিবরণ রয়েছে। আইন অনুসারে কমিশনের ১১টি কার্যক্রমের মধ্যে ৬টি কার্যক্রম দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রচেষ্টা অঙ্কুরেই বিনাশ করতে কমিশন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে কমিশন বাস্তবসম্মত বহুমাত্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে নাগরিক সমাজকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। নাগরিকদের যদি তাদের অধিকার সম্পর্কে সংবেদনশীল করা যায় তবেই দুর্নীতি প্রতিরোধ সহজ হতে পারে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই কমিশন দেশের সকল নগর/ মহানগর, জেলা, উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে 'দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করেছে। এ সকল কমিটির সদস্যগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজ শক্তিকে জাগ্রত করার মানসে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। এ সকল কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমি, বিদ্যুৎসহ সেবাখাতে যে সকল অনিয়ম, হয়রানি, দীর্ঘসূত্রিতা রয়েছে সেগুলোর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন নগর, মহানগর, জেলা ও উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন পর্যায়ে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে স্ব স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' (Integrity Unit) গড়ে তুলেছে কমিশন। সম্মানিত শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দকে এ সকল কমিটিতে উপদেষ্টা হিসেবে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। আগামী প্রজন্মের সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণে সমাজের সকল স্তরের মানুষকে নিয়ে দুর্নীতি তথা সকল প্রকার অনৈতিকতার বিরুদ্ধে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করার লক্ষ্যে কমিশন এ জাতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ..."। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষ যদি তাদের রাষ্ট্রীয় অধিকার সম্পর্কে সচেতন হন এবং সম্মিলিতভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন তাহলে দুর্নীতিবাজরা দুর্নীতি করার সাহস হারিয়ে ফেলবে। দুর্নীতি দমন কমিশন নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সকল শ্রেণি-পেশার মানুষকে একই ছায়াতলে আনতে চায়। এ কারণেই কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমে সর্বস্তরের নাগরিকের জন্য দ্বার উন্মুক্ত করা হয়েছে। জনগণের প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ব্যতীত দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব।

৫.১.১ গবেষণা, পরীক্ষণ, প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা কার্যক্রমের আইনগত ভিত্তি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২০ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসেবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না..."। কমিশন সকলের সহযোগিতায় দুর্নীতি প্রতিরোধের মাধ্যমে অনুপার্জিত আয় ভোগ করার এ অনৈতিক পথ রুদ্ধ করতে চায়। দুদক আইন, ২০০৪ এর ১৭ (চ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের বিষয়ে গবেষণা পরিকল্পনা তৈরি করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে করণীয় সম্পর্কে রাষ্ট্রপতির নিকট সুপারিশ পেশ করা"। আবার একই আইনের ১৭ (ছ) ধারায় বলা হয়েছে "দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্যে সততা ও নিষ্ঠাবোধ সৃষ্টি করা এবং গণসচেতনতা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করা"। ১৭(ট) ধারায় বলা হয়েছে, "দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় বিবেচিত অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।"

কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগের মাধ্যমে প্রতিরোধমূলক সকল কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। এ অনুবিভাগের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সততা স্টোর, সততা সংঘ, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনসহ জনসাধারণের অর্ন্তভুক্তিমূলক সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। কমিশন এ অনুবিভাগের মাধ্যমে মহানগর, জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থার গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা প্রণয়নপূর্বক তা পরিচালনা করছে। প্রতিটি কমিটি গঠনে এই গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুসরণ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উত্তম চর্চার বিকাশে কমিশন সততা স্টোর গঠন করেছে। এক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সততা স্টোর গঠনের নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হচ্ছে।

৫.২ দুর্নীতিবিরোধী অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসূচি

৫.২.১ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন

দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন ছাড়া দুর্নীতি প্রতিরোধ দুরূহ। বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, স্বাধীনতার মহান স্থপতি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সামাজিক আন্দোলনের ডাক দিয়েছিলেন। দুর্নীতি দমন কমিশন এ আন্দোলনে প্রভাবক হিসেবে কাজ করার লক্ষ্যে সুশীল সমাজ, গণমাধ্যম, এনজিও, সরকারি কর্মকর্তা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, শিক্ষার্থী-শিক্ষক, পেশাজীবীসহ সকলকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে একই প্ল্যাটফর্মে আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। সমাজে শুদ্ধাচার ও শুদ্ধাচারের বিকাশে সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হয়। কমিশন আশান্বিত, কারণ দেশের আপামর জনসাধারণ দুর্নীতি প্রতিরোধে কমিশনের কার্যক্রমকে অকুণ্ঠ সমর্থন দিচ্ছে। কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে, মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতন হয়েছেন এবং দুর্নীতিবাজদের মনে-প্রাণে ঘৃণা করছেন।

৫.২.২ দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি

দুর্নীতি প্রতিরোধের কর্মসূচি পরিপূর্ণ এবং নিখুঁতভাবে পরিপালনের লক্ষ্যে কমিশন দেশের সকল ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা ও মহানগরগুলোতে সমাজের আলোকিত মানুষদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করেছে এবং এ সকল কমিটির মাধ্যমে আচরণগত উৎকর্ষ তথা উত্তম চর্চার বিকাশে গণসচেতনতামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ২০১৬ সালে সংশোধিত মহানগর/জেলা/ উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সহযোগী সংস্থা গঠনতন্ত্র ও কার্যনির্দেশিকা অনুযায়ী অনধিক ১৩ সদস্যের সমন্বয়ে জেলা ও মহানগর দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং অনধিক ৯ সদস্যের সমন্বয়ে উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং ৭ সদস্যের সমন্বয়ে ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়, যেখানে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্য রাখা হয়েছে। কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে একজন সভাপতি, দুইজন সহ-সভাপতি এবং একজন সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হন। কমিটির সকল সদস্য কমিশন কর্তৃক মনোনীত হন এবং কমিশনের নিকট সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয়/সমন্বিত জেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে দায়বদ্ধ থাকেন। কমিটির জন্য নির্ধারিত এলাকায় বসবাসকারী পূর্ণবয়স্ক বাংলাদেশের নাগরিকগণই কেবল কমিটির সদস্য মনোনীত হওয়ার যোগ্য হন। বিদেশি কোনো নাগরিক, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কর্মচারী, কোনো রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য, আদালত কর্তৃক অপ্রকৃতস্থ বা দেউলিয়া ঘোষিত, ঋণখেলাপি, কোনো ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত অথবা আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যক্তিগণ কমিটির সদস্য হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হন না। মূলত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিগুলো স্বেচ্ছাব্রতী, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা ও সাবেক সরকারি কর্মকর্তাসহ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন সৎ ও সক্রিয় ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত। কমিশনের অর্থ ও হিসাব অধিশাখা কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুযায়ী দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের সকল প্রকার আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হয়। এ অধিশাখা কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ও ছকে আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করা হয়। কমিটির যে কোনো তিন সদস্যের সমন্বয়ে হিসাব-নিরীক্ষা উপ-কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটি নির্ধারিত সময়ে আয়-ব্যয়ের হিসাব সম্পর্কে কমিটির নিকট নিরীক্ষিত প্রতিবেদন পেশ করে থাকে। কমিশনের উপপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদের কর্মকর্তাগণ যে কোনো কমিটির হিসাব পরিদর্শন করতে পারেন। কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এ নীতিমালার আলোকেই দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

সারণি ৩৪: ২০২৩ সালের বিভাগভিত্তিক উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির (দুপ্রক) সংখ্যা

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	মহানগর দুপ্রক	জেলা দুপ্রক	উপজেলা দুপ্রক	মোট দুপ্রক
১	ঢাকা	০৮	১২	৭৭	৯৭
২	চট্টগ্রাম	০১	১০	৯৩	১০৪
৩	রাজশাহী	-	০৮	৬০	৬৮
৪	খুলনা	-	১০	৫০	৬০
৫	বরিশাল	-	০৬	৩৬	৪২
৬	সিলেট	-	০৪	৩৬	৪০
৭	রংপুর	-	০৮	৫০	৫৮
৮	ময়মনসিংহ	-	০৪	৩১	৩৫
	মোট	০৯	৬২	৪৩৩	৫০৪

সারনি ৩৫: ২০২৩ সালে মহানগর/জেলা ও উপজেলা দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহের বিভাগওয়ারী কার্যক্রম

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	আলোচনা সভা	বিতর্ক প্রতিযোগিতা	রচনা প্রতিযোগিতা	মানববন্ধন	র‍্যালি	সেমিনার	বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতা	অন্যান্য
১	ঢাকা	২২১	১৪৭	১৪	৩৮	৫১	০২	৪১০	৩১
২	চট্টগ্রাম	৯২	১৬৯	০১	-	০১	১৬	৬৮	-
৩	রাজশাহী	০৫	১৬৫	-	-	-	-	৭২	-
৪	খুলনা	১১৩	৪১	৩৩	২৩	১৬	১২	২৪	৪
৫	বরিশাল	৭৫	৪০	১৬	১৭	৩০	০১	২২	-
৬	সিলেট	১২	০১	০৩	-	-	-	০১	-
৭	রংপুর	২৩	০৪	০১	-	-	-	১৫	-
৮	ময়মনসিংহ	৯২	৩১	১০	৪৬	৪৬	-	৯৪	২১
মোট =		৬৩৩	৫৯৮	৭৮	১২৪	১৪৪	৩০	৭০৬	৫৬

৫.২.৩ 'সততা সংঘ' তরুণদের দুর্নীতিবিরোধী মঞ্চ

নতুন প্রজন্মই আগামীতে দেশের নেতৃত্ব দিবে। সৎ এবং নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন প্রজন্ম সৃষ্টি করা গেলেই দুর্নীতিসহ সকল প্রকার অনৈতিকতার লাগাম টেনে ধরা সহজ হবে। এ উদ্দেশ্যে কমিশন দেশের মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে সততা সংঘ গঠন করছে। সততা সংঘ হচ্ছে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নৈতিকতা, মূল্যবোধকে গ্রথিত করার মানসে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে গঠিত সংগঠন। তাদের নৈতিকতা ও সততা হতে হবে সমাজের কালোত্তীর্ণ নীতি ও প্রথার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য। দুর্নীতি দমন কমিশন "সততাই সর্বোত্তম নীতি" এ আদর্শে তরুণ প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করতে চায়। কারণ দুর্নীতি আমাদের সততা ও নৈতিক মূল্যবোধের অতীত ঐতিহ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করছে। টেকসই উন্নয়নের সবকিছুই ভবিষ্যৎ নিয়ে আবর্তিত। সঙ্গত কারণে নতুন প্রজন্ম এর কেন্দ্রবিন্দু। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা, নিষ্ঠাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা সৃষ্টি করা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যক্রমে শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে স্ব স্ব কর্ম এলাকায় স্থানীয় প্রশাসনের সার্বিক

তত্ত্বাবধানে দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংগঠন হিসেবে 'সততা সংঘ' গড়ে তুলেছে কমিশন। সততা সংঘের গঠনতন্ত্র ও কার্য নির্দেশিকা-২০১৫ অনুসারে 'সততা সংঘ' এর সদস্যরা হবে সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবী, সকল প্রকার রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাবমুক্ত এবং আইনের বিধানাবলির সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ অথবা আইন শৃঙ্খলা পরিপন্থি কোন কার্যক্রমে জড়িত হবে না। প্রতিটি সততা সংঘে একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১১ (এগার) জন শিক্ষার্থীর সমন্বয়ে কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ৩ (তিন) থেকে ৫ (পাঁচ) জন শিক্ষকের সমন্বয়ে পরামর্শক কাউন্সিল (Advisory Council) গঠন করা হয়। ঐ প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থী সততা সংঘের সাধারণ সদস্য। পরামর্শক কাউন্সিলের সাথে পরামর্শক্রমে মহানগর/জেলা/উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি আগ্রহী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে প্রতিটি 'সততা সংঘের' কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য, সভাপতি ও সম্পাদক মনোনীত করেন। কমিশন সততা সংঘের সদস্যদের নিয়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির তত্ত্বাবধানে উপজেলা, জেলা ও শহরগুলোতে মানববন্ধন, পদযাত্রা, সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা, নাটক, বিতর্ক, কার্টুন ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বহুমুখী কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। কমিশন সততা সংঘের সদস্যদের মাঝে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত শিক্ষা উপকরণ যেমন-খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি প্রদান করে আসছে।

সারণি ৩৬: ২০২৩ সালের বিভাগভিত্তিক সততা সংঘের পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	সততা সংঘের সংখ্যা
১	ঢাকা	৩,২৬৯
২	চট্টগ্রাম	৪,৫৮৮
৩	রাজশাহী	৩,২৮৫
৪	খুলনা	৪,১৭৯
৫	বরিশাল	২,৩৫৯
৬	সিলেট	১,২৬৩
৭	রংপুর	৪,১৭৩
৮	ময়মনসিংহ	২,৪২৬
	মোট	২৫,৫৪২

৫.২.৪ প্রাত্যহিক জীবনে উত্তম চর্চার বিকাশে "সততা স্টোর"

তরুণ প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মধ্যে সততার ব্যবহারিক চর্চার বিকাশ ঘটানোর নিমিত্ত কমিশন ২০১৬ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় সততা স্টোর গঠনের উদ্যোগ নেয়। সততা স্টোর হলো বিক্রেতাবিহীন দোকান । এসব দোকানে বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের পাশাপাশি রয়েছে বিস্কুট, চিপস, চকোলেট ইত্যাদি। প্রতিটি সততা স্টোরে পণ্যের মূল্য তালিকা, পণ্যমূল্য পরিশোধের জন্য ক্যাশ বাক্স ইত্যাদি রয়েছে, নেই শুধু বিক্রেতা। শিক্ষার্থীরা তাদের প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে নিজেরাই ক্যাশ বাক্সে পণ্যের মূল্য পরিশোধ করছে। কমিশনের কাছে এখন পর্যন্ত এ সকল স্টোর পরিচালনার ক্ষেত্রে অনৈতিকতার কোনো অভিযোগ আসেনি। শিক্ষার্থীদের স্বচ্ছতা এবং সততা কমিশনকে আশান্বিত করছে। কমিশনের উদ্যোগ ছাড়াও কোনো কোনো স্কুল কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাগণ স্বপ্রণোদিত হয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সততা স্টোর স্থাপন করছেন। কমিশন বিশ্বাস করে, সততা ও নৈতিকতা প্রাত্যহিক জীবনে নিবিড় চর্চার বিষয়। পরিশুদ্ধ সমাজ নির্মাণে সততা চর্চার কোনো বিকল্প নেই। তরুণরা অনুকরণপ্রিয় হয়। তাদের মননে একবার কোনটি সঠিক কিংবা ভুল তা নির্ধারিত হলে, সঠিক অবস্থান নিতে তারা ভুল করবে না।

সারণি ৩৭: বিভাগভিত্তিক সততা স্টোরের পরিসংখ্যান

ক্রঃ নং	বিভাগের নাম	সততা স্টোরের সংখ্যা
১	ঢাকা	১,০৭৬
২	চট্টগ্রাম	১,৫৭৬
৩	রাজশাহী	৮৫৫
৪	খুলনা	১,৪৬২
৫	বরিশাল	৪৮০
৬	সিলেট	৩৭৪
৭	রংপুর	৬৮১
৮	ময়মনসিংহ	১৯৬
	মোট	৬,৭০০

৫.২.৫ কমিশন কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রতিরোধ কার্যক্রম

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ সাংবাৎসরিক ভিত্তিতে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা বিকাশে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রমে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি, সততা সংঘ ও স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা হয়।

সাধারণত মহানগর, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি এবং এসব কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে গঠিত সততা সংঘের সদস্যদের মাধ্যমে দুর্নীতিবিরোধী র‍্যালি, মানববন্ধন, পদযাত্রা, সভা-সেমিনার, কর্মশালা, তথ্যচিত্র, কার্টুন প্রদর্শনী, বিতর্ক ও রচনা প্রতিযোগিতাসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটিসমূহ স্থানীয় নাগরিক সমাজ, সততা সংঘ, পেশাজীবী সংগঠন, এনজিও এবং বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে যেসব দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধন, শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা আয়োজন করে সেসব কর্মসূচিতে বিভিন্ন পেশার সচেতন মানুষ অংশ নিয়ে চলমান দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে থাকেন। দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনকে কমিশন সর্বদা স্বাগত জানায়। দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের কার্যক্রম স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী (২১ নভেম্বর), বিজয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস এবং ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস পালনে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি ও সততা সংঘের সদস্যগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ ধরনের প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে কমিশনের চেয়ারম্যান, কমিশনার এবং সকল পর্যায়ের কর্মচারী অংশগ্রহণ করেন। উত্তম চর্চার বিকাশে ২০২৩ সালে "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো, দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায়-অবিচার রুখবো", "আইন মেনে চলবো, নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতি বিদায় দিন", "মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", "গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না" ইত্যাদি সুবচন সংবলিত প্রায় ১৫,৯৪৪টি খাতা, ১৪,৯২০টি স্কেল, ১৫,৪১৮টি জ্যামিতি বক্স, ৫,১৪৬টি ছাতা, ১৬,৪৩৩টি স্কুল ব্যাগ, ৯,৫৯৩টি কলমদানি, ১,৭০,৩০০টি পোস্টার, ৮,৯১৫টি টিফিন বক্স, ৮,৯৩৬টি পানির পট, ৩,৩৩০টি হ্যান্ডপার্স এবং ৬৯০টি ডাস্টবিন দেশব্যাপী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীর মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।

সারণি ৩৮: ২০২৩ সালে উত্তম চর্চার বিকাশে শিক্ষার্থীদের মাঝে শিক্ষা উপকরণসহ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণের পরিসংখ্যান

ক্রমিক নম্বর	উপকরণের নাম	উপকরণের সংখ্যা
১	খাতা	১৫,৯৪৪
২	স্কেল	১৪,৯২০
৩	জ্যামিতি বক্স	১৫,৪১৮
৪	ছাতা	৫,১৪৬
৫	পোস্টার	১,৭০,৩০০
৬	লিফলেট	১,৭০০
৭	স্কুলব্যাগ ও অন্যান্য	১৬,৪৩৩
৮	কলমদানি	৯,৫৯৩
৯	টিফিন বক্স	৮,৯১৫
১০	পানির পট	৮,৯৩৬
১১	হ্যান্ডপার্স	৩,৩৩০
১২	ডাস্টবিন	৬৯০

৫.৩ প্রচারমূলক কার্যক্রম

নৈতিকতার উন্নয়ন ও উত্তম চর্চার বিকাশে সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগানোর মানসে কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ দুর্নীতিবিরোধী তথ্যের প্রচার ও প্রকাশ অব্যাহত রেখেছে।

ক্ষুদেবার্তা: প্রতিরোধ অনুবিভাগের উদ্যোগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) সহায়তায় মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের দুর্নীতিবিরোধী ক্ষুদেবার্তা পাঠানো হয়।

পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ: দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন সুবচন সংবলিত পোস্টার ও লিফলেট বিতরণ করা হয়।

উত্তম চর্চার বিকাশে সুবচন: "খারাপ কাজ করবো না, খারাপ কাজ সইবো না", "ভালো কাজ করবো, দেশকে সবাই গড়বো", "দেশকে নিয়ে ভাববো, নীতির পথে চলবো", "সত্য কথা বলবো, অন্যায় অবিচার রুখবো", আইন মেনে চলবো, নিরাপদে থাকবো", "দেশপ্রেমের শপথ নিন, দুর্নীতিকে বিদায় দিন", "মিথ্যাবাদীকে কেহ বিশ্বাস করে না", "গুরুজনের সহিত উপহাস করিও না" ইত্যাদি সুবচন সংবলিত খাতা, স্কেল, জ্যামিতি বক্স, টেবিল ঘড়ি এবং ছাতা দেশব্যাপী ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম ও ১০ম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।

তথ্যচিত্র প্রচার: দেশে দুর্নীতিবিরোধী গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে "শান্তি", "সত্যের জয়", "ভালো থাকবো ভালো রাখবো", "ভুল","সততার জয়" নামক স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্রসহ একাধিক টিভিসি বিভিন্ন বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল এবং বাংলাদেশ টেলিভিশনে সম্প্রচার করা হয়েছে। একইভাবে জেলা তথ্য অফিসের মাধ্যমে সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডসহ প্রতিটি জেলা ও উপজেলা সদরে জনসমাগম হয় এমন এলাকায় এ তথ্যচিত্রসমূহ নিয়মিত প্রচার করা হয়।

দুর্নীতি দমন কমিশনের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা দুদক বার্তা: ত্রৈমাসিক প্রকাশনা "দুদক বার্তা" প্রকাশনার মাধ্যমে কমিশনের সকল প্রকার কার্যক্রম, যেমন-মামলা দায়ের, চার্জশিট দাখিল, বিচারিক আদালতে মামলার রায়, দুর্নীতি প্রতিরোধে এনফোর্সমেন্ট অভিযান, দুদক সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি-বিধান ও গণশুনানিসহ কমিশনের পূর্ববর্তী মাসের কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। কমিশনের কার্যক্রম জনগণকে অবহিত করার জন্য কমিশনের নিজস্ব উদ্যোগে বিনামূল্যে "দুদক বার্তা" সাধারণ মানুষের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়।

৫.৩.১ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন

দুর্নীতিবিরোধী কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে ২০০৩ সালে জাতিসংঘ ৯ ডিসেম্বরকে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। বাংলাদেশ ২০০৭ সালে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরের পর থেকেই দুর্নীতি দমন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে এই দিবসটি পালন করে আসছে। সরকার ২০১৭ সালে এই দিবসটি জাতীয়ভাবে পালনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালন সংক্রান্ত পরিপত্রে 'খ' শ্রেণিভুক্ত দিবস হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে। "উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তার লক্ষ্যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমরা ঐক্যবদ্ধ" প্রতিপাদ্য সামনে রেখে প্রতি বছরের ন্যায় কমিশন এবছরও জাতীয়ভাবে দেশব্যাপী আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপন করেছে। এ উপলক্ষ্যে ৯ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে সকাল ৮টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন ও পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। দিবসটি উপলক্ষ্যে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় নাট্যশালা অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের মাননীয় প্রধান বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর গুরুত্বপূর্ণ সড়কদ্বীপসমূহে দুর্নীতিবিরোধী প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন শোভা পায়। রাজধানী ঢাকার মতো দেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলা এবং বিভাগীয় পর্যায়ে উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্নীতিবিরোধী দিবস উদযাপিত হয়।

৫.৩.২ দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড

কমিশন গণমাধ্যমে দুর্নীতি সংক্রান্ত অনুসন্ধানী ও দুর্নীতি প্রতিরোধে সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে "দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড" প্রবর্তন করেছে। প্রতিবছর দু'টি ক্যাটাগরিতে মোট ছয়জন সাংবাদিককে পুরস্কৃত করা হয়। দেশের খ্যাতিমান সাংবাদিকবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত জুরি বোর্ডের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন এ পুরস্কার প্রদান করে থাকে।

৫.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অংশীদারত্ব

কমিশন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অংশীদারত্ব ও অন্তর্ভুক্তিমূলক অভিগমনে বিশ্বাসী। বাংলাদেশ জাতিসংঘ ঘোষিত দুর্নীতিবিরোধী সনদে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র। কমিশন দুর্নীতি প্রতিরোধে United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) -এর ৪৮ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসরণ করে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে অংশীদারত্বমূলক সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এর ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ভুটানের Anti-Corruption Commission, রাশিয়ার The Investigative Committee of the Russian Federation (ICRF), ২০১৯ সালে ভারতের Central Bureau of Investigation (CBI) -এর সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে দুদক। বর্তমানে ভারতের Central Bureau of Investigation (CBI) -এর সাথে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকটি দ্বিতীয় মেয়াদে চলমান। এ সমঝোতা স্মারকে দুর্নীতির প্রাথমিক অনুসন্ধান, সনাক্তকরণ, প্রমাণিকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধসহ অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চা, দুর্নীতি প্রতিরোধে শিক্ষা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন বিষয় পারস্পরিক সহযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কমিশন উত্তম চর্চার বিকাশে ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, মালয়েশিয়াসহ প্রায় ২২টি দেশের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

ইতোপূর্বে, দুর্নীতি দমন কমিশনের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে এমন প্রতিষ্ঠান যেমন- ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ, অক্সফাম, বাংলাদেশ স্কাউটস, বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশন, বিএনসিসি ও কাইটস্ বাংলাদেশ যৌথভাবে সারাদেশে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা সৃষ্টিতে দুর্নীতিবিরোধী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) 'দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত' কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, দুর্নীতিবিরোধী মানববন্ধনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) এর সাথে দুর্নীতি প্রতিরোধ কাজে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য সমঝোতা স্মারক নবায়ন করা হয়। এছাড়া, মানবাধিকার কমিশন, র‍্যাব, বিটিভি, মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নির্বাচন কমিশন, তথ্য কমিশন, পাসপোর্ট অধিদপ্তর প্রভৃতি সংস্থার সাথে দুর্নীতি দমন কমিশনের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। কমিশন প্রতিবেদনাধীন সময়ে অন্যান্য অংশীজনের সাথে উত্তম চর্চা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় অব্যাহত রেখেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন বিতর্ক প্রতিযোগিতা, কার্টুন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, কর্মশালা, মতবিনিময় সভা, আলোচনা সভা, পথসভা, মানববন্ধন, পদযাত্রা ও দুর্নীতিবিরোধী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে বাংলাদেশ স্কাউটস ও বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরাও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। এছাড়া, প্রতি বছর ৯ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ সপ্তাহের বিভিন্ন কর্মসূচিতে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কমিশনকে অনুপ্রাণিত করছে।

জাতিসংঘের United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) দুর্নীতি নির্মূলের জন্য ফৌজদারি আইনে ব্যবস্থা গ্রহণ, আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র উন্মোচনসহ দুর্নীতি যাতে না ঘটতে পারে সেজন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। উক্ত কনভেনশনে প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের জন্য একটি সমন্বিত দুর্নীতিবিরোধী নীতি প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়েছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতিটি পরিসরে দুর্নীতি প্রতিরোধ এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২০১২ সালে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন করে সরকার। উক্ত শুদ্ধাচার কৌশলে উল্লিখিত ১০টি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম দুর্নীতি দমন কমিশন। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে দুর্নীতির বিরুদ্ধে অব্যাহতভাবে লড়াই এবং শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে প্রতিরোধ অনুবিভাগের NIS এবং UNCAC Focal Point অধিশাখার মাধ্যমে দুর্নীতি দমন কমিশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, রিপোর্টিং এবং সমন্বয়ের কাজ সম্পাদিত হয়। দুর্নীতি প্রতিরোধে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুসারে দুর্নীতি দমন কমিশন বিভিন্ন অংশীজনের সাথে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে। প্রতিরোধ অনুবিভাগের মহাপরিচালক পদাধিকারবলে দুর্নীতি দমন কমিশনের শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

ষষ্ঠ অধ্যায়

গণশুনানি

৬.১ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গনশুনানি

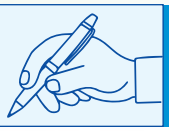

৬.১ দুর্নীতিমুক্ত ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে গণশুনানি

৬.১.১ ভূমিকা

স্থানীয় পর্যায়ে সরকারি সেবা এবং সরকারের কল্যাণমূলক কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার একটি অন্যতম কৌশল হচ্ছে গণশুনানি। গণশুনানি সরকারি সেবাপ্রত্যাশী জনগণ এবং সেবা প্রদানে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রজাতন্ত্রের কর্মচারীদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ এবং দায়বদ্ধতা সৃষ্টির অভিনব কৌশল। কমিশনের গণশুনানি অনেকটা ত্রিপক্ষীয় বৈঠক। এখানে অভিযোগকারী সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ, সেবা প্রদানকারী সরকারি কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থাকেন। সকলের উপস্থিতিতে শুনানি শেষে তাৎক্ষণিকভাবে অধিকাংশ অভিযোগ/সমস্যার সমাধান করা হয়। যেসব সমস্যার সমাধান তাৎক্ষণিকভাবে সম্ভব হয় না, সেসব সমস্যা ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হয়। দেশের তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত গণশুনানি পরিচালনা করছে দুর্নীতি দমন কমিশন। ফলে তৃণমূলের সাধারণ মানুষ তাদের অভিযোগ জানাতে পারছে।

গণশুনানিতে সাধারণ সেবাগ্রহীতাদের বক্তব্য এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সরকারি পরিষেবা প্রাপ্তিতে হয়রানির মূলে রয়েছে নাগরিকদের অসচেতনতা এবং কর্মকর্তাদের অদক্ষতা, অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা; কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং সরকারি সেবা প্রদানে নির্ধারিত সময়সীমা অনুসরণ না করা। গণশুনানির মাধ্যমে দুর্নীতির উৎস চিহ্নিতকরণ, দুর্নীতি প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সম্ভাব্য করণীয় সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা, সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ফলোআপ গণশুনানি পরিচালনা সাধারণ মানুষকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করে তোলে, যা কমিশনের দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করে।

২০১৪ সালে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা থেকে গণশুনানির যাত্রা শুরু হয়। কমিশন এ পর্যন্ত মোট ১৬১টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। কমিশন ২০২৩ সালে দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৩টি গণশুনানি পরিচালনা করেছে। গণশুনানিতে জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ এবং সমর্থন কমিশনকে গণশুনানি পরিচালনায় উৎসাহিত করে। বর্তমানে কমিশনের নিজস্ব অর্থায়নে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। তবে এক্ষেত্রে বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কারিগরি সহায়তা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

৬.১.২ গণশুনানির উদ্দেশ্য

- সেবাপ্রত্যাশী নাগরিকের অভিযোগ সরাসরি শ্রবণের মাধ্যমে সেগুলো সেবাপ্রদানকারী দপ্তর কর্তৃক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা;
- নাগরিক সনদের (Citizen Charter) ভিত্তিতে নাগরিকদেরকে প্রদেয় সেবার মান উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় প্রশাসন ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা;
- সরকারি দপ্তরসমূহের কর্মকাণ্ডে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা;
- নাগরিক অধিকার সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করা এবং সেবাদানকারীগণকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা;
- সেবাপ্রত্যাশী নাগরিক এবং সেবাপ্রদানকারী কর্মকর্তাদের মাঝে সংবেদনশীলতা বৃদ্ধি করা;
- অনিয়ম, দুর্নীতি এবং দীর্ঘসূত্রিতার উৎস চিহ্নিত করা এবং সেগুলো প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
- ক্ষেত্রবিশেষে প্রশাসনিক এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ।

৬.১.৩ গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব হলো নাগরিকের জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থা করা। দ্বিতীয়ত, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ (UNCAC)-এর ১৩ অনুচ্ছেদে দুর্নীতি প্রতিরোধে সমাজের (সুশীল সমাজ, এনজিও, গণমাধ্যম ইত্যাদি) অংশগ্রহণ এবং তথ্য প্রাপ্তি ও রিপোর্টিং-এর ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তৃতীয়ত, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২ -এ নাগরিকদেরকে দুর্নীতিমুক্ত সেবাপ্রদানের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে। চতুর্থত, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সুশাসনের বিষয়টি উল্লেখ রয়েছে, যা গণশুনানি ও অন্যান্য সামাজিক দায়বদ্ধতার পদ্ধতিসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেগবান করা সম্ভব। পঞ্চমত, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০-এর অভীষ্ট ১৬-এ টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান নির্মাণের কথা বলা হয়েছে, যা বাস্তবায়নে গণশুনানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

বিশ্বব্যাংকের বিশ্ব উন্নয়ন প্রতিবেদন ২০০৪ এ বর্ণিত সামাজিক দায়বদ্ধতা কাঠামো গণশুনানির তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। এ কাঠামো অনুযায়ী সেবা প্রদানের দীর্ঘ পথ-পরিক্রমার জন্য প্রয়োজন (১) নীতিনির্ধারকদের সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নাগরিকের শক্তিশালী কণ্ঠস্বর (Voice), (২) নাগরিকগণ কর্তৃক সেবাপ্রদানকারীদের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ (Citizen Power) এবং নাগরিকদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিনির্ধারক কর্তৃক সেবা প্রদানকারীদের জন্য প্রণোদনা কাঠামো প্রবর্তন। গণশুনানির মাধ্যমে সেবা প্রদানকারীকে নাগরিকের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়বদ্ধ করার বিষয়টির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে।

৬.১.৪ গণশুনানির আইনগত কাঠামো

- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২০(২) "রাষ্ট্র এমন অবস্থা সৃষ্টির চেষ্টা করিবেন, যেখানে সাধারণ নীতি হিসাবে কোন ব্যক্তি অনুপার্জিত আয় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন না..."।
- সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২১ (২) "সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য"।
- সরকার অনুমোদিত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, ২০১২।
- দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ -এর সংশ্লিষ্ট ধারাসমূহ।
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ১ জুন ২০১৪ ও ৫ জুন ২০১৪ তারিখে জারিকৃত অফিস স্মারকদ্বয়ে সরকারি দপ্তরে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও গণসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারি সকল দপ্তর কর্তৃক গণশুনানি আয়োজনের বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ ।
- তথ্য প্রদানকারী সুরক্ষা আইন, ২০১২।

৬.১.৫ গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭(১) অনুচ্ছেদ অনুসারে, প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। তাই সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম, দুর্নীতি ও দীর্ঘসূত্রিতা দূর করা অতীব জরুরি। সরকারি সেবা প্রাপ্তিতে হয়রানি, অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কমিশন গণশুনানিকে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। প্রতিটি গণশুনানিতে কমিশনের চেয়ারম্যান অথবা কমিশনার উপস্থিত থেকে গণশুনানি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সমস্যা সমাধানে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। ২০১৬ সালে দুদক গণশুনানি পরিচালনার জন্য নীতিমালা প্রণয়ন করে। বর্তমানে এ নীতিমালার ভিত্তিতেই গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিটি গণশুনানি স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, সরকারি সেবাগ্রহীতা নাগরিকগণ সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, মিডিয়া ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, আইনজীবী, এনজিও এবং অন্যান্য আগ্রহী ব্যক্তিবর্গসহ সবার জন্য উন্মুক্ত থাকে। স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্য, মেয়র, উপজেলা চেয়ারম্যান, পৌর কমিশনার, ওয়ার্ড কমিশনারগণ সম্মানিত জনপ্রতিনিধিবৃন্দের জন্য গণশুনানি উন্মুক্ত থাকে। প্রয়োজনীয়

ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশনের জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তা উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে পত্রযোগে ও টেলিফোনে উপস্থিতির আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। এক্ষেত্রে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সাথে পরামর্শ করে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়।

৬.১.৬ অনুষ্ঠিত গণশুনানির পরিসংখ্যান

২০২৩ সালে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে সেবা প্রদান সংক্রান্ত ১৩টি গণশুনানি আয়োজন করেছে কমিশন। এসব গণশুনানির মাধ্যমে কমিশন তৃণমূল পর্যায়ের নাগরিকদের নিকট থেকে ৬৭৭টি অভিযোগ পায়। এর মধ্যে ৪২৭ টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ গণশুনানির মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগের শতকরা ৬৩ ভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

বিগত চার বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান দেওয়া হলো

সারণি ৩৯: ২০২০, ২০২১, ২০২২ ও ২০২৩ সালে অনুষ্ঠিত গণশুনানির পরিসংখ্যান

বছর	গণশুনানি/ফলোআপ গণশুনানির সংখ্যা
২০২০	০৫
২০২১	০১
২০২২	০৩
২০২৩	১৩

৬.১.৭ গণশুনানির ফলাফল

জনগণকে সেবা প্রদান করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের সাংবিধানিক দায়িত্ব। দুর্নীতি দমন কমিশন প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের এ দায়িত্ব পালনের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করা এবং প্রতিটি সরকারি দপ্তরকে স্থানীয়ভাবে জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্যে গণশুনানি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিয়মিত গণশুনানি ও ফলোআপ গণশুনানির মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান হচ্ছে। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া গেলে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা গণশুনানিতে উদঘাটিত হলে তা অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা এবং প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। দুর্নীতির উৎস এবং প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যাচ্ছে এবং তার আলোকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট সুপারিশ পেশ করা হচ্ছে। অনিয়ম, হয়রানি ও সেবা প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতা দূরীকরণে গণশুনানি কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

সপ্তম অধ্যায়

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা
৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ
৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৭.১ ভূমিকা

দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ এবং উত্তম চর্চার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন অব্যাহতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ লক্ষ্য পুরণের জন্য প্রয়োজন দক্ষ মানবসম্পদ। দক্ষ মানবসম্পদ গঠনে প্রয়োজন প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণই একমাত্র উপায় যার মাধ্যমে যে কোন ব্যাক্তির জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব। দুর্নীতি দমন কমিশনের সকল কর্মচারীকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০১৯ সালের প্রারম্ভে স্বতন্ত্র প্রশিক্ষণ অনুবিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ মানবসম্পদ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দেশে ও বিদেশে বছরব্যাপী বিভিন্ন ধরনের সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। পাশাপাশি কমিশনের বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি পর্যালোচনার মাধ্যমে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, উত্তম চর্চার বিকাশ এবং সচেতনতামূলক প্রচারের ব্যবস্থা করে থাকে।

প্রশিক্ষণ কর্মচারীদের মধ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়, পারস্পরিক আলোচনা ও হাতে-কলমে শিখনের সুযোগ করে দেয়। ফলে কর্মদক্ষতা ও প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধির মাধ্যমে দক্ষ কর্মী তৈরি হয়, অর্জিত হয় পেশাদারিত্ব। ইতোমধ্যে দেশের প্রসিদ্ধ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কমিশনের নিজস্ব একটি আধুনিকমানের স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশিক্ষণ একাডেমি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যেখানে বিভিন্ন দেশের প্রশিক্ষণার্থীরা শিক্ষা ও গবেষণার কাজে অংশ নিতে পারবে।

প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতার কারণে দুর্নীতির ধরণ পাল্টে যাচ্ছে; দুর্নীতির মাধ্যমে লব্ধ আয় পাচার হচ্ছে বিভিন্ন দেশে; চালু হয়েছে বিট কয়েনের মতো ডিজিটাল মুদ্রা। দুর্নীতি এখন ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে বহুদুর বিস্তৃত। এ দুর্নীতিকে দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান ও তদন্ত করে আইনি কাঠামোর মাধ্যমে আদালতে উপস্থাপনপূর্বক নির্ভুল ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করা এখন দুদক কর্মকর্তাদের মূল লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠানের রকম ও ধরণ, উপায় ও পদ্ধতি সন্নিবেশ করার কাজ করছে। এজন্য মৌলিক অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণের বাইরেও দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মকর্তাদের জন্য ব্যাংকিং, ফাইন্যান্স, অডিটিং, স্টক মার্কেট, গোয়েন্দা, সাইবার ক্রাইম, ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স, প্রকিউরমেন্ট ইত্যাদি বহুমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

৭.২ অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

২০২৩ সালে দুর্নীতি দমন কমিশনের কর্মচারীগণ দুদক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

সারণি ৪০: ২০২৩ সালে দুদক আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা
১	নবনিয়োগকৃত কনস্টেবলদের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	০২-০৫ জানুয়ারি ২০২৩	১০৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২	মানিলন্ডারিং তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	৩১ জানুয়ারি-০২ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
৩	মানিলন্ডারিং তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	০৭-০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
৪	মানিলন্ডারিং তদন্ত পদ্ধতি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪-১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩	২৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
৫	অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ দায়িত্বপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৩ মার্চ ২০২৩	৩২ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৬	অভিযোগ কেন্দ্র-১০৬ এ দায়িত্বপালন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৪ মার্চ ২০২৩	৩৫ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৭	শুদ্ধাচার ও সুশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৫ মার্চ ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন

ক্র. নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা
৮	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৩ মার্চ ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
৯	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৮-৩০ মার্চ ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১০	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৪-০৬ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১১	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১-১৩ এপ্রিল ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১২	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭-০৯ মে ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১৩	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০- ১৪ মে ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১৪	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৬-১৮ মে ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১৫	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২১-২৩ মে ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১৬	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৪-২৮ মে ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১৭	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩০ মে-০১ জুন ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
১৮	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৬-০৮ জুন ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
১৯	দাপ্তরিক কার্যপদ্ধতি ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১১-১৩ জুন ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২০	শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৪ জুন ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২১	শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩	২৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
২২	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১২-১৬ নভেম্বর ২০২৩	৩০ জন	দুদক শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৩	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৯-২৩ নভেম্বর ২০২৩	৩০ জন	দুদক শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৪	Functional, Operational, Maintenance সংক্রান্ত User Level প্রশিক্ষণ	২০-২২ নভেম্বর ২০২৩	২৬ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৫	Functional, Operational, Maintenance সংক্রান্ত User Level প্রশিক্ষণ	২৩ নভেম্বর ২০২৩	১৪ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৬	Functional, Operational, Maintenance সংক্রান্ত User Level প্রশিক্ষণ	২৬ নভেম্বর ২০২৩	১৫ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৭	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬-৩০ নভেম্বর ২০২৩	৩০ জন	দুদক শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৮	Functional, Operational, Maintenance সংক্রান্ত User Level প্রশিক্ষণ	২৭ নভেম্বর ২০২৩	১৭ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
২৯	নবনিয়োগপ্রাপ্ত কোর্ট পরিদর্শকগণের ওরিয়েন্টেশন কোর্স	০৩-০৭ ডিসেম্বর ২০২৩	০৯ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩০	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১০-১৪ ডিসেম্বর ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
৩১	অনুসন্ধান ও তদন্ত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭-২১ ডিসেম্বর ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন শক্তিশালী করণ প্রকল্প
৩২	শুদ্ধাচার ও সুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২৬ ডিসেম্বর ২০২৩	৩০ জন	দুর্নীতি দমন কমিশন

সারণি ৪১: ২০২৩ সালে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আয়োজিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা

ক্র.নং	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	আয়োজন	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১.	Osint System ব্যবহার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	০৭-০৯ মে ২০২৩	০২ জন	ন্যাশনাল টেলিকমিউনিকেশন মনিটরিং সেন্টার-এনটিএমসি	এনটিএমসি
২.	Countering Trade -Based Money Laundering Masterclass	০৮-০৯ মে ২০২৩	০৬ জন	বাংলাদেশ ব্যাংক	বাংলাদেশ ব্যাংক
৩.	ব্যাংকিং কার্যক্রম সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ	১৮-২২ জুন ২০২৩	২৫ জন	সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ	সোনালী ব্যাংক স্টাফ কলেজ
৪.	মামলার কার্যক্রম, সাক্ষ্য-স্মারক দাখিল, প্রসিকিউশন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ	০৩-০৭ জুন ২০২৩	৩৫ জন	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট
৫.	নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালকদের ৩য় ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	১৬ জুলাই- ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩	১৮ জন	বিয়াম ফাউন্ডেশন, ঢাকা	দুর্নীতি দমন কমিশন
৬.	নবনিয়োগপ্রাপ্ত উপ সহকারী পরিচালকদের ২য় ব্যাচের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ	৩০ জুলাই-২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৩	৬৮ জন	আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষন কেন্দ্র, ঢাকা	দুর্নীতি দমন কমিশন
৭.	এনআইএস সংক্রান্ত কর্মশালা	০৫-০৯ নভেম্বর ২০২৩	০৬ জন	US Embassy	দুর্নীতি দমন কমিশন
৮.	আয়কর আইন ও বিধানাবলী	০৫-০৯ নভেম্বর ২০২৩	৪০ জন	বিসিএস (কর) একাডেমী	দুর্নীতি দমন কমিশন

৭.৩ বৈদেশিক প্রশিক্ষণ

গত দেড় দশকে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন ইস্যুতে ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে। পাশাপাশি দুর্নীতির মতো অপরাধের বিষয়টিও রয়েছে। অনেক দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি এদেশ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অবৈধ অর্থ বিদেশে পাচার করেছে। কমিশনের মামলার অনেক আসামি দেশ থেকে পালিয়েছে। এসব অপরাধীকে দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের ব্যবস্থা করার জন্য ইন্টারপোলের সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি অন্যান্য আন্তর্জাতিক যেসব আইনি সহযোগিতার কৌশল রয়েছে, সেগুলো ব্যবহারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। অর্থাৎ দুর্নীতি যেমন বৈশ্বিক সমস্যায় পরিণত হয়েছে তেমনি এর তদন্ত প্রক্রিয়াও বৈশ্বিক তদন্তের অংশ হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। তাই কমিশন মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় দেশি-বিদেশি প্রশিক্ষণের ওপর অধিক গুরুত্বারোপ করেছে। এ প্রেক্ষাপটে কমিশন দুর্নীতি দমন, নিয়ন্ত্রণ, প্রতিরোধ ও উত্তম চর্চার বিকাশে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সভা, সেমিনার, কনফারেন্স ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করছে। এসব সভা-সেমিনারে কমিশন আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় অর্থ পাচারকারী ও পলাতকদের দেশে ফিরিয়ে এনে বিচারের মুখোমুখি করার ক্ষেত্রে দৃঢ়ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সারণি ৪২: ২০২৩ সালের অঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা

ক্র:	প্রশিক্ষণের নাম	সময়কাল	প্রশিক্ষণার্থী/ অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নাম	অর্থায়নকারী প্রতিষ্ঠান/সংস্থা
১	অডিও ভিজুয়্যাল ফরেনসিক	১৪-২৩ মার্চ ২০২৩	০৩	ইতালি	দুদক শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের অর্থায়নে
২	জি-২০ এর দুর্নীতি বিরোধী ওয়ার্কিং গ্রুপের ২য় মিটিং	২৪-২৮ মে ২০২৩	০১	জি-২০ (ভারতে অনুষ্ঠিত)	দুর্নীতি দমন কমিশন
৩	Safeguarding Sport from Corruption for Governments and Sports organizations of South Asia শীর্ষক কর্মশালা	২০-২১ জুন ২০২৩	০১	UNODC (অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত)	দুর্নীতি দমন কমিশন
৪	Participation in the webinar on corruption without borders. How to Cooperate to tackle it?	১৩ জুলাই ২০২৩	২০	IACA	অনলাইন প্রশিক্ষণ
৫	Participation in the Webinar on Corruption Without borders. How to Cooperate to tackle it?	১৭ জুলাই ২০২৩	০২	ACRC	অনলাইন প্রশিক্ষণ
৬	জি-২০ দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত মিনিস্টারিয়াল মিটিং	১২ আগস্ট ২০২৩	০১	জি-২০ (ভারতে অনুষ্ঠিত)	দুর্নীতি দমন কমিশন
৭	ACRC Training Course for International Anti-Corruption Practitioners	০৪-০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩	০২	ACRC (দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত)	দুর্নীতি দমন কমিশন
৮	International Anti-Corruption Practitioners দের ট্রেনিং কোর্স	০৪-০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩	২০	IAACA	অনলাইন প্রশিক্ষণ
৯	১২তম Assembly of the Parties (AoP)	০৯ নভেম্বর ২০২৩	০১	IACA (অস্ট্রিয়ায় অনুষ্ঠিত)	দুর্নীতি দমন কমিশন
১০	Regional Conference on Corruption as a Facilitator of Trafficking in Persons and Smuggling of Migrants	২১-২২ নভেম্বর ২০২৩	০১	UNODC (থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠিত)	UNODC
১১	Conference of the States Parties to the UN Convention against Corruption (UNCAC)	১১-১৫ ডিসেম্বর ২০২৩	০৩	UNCAC (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত)	দুর্নীতি দমন কমিশন

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

দুর্নীতি দমন কমিশন

দু দ ক

অষ্টম অধ্যায়

ভবিষ্যৎ অগ্রযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

৮.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি
৮.২ কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত
৮.৩ কার্যকর প্রসিকিউশন
৮.৪ কার্যকর প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম
৮.৫ কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা

ভবিষ্যৎ অভিযাত্রায় কমিশনের কর্মপরিকল্পনা

দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধের পাশাপাশি সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণে দুর্নীতি দমন কমিশনের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে। কমিশন এক বছরের মধ্যে স্বল্পমেয়াদী, ২-৩ বছরের মধ্যে মধ্যমেয়াদী এবং পাঁচ বছরের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কৌশলগত কর্মপরিকল্পনাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কমিশন রাষ্ট্রের দুর্নীতি দমন ও প্রতিরোধে এর আইনানুগ ম্যান্ডেট বাস্তবায়ন করে চলেছে।

দুর্নীতি দমন কমিশন তার কৌশলগত পরিকল্পনায় দুর্নীতি দমনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সামাজিক প্রয়াসকে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করেছে। এই কৌশলগত পরিকল্পনায় বৃহৎ পরিসরে পাঁচটি মূল বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে-

১. প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি;
২. কার্যকর অনুসন্ধান এবং তদন্ত;
৩. কার্যকর প্রসিকিউশন;
৪. কার্যকর প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম; এবং
৫. কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা।

৮.১ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি

প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি দুর্নীতি দমন কমিশনের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৩ সালে কমিশনে বিভিন্ন পদে ১২৮ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তথাপি কিছু অনুমোদিত পদ শূন্য রয়েছে। কমিশনের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

স্বল্পমেয়াদি:
(ক) একটি নতুন যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন, (খ) নতুন কর্মী নিয়োগ, (গ) উত্তম কাজের পুরস্কারস্বরূপ বিশেষ প্রণোদনা প্রদানের ব্যবস্থা করা, (ঘ) পর্যাপ্ত ও যথোপযুক্ত লজিস্টিক সাপোর্টের ব্যবস্থা করা।

মধ্যমেয়াদি:
(ক) মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং পদক্ষেপ গ্রহণ, (খ) দুদকের ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, (গ) ফরেনসিক অ্যাকাউন্টিং এর জন্য প্রশিক্ষিত জনবল প্রস্তুতকরণ, (ঘ) একটি ডেডিকেটেড প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন, (ঙ) অর্থবছরের প্রারম্ভে বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মপরিকল্পনা তৈরী ও বাস্তবায়ন, (চ) প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য কোর্স (TOT) আয়োজন, (ছ) দুর্নীতি দূরীকরণে দুদককে সহায়তাকারী উপযুক্ত অংশীদারদের চিহ্নিতকরণ এবং তাদের সাথে মতবিনিময়।

দীর্ঘমেয়াদি:
(ক) দুদক এবং জনসাধারণের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার নিমিত্ত গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন, (খ) জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য দুদকের মৌলিক নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে রাষ্ট্রীয় নৈতিকতা বিধি প্রণয়নপূর্বক তা প্রসারের উদ্যোগ গ্রহণ, (গ) নৈতিকতা বিধি লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ।

৮.২ কার্যকর অনুসন্ধান ও তদন্ত

অনুসন্ধান ও তদন্ত দুর্নীতি দমন কমিশনের মৌলিক কার্যক্রম। কিন্তু সক্ষমতার অভাব এবং গতানুগতিক পদ্ধতির প্রয়োগ অনুসন্ধান ও তদন্তের ক্ষেত্রে দুদকের প্রচেষ্টাকে মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত করে। কমিশনের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কার্যকর অনুসন্ধান ও

তদন্ত কার্যক্রম নিশ্চিকরণে যে পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক তা নিম্নরূপ:

স্বল্পমেয়াদি:
(ক) একটি যুগোপযোগী অর্গানোগ্রাম প্রণয়ন এবং অর্গানোগ্রাম অনুসারে প্রয়োজনীয় জনবল, লজিস্টিক এবং অন্যান্য সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করা এবং পর্যাপ্ত আর্থিক বরাদ্দ নিশ্চিত করা, (খ) সততার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম মানদণ্ড অর্জনকারী কর্মকর্তাকে পুরস্কৃত করা।

মধ্যমেয়াদি:
(ক) প্রাসঙ্গিক আইন, বিধি, সার্কুলার এবং অফিস আদেশ অন্তর্ভুক্ত করে অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য একটি যুগোপযোগী গাইডলাইন/ম্যানুয়াল/নির্দেশিকা প্রস্তুতকরণ এবং তা অনুসরণ নিশ্চিতকরণ, (খ) নিয়মিতভাবে অনুসন্ধান ও তদন্তকারী কর্মকর্তা এবং তাদের তদারককারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান, (গ) অনুসন্ধান এবং তদন্তকারী কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ ভাতার ব্যবস্থা রাখা।

দীর্ঘমেয়াদি:
(ক) কার্যকর অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচারিক কার্যক্রম এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য দুদক কর্মকর্তাদের পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ইন্টারেক্টিভ ওয়েবসাইট প্রস্তুতকরণ, (খ) অনুসন্ধান/তদন্তের সময় সন্দেহভাজন অপরাধীদের জিজ্ঞাসাবাদ করার লক্ষ্যে মানসম্পন্ন ডিটেনশন সেন্টার স্থাপন এবং ডিটেনশন সেন্টারের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রাখা।

৮.৩ কার্যকর প্রসিকিউশন

দায়েরকৃত দুর্নীতির মামলার বিচার ও তদারকি করা যে কোনো দুর্নীতিবিরোধী প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। তবে এসব মামলার বিচারে কার্যকরী সহায়তা প্রদানের জন্য বর্তমানে কমিশনে পর্যাপ্ত দক্ষ জনবল নেই, পর্যাপ্ত লজিস্টিকসও নেই। কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কমিশনের মামলায় সাজার হার বাড়ানোর নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসমূহ সম্পাদন করা প্রয়োজন:

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি:
(ক) লজিস্টিক এবং অন্যান্য সুবিধাসহ প্রসিকিউশন ইউনিটের জন্য অর্গানোগ্রামের মধ্যে জনবল বরাদ্দকরণ, (খ) তদনুযায়ী দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রসিকিউটরগণদের দুদক চাকুরী বিধিমালা-২০০৮ অনুযায়ী নিয়োগ প্রদান।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি:
(ক) প্রসিকিউটর এবং তাদের তত্ত্বাবধায়কদের জন্য নির্দেশিকা ম্যানুয়াল প্রস্তুতকরণ, (খ) প্রসিকিউটর এবং তত্ত্বাবধায়দের জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা।

৮.৪ কার্যকর প্রতিরোধ ও গবেষণা কার্যক্রম

দুদক বিশ্বাস করে কেবল আইনের প্রয়োগই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের একমাত্র হাতিয়ার হতে পারে না। জনগণের সক্রিয় সমর্থন বা অংশগ্রহণ ছাড়া দুর্নীতিবিরোধী কোনো উদ্যোগই সফল হতে পারে না। দুর্নীতির প্রবণতা বোঝার জন্য, দুর্নীতির বিভিন্ন রূপ শনাক্ত করতে, দুর্নীতি মোকাবেলার নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে এবং বাংলাদেশে দুর্নীতির মাত্রা মূল্যায়নের জন্য গবেষণা অপরিহার্য। কমিশনের নিজস্ব 'গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট' প্রয়োজন যা কার্যকরভাবে অনুসন্ধান, তদন্ত, বিচার এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের প্রচেষ্টাসমূহের সহায়ক হিসেবে কাজ করবে। কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

স্বল্পমেয়াদি:
(ক) দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য নিয়মিতভাবে গণশুনানি পরিচালনা করা; (খ) দুর্নীতিপ্রবণ সরকারি দপ্তরসমূহে তাৎক্ষণিক (সাডেন/সারপ্রাইজ) পরিদর্শন, (গ) দুর্নীতি কমাতে দুদককে সহায়তা করার জন্য একটি সুসজ্জিত 'গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট' স্থাপন করা, (ঘ) বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তদনুসারে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা।

মধ্যমেয়াদি:

(ক) সেবা প্রদানের সাথে সংশিষ্ট সরকারি দপ্তর/মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে নিয়মিত অংশীজন সভা আয়োজন ও সিস্টেম উন্নয়নের জন্য সুপারিশ প্রদান, (খ) দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ, শর্ট ফিল্ম শো, দুর্নীতিবিরোধী নাটক প্রচার, বিতর্ক আয়োজন, (গ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২ অনুসারে সরকারি দপ্তরসমূহের উপর অর্পিত দুর্নীতি দমন কমিশনের নিকট দুর্নীতি বিষয়ক রিপোর্টিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন।

দীর্ঘমেয়াদি:

(ক) যেকোন আইন ও আইনের অধীন স্বীকৃত ব্যবস্থাদি পর্যালোচনায় নিয়মিত গবেষণা পরিচালনা, (খ) 'গবেষণা ও উন্নয়ন ইউনিট' এ পর্যাপ্ত প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান।

৮.৫ কার্যকর শিক্ষা ব্যবস্থা

জনগণকে, বিশেষ করে তরুণ জনগোষ্ঠীকে দুর্নীতির ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষিত করা এবং সংবেদনশীল করা একটি মৌলিক প্রতিরোধ কৌশল। এরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য দুর্নীতি দমন কমিশন সারা দেশে বিপুল সংখ্যক বিদ্যালয়ে সততা সংঘ গঠন করেছে। সততা সংঘগুলো দুর্নীতির বিরুদ্ধে সচেতনতা তৈরি করতে এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সততা উন্নীত করতে দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করছে। দুদক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বৃদ্ধিকরণে কমিশনের কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা অনুসারে অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

স্বল্প ও মধ্যমেয়াদি:

(ক) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলার লক্ষ্যে নৈতিকতা এবং সততা সম্পর্কিত বিষয়গুলি স্কুলের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্তকরণ; (খ) সরকারী কর্মচারীদের জন্য পরিকল্পিত প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমের মধ্যে দুর্নীতিবিরোধী নীতি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের মডিউল অন্তর্ভুক্তকরণ।

মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি:

(ক) কমিশনের উদ্যোগে নিয়মিতভাবে দুর্নীতিবিরোধী প্রশিক্ষণের আয়োজন, (খ) দেশে ও বিদেশে দুর্নীতিবিরোধী উচ্চশিক্ষার জন্য বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা।

নবম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল সর্বপ্রথম দুর্নীতি শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। এরপর দার্শনিক সিসারো দুর্নীতি শব্দটির সাথে ঘুস এবং সৎ অভ্যাস ত্যাগ প্রত্যয় যোগ করেন। দুর্নীতি সমাজের প্রচলিত নীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধের পরিপন্থী অপরাধমূলক আচরণ। দুর্নীতির সাথে পেশা, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধা, পদবির অপব্যবহারের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। ভোগবাদী মানসিকতা এবং অনেক ক্ষেত্রে অভাব দুর্নীতির পেছনের বড় কারণ। আয় ও সম্পদের বৈষম্যের পেছনে দুর্নীতির ভূমিকা রয়েছে। এতে উন্নয়নের সুফল সমাজে সঠিকভাবে বণ্টিত হয় না। দুর্নীতি একটি বৈশ্বিক প্রপঞ্চ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় এটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। কেউ যাতে অবৈধ সম্পদ ভোগ করতে না পারে রাষ্ট্রকে সে ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা পূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বাংলাদেশে দুর্নীতি দমনে আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো শক্তিশালী করার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন গঠিত হয়েছে। দুর্নীতি দমন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি দমন কমিশন জোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে কমিশন মামলাসমূহের তদন্ত ও বিচারের যথাযথ কার্যক্রম নিশ্চিত করাসহ দুর্নীতি কমাতে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছে।

২০০৪ সালে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন প্রতিষ্ঠার পর বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে দুদক ক্রমাগত বিকশিত হয়েছে। কমিশন এর দক্ষতা ও কার্যকারিতা বাড়াতে বেশ কিছু কৌশলগত উদ্যোগ বাস্তবায়ন করেছে। কমিশন পাঁচ বছর মেয়াদি (২০১৭-২০২১) কর্মকৌশলের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বহুমাত্রিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মাধ্যমে অনুসন্ধান, তদন্ত ও বিচারকাজের অগ্রগতি মনিটরিং করা হচ্ছে। ডিজিটাল কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, অ্যান্টি-মানি লন্ডারিং ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং সচেতনতামূলক কর্মসূচি প্রসারিত করা হয়েছে। কমিশনের গোয়েন্দা ইউনিট সর্বোচ্চ গোপনীয়তা বজায় রেখে গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে কমিশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে। হটলাইন নম্বর ১০৬, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে ছড়ানো তথ্য ও অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার সাথে যোগাযোগের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে কার্যক্রম গ্রহণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এসকল কাজের মাধ্যমে দুদক দুর্নীতি দমনে স্বাধীন এবং একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে জনগণের আস্থা অর্জনে বিশ্বস্ততার পরিচয় তুলে ধরতে পেরেছে।

মানবসম্পদ উন্নয়নে কমিশন যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহন করেছে। দুদকের কাজের গতিশীলতার লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন (কর্মচারী) চাকুরি বিধিমালা, ২০০৮ হালনাগাদ করা হচ্ছে। দক্ষতা বৃদ্ধি ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের জন্য কমিশনের কর্মীদের জন্য দেশে বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞতা বিনিময়, উত্তম চর্চার আদান প্রদান, পারস্পরিক আলোচনা ও হাতে-কলমে শিখনের সুযোগ পাওয়া যায়। দক্ষতার সাথে অনুসন্ধান, তদন্ত ও প্রসিকিউসনের মাধ্যমে দুর্নীতির প্রতিকার এবং দুর্নীতি সংঘটিত হওয়ার আগেই তা প্রতিরোধ করার বাস্তবসম্মত প্রশিক্ষণ দেয়া হয। মৌলিক প্রশিক্ষণের বাইরে ব্যাংকিং, ফাইনান্স, অডিটিং, স্টক মার্কেট, গোয়েন্দা, সাইবার ক্রাইম, ডিজিটাল ইন্টেলিজেন্স, প্রকিউরমেন্টসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কমিশন বিশ্বাস করে, প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীদের মাধ্যমে দুর্নীতি বিরোধী লক্ষ্য অর্জন ও কমিশনের মৌলিক কর্মপ্রয়াস সহজতর হবে।

দুর্নীতির ব্যাপকতার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের একটি সম্পর্ক আছে। শুদ্ধাচার ব্যতিরেকে দুর্নীতির কার্যকর প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। এ কারণে দেশপ্রেম ও বিবেকবোধের মেলবন্ধনের মাধ্যমে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কমিশনের প্রতিরোধ অনুবিভাগ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী, সততা স্টোর, সততা সংঘ, বিতর্ক, দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটি গঠনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে এ লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। জাতির আগামী দিনের সততা ও নিষ্ঠাবোধসম্পন্ন প্রজন্ম গঠনে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক উত্তম চর্চা ও শুদ্ধাচারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিশন দুর্নীতির বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে এবং স্বচ্ছতা আনয়নে সুশীল সমাজ, সরকারী-বেসরকারী সংস্থা, গণমাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশীদারত্ব গড়ে তোলার দিকেও মনোনিবেশ করেছে। দুর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক ও সৃজনশীল প্রতিবেদনকে উৎসাহিত করতে গণমাধ্যম কর্মীদের দুদক মিডিয়া অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। কমিশন সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকদের সম্পৃক্ততায় এসব কর্মকান্ডের প্রত্যাশিত ইতিবাচক ফলাফল নিয়ে আশাবাদী।

দুর্নীতি ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা বিকাশে কমিশনের দৃঢ় পদক্ষেপ রয়েছে। জনগণকে সেবা প্রদানে সরকারি কর্মচারীদের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সরকারি সেবা হয়রানি ছাড়া স্বচ্ছতার সাথে জনগণের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্য সেবাগ্রহীতা ও সেবাদাতার মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে কমিশন। এক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ত্রিপক্ষীয় গণশুনানির উদ্ভাবন করেছে কমিশন। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে গণশুনানির আয়োজন করে সরকারি সেবা প্রদানের প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাচ্ছে। অনিয়ম, অদক্ষতা, অব্যবস্থাপনা, দীর্ঘসূত্রিতা ও দুর্নীতির বিষয়ে সরাসরি ভুক্তভোগী মানুষ অভিযোগ জানাতে পারছেন। এর ফলে সহজভাবে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে গতিশীলতা আনয়নে পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হচ্ছে। অপরাধের প্রতিকার করে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার বিকাশ হচ্ছে। অন্যদিকে সেবাগ্রহীতারা সেবাগ্রহণের পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত হচ্ছে। জনগণের ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। গণশুনানিতে প্রাপ্ত অভিযোগের বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নিয়মিত ফলো আপ করা হয়। গণশুনানিতে উপস্থাপিত প্রতিটি অভিযোগের নিষ্পত্তি হার সন্তোষজনক হওয়ায় গণশুনানির কার্যকারিতা প্রতীয়মান হয়। ফলে গণশুনানিতে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেন। গণশুনানির প্রভাবে জনগণের অংশগ্রহণের ফলে জবাদিহিতামূলক স্বচ্ছ প্রশাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠবে বলে কমিশন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে।

প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিশ্বায়নের ফলে প্রতিনিয়ত দুর্নীতির পদ্ধতি ও ধরণ পাল্টে যাচ্ছে। বর্তমানে দুর্নীতিলব্ধ অর্থের গন্তব্য দেশের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। বরং দেশের সীমানা পেরিয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে। নিত্যনতুন প্রদ্ধতিতে দুর্নীতির আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে দুর্নীতি দমন ও নিয়ন্ত্রণে বহু ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখিন হতে হচ্ছে। ভবিষ্যতে এ চ্যালেঞ্জ আরো বাড়বে। এ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় দুদকের ভবিষ্যৎ অভিযাত্রার কর্মকৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। বিদেশী এজেন্সির সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঘুস ও দুর্নীতির মাধ্যমে পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারে দুদক তার সীমাবদ্ধতা দূর করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বিদেশী এজেন্সিসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয়, তথ্য আদান-প্রদান, সাক্ষ্য আনয়নে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক কার্যক্রম জোরালো করা হয়েছে।

দুর্নীতি সর্বগ্রাসী, সামাজিক ক্যানসার। দুর্নীতির প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ উত্তম। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতি প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহবান জানিয়েছিলেন। পারিবারিক মূল্যবোধ মানুষকে সততা, নিষ্ঠা ও শুদ্ধাচার শেখায়। সেকারণে পরিবার থেকেই দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন শুরু করা প্রয়োজন। পরিবার এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে বিশেষ করে তরুণ সমাজকে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসা এখন সময়ের দাবী। গণসচেতনতা, দেশপ্রেম এবং তারুণ্যের অঙ্গীকারই পারে দুর্নীতিকে সমাজ থেকে উৎখাত করতে। দুর্নীতিবাজরা যাতে সমাজে গ্রহণযোগ্যতা না পায় সেজন্য সবার সম্পৃক্ততা ও বলিষ্ঠ ভূমিকা প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতির প্রতিকার এবং প্রতিরোধকে সমান গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহের মধ্যে দুর্নীতি প্রতিরোধের লক্ষ্য অর্জন দুর্নীতি দমন কমিশনের প্রথম অগ্রাধিকার। দুর্নীতিমুক্ত উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ আমাদের আগামীদিনের অঙ্গীকার।

দুর্নীতি দমন কমিশন
দু দ ক

আমরা যাঁদের হারিয়েছি
THOSE WE LOST

মোঃ শাফিউল ইসলাম
গাড়িচালক
মৃত্যু: ০৩.০১.২০২৩

Md. Shafiqul Islam
Driver
Death: 03.01.2023

মোহাম্মদ ইমদাদুল হক মল্লিক
উচ্চমান সহকারী
মৃত্যু: ২২.০৪.২০২৩

Mohammad Imdadul Haque Mallik
Upper Division Assistant
Death: 22.04.2023

মোঃ আবু হোসেন
দপ্তরি
মৃত্যু: ১১.০৫.২০২৩

Md. Abu Hossain
Peon
Death: 11.05.2023

মোঃ আমিরুল ইসলাম
গাড়িচালক
মৃত্যু: ১১.০৯.২০২৩

Md. Amirul Islam
Driver
Death: 11.09.2023

এস এম ইমরান
নিরাপত্তারক্ষী
মৃত্যু: ২৩.১১.২০২৩

S M Imran
Security Guard
Death: 23.11.2023

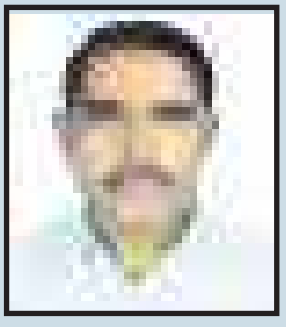

শ্যামল কান্তি নাথ
সহকারী পরিদর্শক
মৃত্যু: ০১.০৭.২০২৩

Shamol Kanti Nath
Assistant Inspector
Death: 01.07.2023

ফটোগ্যালারি

PHOTO GALLERY

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর মহামান্য রাষ্ট্রপতি
জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন এঁর সাথে কমিশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ

A delegation of the Anti-Corruption Commission led by its Chairman pays courtesy call on
His Excellency Honourable President of the People's Republic of Bangladesh
Mr. Mohammed Shahabuddin after assuming office

বাংলাদেশের তৎকালীন মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মো: আবদুল হামিদ এঁর নিকট বঙ্গভবনে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর নেতৃত্বে ২০২২ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন হস্তান্তর

A delegation of the Anti-Corruption led by its Chairman Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah is handing over the Annual Report 2022 to His Excellency the then Honourable President Mr. Md. Abdul Hamid at Bangabhaban

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি
জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন এঁর সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এর সৌজন্য সাক্ষাৎ

His Excellency Honourable President of the People's Republic of Bangladesh, Mr. Mohammed Shahabuddin met with the Chairman of ACC Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন ভাষণ প্রদান করেন

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2023, His Excellency Honourable President of the People's Republic of Bangladesh Mr. Mohammed Shahabuddin is delivering speech

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিন ভাষণ প্রদান করেন

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2023, His Excellency Honourable President of the People's Republic of Bangladesh Mr. Mohammed Shahabuddin is delivering speech

৯ ডিসেম্বর ২০২৩ আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবসে আলোচনা অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনকালে মহামান্য রাষ্ট্রপতি জনাব মোঃ সাহাবুদ্দিনসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2023, His Excellency Honourable President Mr. Mohammed Shahabuddin, along with the other guests, paid tribute to the National Anthem

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ এর শুভ উদ্বোধন

Inauguration of International Anti-Corruption Day 2023

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত দেশব্যাপী মানববন্ধনের খন্ডচিত্র

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2023, Human Chains are formed across the country

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত দেশব্যাপী মানববন্ধনের খন্ডচিত্র

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2023, Human Chains are formed across the country

আন্তর্জাতিক দুর্নীতিবিরোধী দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত দেশব্যাপী মানববন্ধনের খন্ডচিত্র

On the occasion of International Anti-Corruption Day 2023, Human Chains are formed across the country.

জেলাপ্রশাসক সম্মেলন ২০২৩ এ দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ এবং কমিশনের সচিব মো: মাহবুব হোসেন আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন

The Honorable Chairman of Anti-Corruption Commission Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah and the Secretary of the Commission Mr. Mahbub Hossain spoke at the Deputy Commissioners' Conference 2023

শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

A discussion meeting was held on the occasion of International Mother Language Day 2023

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর ১০৩তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভা

A discussion meeting was held to celebrate the 103rd birthday of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman and National Children's Day 2023

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৩ উপলক্ষে প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত আলোচনা সভা

A discussion meeting was held to mark the National Independence Day 2023

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ এ আয়োজিত সভায় জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে নিরবতা পালন

Slience was observed to pay tribute to the Father of the Nation during the discussion meeting to mark the National Mourning Day 2023

জাতীয় শোক দিবস ২০২৩ উপলক্ষে আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের রুহের মাগফিরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত

Prayer was offered for Bangabandhu and His family members during the discussion meeting to mark the National Mourning Day 2023

দুর্নীতি দমন কমিশনের ১৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা

A discussion meeting was held to mark the 19th Anniversary of Anti-Corruption Commission, Bangladesh

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভা

A discussion meeting was held to mark the Victory Day 2023

কমিশনের নিয়মিত সভার একটি স্থিরচিত্র

A glimpse of the Commission meeting held regularly

কমিশনের নিয়মিত সভার একটি স্থিরচিত্র

A glimpse of the Commission meeting held regularly

যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় ১০ম Conference of the States Parties (COSP) to UNCAC এ মাননীয় কমিশনার (অনুসন্ধান) জনাব মোছাঃ আছিয়া খাতুনসহ অন্যান্য প্রতিনিধিবৃন্দ

A delegation led by ACC Commissioner (Enquiry) Mst. Asia Khatoon attended the 10th Session of COSP to UNCAC, held at Atlanta, USA

অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় অনুষ্ঠিত International Anti-Corruption Academy (IACA) এর ১২তম Assembly of the Parties এ দুদকের মহাপরিচালক (প্রতিরোধ) অংশগ্রহণ করেন

Director General (Prevention) represented ACC on the 12th Assembly of the Parties organized by IACA held at Vienna, Austria

ভারতে অনুষ্ঠিত জি২০ দুর্নীতিবিরোধী মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আনিসুল হক, এমপি ও দুদক সচিব অংশগ্রহণ করেন

Honourable Minister, M/o of Law, Justice and Parliamentary Affairs Mr. Anisul Huq, MP and the ACC Secretary participated at G20 Anti-Corruption Ministers' Meeting held in India, 2023

ভিয়েনায় UNODC আয়োজিত 'Safeguarding Sport from Corruption for Governments and Sports Organizations of South Asia' ওয়ার্কশপে দুদক সচিব

The Secretary of the ACC attended the workshop 'Safeguarding Sport from Corruption for Governments and Sports Organizations of South Asia' organized by UNODC held at Vienna, Austria

দক্ষিণ কোরিয়া Anti Corruption and Civil Rights Commission (ACRC) আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ

A delegation of ACC participated in a training program organized by ACRC in Republic of Korea

UNODC Regional Office for South Asia এর প্রতিনিধিগণের সাথে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের আলোচনা

A delegation of UNODC Regional Office for South Asia met with the Chairman and other high officials of ACC

ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসে South Asia Regional Anti-Corruption Program এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে দুদক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বক্তব্য প্রদান করেন

ACC Chairman Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah spoke at the inaugural ceremony of 'South Asia Regional Anti-Corruption Program' held at US Embassy, Dhaka

ঢাকায় মার্কিন দূতাবাস আয়োজিত South Asia Regional Anti-Corruption Program এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার ডি. হাস এবং অংশগ্রহণকারীগণ

ACC Chairman Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah, United States Ambassador to Bangladesh Mr. Peter D. Haas and the participants at 'South Asia Regional Anti-Corruption Program' organized by the US Embassy, Dhaka

দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে সফররত আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল এর প্রতিনিধিগণের সভা

A team of high Officials of ACC is in a meeting with the visiting IMF delegation

দুদক সচিবের সাথে Japan International Co-operation Agency (JICA) প্রতিনিধিগণের সৌজন্য সাক্ষাৎ

The Secretary of the Commission is in a courtesy meeting with JICA representatives

দুর্নীতি দমন কমিশনের সচিব জনাব মো: মাহবুব হোসেন এর সাথে যুক্তরাষ্ট্রের জাস্টিস ডিপার্টমেন্টের প্রতিনিধিগণ সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন

The Secretary of the Commission is in a courtesy meeting with the representatives of US Justice Department

UNODC আয়োজিত The Dhaka Roadmap অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের সাথে দুদক সচিব

The ACC Secretary attended the 'The Dhaka Roadmap', a program coordinated by UNODC

বিচারকদের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আইন, বিচার, সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মো: আনিসুল হক, এমপি এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্, আইন ও বিচার বিভাগের সচিবসহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

Honourable Minister M/o Law, Justice and Parliamentary Affairs Mr. Anisul Huq, MP, Chairman ACC Mr. Mohammad Moinuddin Abdullah, Secretary Law and Justice Division and other distinguished guests at the inauguration trainning ceremony organized for the learned Judges.

সহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে মাননীয় চেয়ারম্যান ক্রেস্ট প্রদান করেন

The Honourable Chairman of ACC is handing over crest at the Foundation Course organized for the Assistant Directors

উপসহকারী পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে দুর্নীতি দমন কমিশনের মাননীয় চেয়ারম্যান, সচিব, বিপিএটিসি এর রেক্টর এবং অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

The Honourable Chairman of ACC, Secretary ACC, Rector BPATC and other officials at the concluding ceremony of the Foundation Training Course organized for the Deputy Assistant Directors

বিসিএস (কর) একাডেমিতে উপপরিচালকদের জন্য আয়োজিত আয়কর আইন বিষয়ক প্রশিক্ষণে দুদক সচিব

ACC Secretary spoke at the BCS (Tax) Academy on a training course organized for the Deputy Directors of the ACC

কক্সবাজার জেলায় আয়োজিত গণশুনানির খণ্ডচিত্র

A glimpse of the Public Hearing organized at Cox'sbazar District

পিরোজপুর জেলায় আয়োজিত গণশুনানির খণ্ডচিত্র

A glimpse of the Public Hearing organized at Pirojpur District

সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার/বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, কেশবপুর, যশোর

Awarding Stipend and Distributing Study Materials among meritorious students of Integrity Units at Keshabpur, Jashore

সততা সংঘের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার/বৃত্তি প্রদান ও শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ, গাজীপুর

Awarding Stipend and Distributing Study Materials among meritorious student of Integrity Units, Gazipur

দুর্নীতি প্রতিরোধ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে স্থাপিত বরিশাল অঞ্চলের একটি সততা স্টোর পরিদর্শনে দুদক সচিবসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

Secretary of ACC and other high officials of the Commission visited a 'Honesty Store', located at Barisal

জেলা কার্যালয়, চট্টগ্রাম-১ হতে পরিচালিত এনফোর্সমেন্ট অভিযান

Enforcement Drive conducted by the district office of Chattagram-1

দুর্নীতি দমন কমিশন
দুদক